বার্ষিক রিপোর্ট

১৯৯৩-৯৪

BAS-1958

বাংলাদেশ ব্যাংক

পরিচালক পর্ষদ

১।	জনাব খোরশেদ আলম	সভাপতি
২।	ডঃ আর, এ, গণি	পরিচালক
৩।	ডঃ এ, কে, এম, মসিউর রহমান	পরিচালক
৪।	ডঃ আকবর আলি খান	পরিচালক
৫।	জনাব শাহ্ আবদুল হান্নান	পরিচালক
৬।	জনাব আবদুল হাফিজ চৌধুরী	পরিচালক
৭।	ডঃ ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ	পরিচালক
৮।	জনাব এম, আকতার আলী	পরিচালক
৯।	জনাব আবদুল মোমেন	পরিচালক
	জনাব আশরাফ উল্লাহ	সচিব

নোট ঃ

১। মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আবদুল হালিম ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ তারিখ থেকে পরিচালক পর্ষদের পরিচালকের দায়িত্ব হতে অব্যাহতি পান।

২। জনাব জুলমত আলী খান ১৬ই এপ্রিল, ১৯৯৪ তারিখ থেকে পরিচালক পর্ষদের পরিচালকের দায়িত্ব হতে অব্যাহতি পান।

গভর্নর

জনাব খোরশেদ আলম

ডেপুটি গভর্নর

জনাব কামাল উদ্দিন আহমদ

জনাব এ, বি, এম, মাহবুবুল আমিন খান

জনাব শাহ্ আবদুল হান্নান

নির্বাহী পরিচালক

জনাব আতাউল হক

জনাব আবদুর রকীব

জনাব হরিনারায়ণ মজুমদার

জনাব এম, রুহুল আমিন

জনাব সৈয়দ আশরাফ আলী

অর্থনৈতিক উপদেষ্টা

জনাব মুহম্মদ মহসিন আলি

বিভাগসমূহ*
এবং
বিভাগীয় প্রধান/মহাব্যবস্থাপকগণ

কম্পিউটার বিভাগ	জনাব মোঃ নাজমুল হক (সিস্টেমস্ ম্যানেজার)
কৃষি ঋণ বিভাগ	জনাব আনসার উদ্দিন আহমদ
কৃষি ঋণ প্রকল্প বিভাগ	জনাব ইমদাদুল ইসলাম খান
কৃষি ঋণ পরিদর্শন বিভাগ	জনাব আবদুল হাই
ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো	জনাব মোঃ নূর করিম
গবেষণা বিভাগ	জনাব ফারুক উদ্দিন আহমেদ জনাব মোহাম্মদ আবদুল্লাহ জনাব ছায়ফুল্লাহ
জনসংযোগ ও প্রকাশনা বিভাগ	জনাব যাহিদ হোসেন**
নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা বিভাগ	মেজর (অবঃ) এম, এ, হোসেন
নিরীক্ষা ও পরিদর্শন বিভাগ	জনাব আলাউদ্দিন আহমেদ-২
পরিদর্শন বাস্তবায়ন বিভাগ	জনাব কাজী আনোয়ারুল মাহবুব
পরিসংখ্যান বিভাগ	জনাব নূরউল ইসলাম জনাব আবু ওমর
প্রকৌশল বিভাগ	জনাব খলিলুর রহমান (ভারপ্রাপ্ত)
প্রশাসন বিভাগ	জনাব মোঃ শামসুদ্দীন
বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশিক্ষণ একাডেমী	জনাব মোঃ আবদুল মান্নান
ব্যয় ব্যবস্থাপনা বিভাগ	জনাব মহিউদ্দীন জহুর আমিন
ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ	জনাব মোঃ নজরুল হুদা জনাব মোঃ মুরশিদ কুলী খান
ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ	জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমিন
বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ	জনাব মোঃ হারুনর রশীদ ভূঞা জনাব জিয়াউল হাসান সিদ্দিকী
মনিটারী ম্যানেজমেন্ট এন্ড টেকনিক্যাল ইউনিট	জনাব মোঃ ওয়ালিউল ইসলাম
শিল্প ঋণ বিভাগ	জনাব মিনহাজুল আরেফিন
সচিব বিভাগ	জনাব আশরাফ উল্লাহ
হিসাব বিভাগ	জনাব মোঃ আবদুস সালাম জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম

*   বর্ণক্রম অনুযায়ী।

**   জনাব যাহিদ হোসেন ১৮ই জুলাই, ১৯৯৩ তারিখ পর্যন্ত জনসংযোগ ও প্রকাশনা বিভাগের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

শাখা অফিসসমূহ*
এবং
শাখা অফিস প্রধান/মহাব্যবস্থাপকগণ

খুলনা অফিস	জনাব সুলতান আহমেদ মোল্লা
চট্টগ্রাম অফিস	জনাব মোহাম্মদ আলী
বগুড়া অফিস	জনাব এ, এইচ, তৌফিক আহমেদ
	জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা (দায়িত্বভার গ্রহণরত)
বরিশাল অফিস	জনাব কালিপদ ধর
মতিঝিল অফিস, ঢাকা	জনাব মোঃ বুজরুচ মেহের
রাজশাহী অফিস	জনাব দিদারুল ইসলাম
রংপুর অফিস	জনাব মোঃ আব্লাহ মালিক কাজেমী
সদরঘাট অফিস, ঢাকা	জনাব মফিজুল ইসলাম মিয়া
সিলেট অফিস	জনাব এম, মোহসীনুর রহমান

* বর্ণক্রম অনুযায়ী।

প্রেরণ পত্র

বাংলাদেশ ব্যাংক

ঢাকা

২৬ শে বৈশাখ, ১৪০২

৯ ই মে, ১৯৯৫

সচিব
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা।

মহোদয়,

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশের ৪০(২) নম্বর ধারা অনুযায়ী ব্যাংকের ১৯৯৪ সালের জুন মাসে সমাপ্ত হিসাব বছরের রিপোর্ট ও নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট প্রেরণ করা হ'ল।

আপনার বিশ্বস্ত,

(খোরশেদ আলম)
গভর্নর

সূচীপত্র

পরিচ্ছেদসমূহ		পৃষ্ঠা
প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ	বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিধারা	১
	অর্থ, ঋণ ও মূল্য পরিস্থিতি	৪
	বহির্বাণিজ্য ও লেনদেন ভারসাম্য	৫
	স্বল্প মেয়াদী সম্ভাবনা	৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ	প্রধান খাতসমূহ	৭
	মোট দেশজ উৎপাদন	৭
	কৃষি খাত	৭
	শিল্প খাত	৭
	বেসরকারী শিল্প খাতে বিনিয়োগ	৯
	খাদ্য পরিস্থিতি	১০
	মূল্য পরিস্থিতি/ভোক্তা মূল্য সূচক	১১
	সঞ্চয় ও বিনিয়োগ	১২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ	অর্থ ও ব্যাংকিং	১৩
	অর্থ সরবরাহ (এম-১)	১৩
	অর্থ সরবরাহ পরিবর্তনের কারণসূচক উপাদানসমূহ	১৪
	ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (এম-২)	১৫
	রিজার্ভ মুদ্রা	১৬
	অর্থের আয়-গতি	১৭
	অভ্যন্তরীণ ঋণ	১৮
	ব্যাংক ঋণ	১৮
	ব্যাংক আমানত	১৯
	ডিপোজিট পেনশন স্কীম	২০
	পল্লী ও শহর এলাকায় আমানত ও আগাম	২১
	ঋণ/আমানত অনুপাত	২১
	বাংলাদেশ ব্যাংক হতে তফসিলী ব্যাংকসমূহর কর্জ	২১
	বাংলাদেশ ব্যাংকে তফসিলী ব্যাংকসমূহর জমা এবং তাদের নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত তহবিল	২২
	তফসিলী ব্যাংকসমূহর বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিতব্য নগদ অর্থ এবং তরল সম্পদ সংরক্ষণ আবশ্যকতা	২২
	ব্যাংক রেট	২২

	ঋণের উপর সুদের হার	২২
	আমানতের উপর সুদের হার	২৩
	ব্যাংকসমূহর জন্য সুদ ভর্তুকি	২৩
	ঋণ আদায় পরিস্থিতি	২৪
	আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচী	২৪
	মুদ্রা/ঋণনীতি ও সহায়ক ব্যবস্থাসমূহ	২৫
	পুনঃঅর্থসংস্থান সুবিধা	২৬
	ব্যাংক শাখা সম্প্রসারণ	২৭
	শ্রেণীভিত্তিক ব্যাংকসমূহর তুলনামূলক অবস্থা	২৭
	ব্যাংক পরিদর্শন	২৮
চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ	**মূলধন বাজার ও শিল্পে অর্থসংস্থান**	২৯
	ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ	২৯
	বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ	৩০
	বাংলাদেশ পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা (আই,সি,বি)	৩০
	বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক (বি,এস,বি)	৩০
	বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা (বি,এস,আর,এস)	৩১
	শিল্প খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে তফসিলী ব্যাংকসমূহ ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত শিল্প ঋণ	৩১
পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ	**কৃষি ও পল্লী অর্থসংস্থান**	৩৩
	বার্ষিক কৃষি ঋণ কর্মসূচী	৩৩
	কৃষি ঋণ পাশ বই	৩৪
	বার্ষিক কৃষি ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ঋণ বিতরণ	৩৪
	কৃষি ঋণ আদায়	৩৫
	কৃষি ঋণ বিভাগের তত্ত্বাবধানাধীন প্রকল্পসমূহ	৩৮
	কৃষি ঋণ প্রকল্প বিভাগের তত্ত্বাবধানাধীন কর্মসূচী / প্রকল্পসমূহ	৩৯
	গ্রামীণ ব্যাংক	৪১
	ব্যাংক শাখা ও সমবায় ব্যাংক/সমিতিসমূহ পরিদর্শন	৪২
	কৃষি খাতে পুনঃঅর্থসংস্থান সুবিধা	৪২
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ	**ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে অর্থসংস্থান**	৪৩
	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাসমূহ	৪৩
	ব্যাংক অব স্মল ইন্ডাষ্ট্রিজ এণ্ড কমার্স লিঃ	৪৩
	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে ঋণ বিতরণ ও বিনিয়োগ	৪৩
	বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানাধীন প্রকল্পসমূহ	৪৪
	নোরাড (NORAD) অনুদান বিজিডি-০২০ এর অধীনে পুনঃঅর্থসংস্থান	৪৪
	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রকল্প ঃ এডিবি (ADB) ঋণ নং- ১০৭০বি, এ, এন (এসএফ)	৪৪
	বেসরকারী খাতে শিল্প ঋণ প্রকল্প ঃ আইডিএ ঋণ-২৩৪০-বিডি	৪৪
	বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ঋণ প্রকল্প	৪৪

	স্বেচ্ছায় অবসরগ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক ক্ষুদ্র-উদ্যোগ ঋণ স্কীম	৪৫
	ক্ষুদ্র শিল্পে বিনিয়োগকারীদের জন্য ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীম	৪৫
সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ	গৃহ নির্মাণ অর্থসংস্থান	৪৬
	বাংলাদেশ গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থা	৪৬
	ডিবেঞ্চার বিক্রির মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থার অর্থ সংগ্রহ	৪৬
	বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কর্তৃক গৃহ নির্মাণে অর্থসংস্থান	৪৭
অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ	সরকারী অর্থসংস্থান	৪৮
	জাতীয় বাজেট ও রাজস্বনীতির মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ	৪৮
	১৯৯৩-৯৪ সালের বাজেট	৪৮
	১৯৯৩-৯৪ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী	৪৯
	১৯৯৪-৯৫ সালের প্রাক্কলিত বাজেট	৪৯
	মূল্য সংযোজন কর (VAT) এবং সম্পূরক শুল্ক	৫০
	১৯৯৪-৯৫ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী	৫১
	সরকারের ঋণ	৫১
	শতকরা ৯ ভাগ সুদযুক্ত বাংলাদেশ সরকারের ঋণ-২০০২	৫১
	শতকরা ৭ ভাগ সুদযুক্ত অ-ব্যাংক ট্রেজারী বিল	৫১
	ব্যাংক বহির্ভূত বিনিয়োগকারীদের জন্য "ন্যাশনাল বন্ড"	৫২
	শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত "ইনকাম ট্যাক্স বন্ড"	৫২
	জিপি নোট/স্টক সার্টিফিকেট	৫২
	শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত "নন-নেগোশিয়েবল বন্ড"	৫২
	শতকরা ৮ ভাগ সুদযুক্ত "সেভিংস বন্ড"	৫২
	২ বছর মেয়াদী বিশেষ ট্রেজারী বন্ড	৫২
	শতকরা ৪ ভাগ সুদযুক্ত ১ বছর মেয়াদী ট্রেজারী বন্ড-১৯৯৪	৫২
	সুদবিহীন বিশেষ ট্রেজারী বন্ড	৫২
	শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত ২ বছর মেয়াদী ট্রেজারী বন্ড-১৯৯৫	৫২
	শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত ৩ বছর মেয়াদী (টি এণ্ড টি) ট্রেজারী বন্ড-১৯৯৬	৫৩
	শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত ১৫ বছর মেয়াদী ট্রেজারী বন্ড-২০০৮	৫৩
	২৫ বছর মেয়াদী ট্রেজারী বন্ড-২০১৮	৫৩
	শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত ৩ বছর মেয়াদী বি, এস, আর, এস ট্রেজারী বন্ড-১৯৯৭	৫৩
	সুদবিহীন ট্রেজারী বন্ড	৫৩
	২৫ বছর মেয়াদী ট্রেজারী বন্ড-২০১৯	৫৩
	সুদবিহীন ট্রেজারী বন্ড	৫৩
	ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ড	৫৪
	৮ বছর মেয়াদী প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র	৫৪

	৬ বছর মেয়াদী বোনাস সঞ্চয়পত্র	৫৪
	৫ বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র	৫৪
	৩ বছর মেয়াদী সঞ্চয়পত্র	৫৪
	বাংলাদেশ প্রাইজবন্ড	৫৪
	৩ বছর মেয়াদী জাতীয় বিনিয়োগ বন্ড	৫৫
	বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী নাগরিকদের নিকট বিভিন্ন সঞ্চয়পত্র বিক্রয় প্রসংগে	৫৫
নবম পরিচ্ছেদ ঃ	বহির্বাণিজ্য ও লেনদেন ভারসাম্য	৫৬
	বাণিজ্যের ভারসাম্য	৫৬
	আমদানী ব্যয়	৫৬
	আমদানী নীতি ও কর্মসূচী	৫৬
	রপ্তানী আয়	৫৮
	রপ্তানী নীতি ও কর্মসূচী	৫৮
	প্রধান রপ্তানী পণ্যসমূহ	৫৯
	সেবা খাতের হিসাব	৬১
	সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য	৬১
	প্রবাসী বাংলাদেশীদের অর্থ প্রেরণ	৬২
	বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	৬২
	পণ্য-বাণিজ্য শর্ত	৬২
দশম পরিচ্ছেদ ঃ	বৈদেশিক সাহায্য	৬৪
একাদশ পরিচ্ছেদ ঃ	আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সাথে লেনদেন	৬৬
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ঃ	বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার নীতি এবং বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ	৬৮
	বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার নীতি	৬৮
	বৈদেশিক মুদ্রা বাজার ব্যবস্থা	৬৮
	বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উদারীকরণ/শিথিলকরণ	৬৯
	হজ্ব, ১৯৯৪	৭০
	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিদর্শন	৭০
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ঃ	এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন	৭১
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ঃ	নোট ও ধাতব মুদ্রা	৭৩
	ব্যাংক নোট	৭৩
	অন্যান্য নোট ও ধাতব মুদ্রাসমূহ	৭৩
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ঃ	প্রশাসন	৭৪
	পরিচালক পর্ষদ পুনর্গঠন	৭৪
	ডেপুটি গভর্নরের দায়িত্বভার পুনগ্রহণ	৭৪

	পরিচালক পর্ষদ/নির্বাহী কমিটি/সমন্বয় কমিটির সভা	৭৪
	বিভিন্ন পদে নিয়োগ	৭৪
	বিভিন্ন কারণে ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা হ্রাস	৭৪
	একীভূত/সৃষ্ট নতুন বিভাগ/কোষ	৭৪
	ওয়ার্কিং কমিটি গঠন	৭৫
	সৃষ্ট/বিলুপ্ত পদসংখ্যা	৭৫
	ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মোট সংখ্যা	৭৫
	প্রেষণে নিয়োজিত কর্মকর্তার সংখ্যা	৭৫
	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	৭৫
	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	৭৫
ষোড়শ পরিচ্ছেদ ঃ	বার্ষিক হিসাব	৭৬
	ইস্যু বিভাগ ঃ দায় ও সম্পদ	৭৬
	ব্যাংকিং বিভাগ ঃ দায় ও সম্পদ	৭৬
	লাভ-ক্ষতির তুলনামূলক হিসাব	৭৭
	হিসাব নিরীক্ষক নিয়োগ	৭৭
	প্রশংসা জ্ঞাপন	৭৭
	স্থিতিপত্র ও লাভ-ক্ষতির হিসাব	৭৯
	ইস্যু বিভাগ	৮০
	ব্যাংকিং বিভাগ	৮২
	লাভ-ক্ষতির হিসাব	৮৪
	হিসাব নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন	৮৬

পরিশিষ্ট

বাংলাদেশ ঃ	কিছু নির্বাচিত পরিসংখ্যান	৮৭
	১। আয়তন ও জনসংখ্যা	৮৯
	২। জাতীয় আয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ	৯০
	৩। সরকারী অর্থসংস্থান এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)	৯১
	৪। অর্থ, ঋণ এবং মূল্য সূচক	৯২
	৫। রিজার্ভ মুদ্রা ও তার উপাদানসমূহ	৯৩
	৬। রিজার্ভ মুদ্রার উৎসসমূহ	৯৪
	৭। সরকারী এবং বেসরকারী খাতের আমানতসমূহ	৯৫
	৮। তফসিলী ব্যাংকসমূহের তুলনামূলক পরিস্থিতি	৯৬
	৯। বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো	৯৭
	১০। ১৯৯৩-৯৪ সালে সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত বন্ডের বিবরণ	১৪১
	১১। খাতওয়ারী শিল্প ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণ	১৪২
	১২। বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য	১৪৫
	১৩। পণ্য রপ্তানী (আয়)	১৪৮
	১৪। পণ্য আমদানী (ব্যয়)	১৪৯
	১৫। বৈদেশিক সাহায্য, বৈদেশিক ঋণ ও ঋণ পরিশোধ	১৫০
	১৬। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	১৫১
	১৭। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার	১৫২
	১৮। প্রবাসী বাংলাদেশীদের অর্থপ্রেরণ	১৫৪
	১৯। বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যালয়সমূহ	১৫৫
	২০। তফসিলী ব্যাংকসমূহের তালিকা	১৫৬

বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিধারা

১.১। ১৯৯৩-৯৪ সালে বাংলাদেশের সমষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আরও জোরদার হয়। আর্থিক খাতসহ অন্যান্য খাতসমূহে সংস্কারমূলক কর্মসূচীর বাস্তবায়নে অগ্রগতি বিশেষ করে চলতি হিসাবে বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনের উপর নিয়ন্ত্রণসমূহ অপসারণ করে টাকাকে রূপান্তর-যোগ্যকরণের যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের সুফল সমষ্টিক অর্থনীতির মৌলিক নির্দেশকসমূহে প্রতিফলিত হয়। বৈদেশিক বাণিজ্যের চলতি হিসাবে লেনদেনের ঘাটতি হ্রাস পেয়ে মোট দেশজ উৎপাদনের শতকরা ১.৭[সা] ভাগে দাঁড়ায়। দেশে মূল্যস্ফীতির হার শতকরা ১.৮ ভাগে সীমিত থাকে। এ মাত্রা প্রতিবেশী দেশসমূহে এমনকি অনেক উন্নত দেশে বিদ্যমান মূল্যস্ফীতির হারের চেয়ে অনেক কম। আলোচ্য বছরে মোট দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ৪.৫[স] ভাগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৪.৬[সা] ভাগে দাঁড়ায়।

১.২। আলোচ্য বছরে পূর্ববর্তী বছরগুলোতে প্রবর্তিত উদার, উন্মুক্ত, বাজারমুখীন ও প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিতকরণের লক্ষ্যে বাস্তবানুগ, দূরদর্শী ও বিচক্ষণ মুদ্রা এবং অর্থ সম্পর্কীয় নীতিমালা অনুসরণকরণ ও আর্থিক খাতের সংস্কারমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়ন অব্যাহত থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্রমশঃ প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা ব্যবহার পরিহার করে অপ্রত্যক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। ব্যাংকসমূহের পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও সার্বিক তদারকি জোরদার করা হয়েছে। ব্যাংকগুলোর ঋণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তসমূহে গুণগতমানের পরিবর্তন ঘটেছে। কর আদায়ের পরিধির বৃদ্ধি ও ব্যবস্থাপনার উন্নতির ফলে রাজস্ব আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। সরকার আর্থ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সংযম প্রদর্শন করেন। ফলে, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ২৬.২ ভাগ অভ্যন্তরীণ সম্পদ যোগানের তুলনায় আলোচ্য বছরে শতকরা ৩৫.৮ ভাগ যোগান দেয়া সম্ভবপর হয় যা অভীষ্ট অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনের ব্যাপারে শুভ ইঙ্গিতবহ। দেশের মোট বিনিয়োগ পূর্ববর্তী বছরের মোট দেশজ উৎপাদনের শতকরা ১৩.৮[স] ভাগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়ে আলোচ্য বছরে শতকরা ১৪.০[সা] ভাগে দাঁড়ায়। এ বিনিয়োগের সিংহভাগ এসেছে বেসরকারী খাত থেকে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ বৃদ্ধির ধারা আলোচ্য বছরেও অব্যাহত থাকে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের জুন শেষের মাত্রা ২,১২১.০ মিলিয়ন ডলার থেকে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে আলোচ্য বছরের জুন শেষে ২,৭৬৫.০ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। এ পরিমাণ দেশের প্রায় আট মাসের আমদানী বিল পরিশোধের জন্য পর্যাপ্ত ছিল। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের বৃদ্ধিতে অভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক খাত হতে উদ্ভূত সম্ভাব্য শকসমূহ মোকাবিলার জন্য শক্তি বেড়েছে।

১.৩। আলোচ্য বছরে চলতি হিসাবে লেনদেনের জন্য টাকাকে সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরযোগ্য করা হয়। ১৯৯৪ সালের এপ্রিল মাসে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের আর্টিকেল ৮-এর মর্যাদা বাংলাদেশ গ্রহণ করে। এর ফলে, বিদেশী বিনিয়োগকারীগণের কাছে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হয় এবং তাঁরা এ দেশে বিনিয়োগের জন্য বিশেষ করে ঢাকার শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের ব্যাপারে বিপুল উৎসাহ প্রদর্শন করে। আলোচ্য বছরে মোট নীট বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৬৯.০ মিলিয়ন ডলার। আমদানী নীতিমালা উদারীকরণ, শুল্কের হারসমূহ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাসকরণ এবং টাকাকে চলতি হিসাবে লেনদেনের জন্য রূপান্তরকরণ সত্ত্বেও রপ্তানী আয় এবং প্রবাসী বাংলাদেশীগণ কর্তৃক প্রেরিত অর্থের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বাণিজ্যিক লেনদেনের ভারসাম্যের চলতি হিসাবে ঘাটতির পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের মোট দেশজ উৎপাদনের শতকরা ২.৬[স] ভাগের তুলনায় হ্রাস পেয়ে আলোচ্য বছরে শতকরা ১.৭[সা] ভাগে দাঁড়ায়।

---

*উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।
স — সংশোধিত।
সা — সাময়িক

১.৪। শিল্পে অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগের পরিমাণ আলোচ্য বছরে বেড়েছে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক শিল্পের জন্য মেয়াদী ঋণের মঞ্জুরীর পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের ১,০৭৪.৬৭ কোটি টাকার তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে আলোচ্য বছরে ২,২১২.৩৭ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, যা শতকরা ১০৫.৯ ভাগ বৃদ্ধি নির্দেশ করে।

১.৫। দ্রুত শিল্পায়নের কৌশল হিসেবে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদানকরণ আলোচ্য বছরেও অব্যাহত থাকে। এ লক্ষ্যে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপসমূহ হ'ল ঃ শতকরা ১০০ ভাগ বেসরকারী বৈদেশিক বিনিয়োগের অনুমোদন; বিদেশী বিনিয়োগকারীদের শতকরা ১০০ ভাগ মালিকানায় বা যৌথ উদ্যোগে স্থাপিত শিল্পে নিয়োজিত মূলধনের শেয়ার হস্তান্তরে বিধিনিষেধ প্রত্যাহার; বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের অর্জিত লভ্যাংশ তাদের মনোনীত ব্যাংকের মাধ্যমে অবাধে বিদেশে প্রেরণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক বা বিনিয়োগ বোর্ডের পূর্বানুমোদন গ্রহণের আবশ্যকতা প্রত্যাহার; লভ্যাংশ বিনিয়োগ করা হলে তা নতুন বিনিয়োগ হিসেবে গণ্যকরণ; বৈদেশিক বিনিয়োগ-কারীদেরকে ইকুইটির পরিমাণ নির্বিশেষে চলতি মূলধন ঋণ সংগ্রহ করার সুবিধা প্রদান; বিদেশী বিনিয়োগকারীদেরকে ষ্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অবাধ অনুমতি প্রদান ও অর্জিত মুনাফা প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার; এবং বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য বিনিয়োগের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ। এছাড়াও ১লা মার্চ, ১৯৯৪ তারিখে বিনিয়োগ বোর্ডকে নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান থেকে সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের ফলে ১৯৯৪ সালের মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত ৪ মাসে ৩,১১৫.৪৮ কোটি টাকার বৈদেশিক বিনিয়োগ সম্বলিত ৬৮টি শিল্প প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন করা হয়। তদুপরি বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ, অভ্যন্তরীণ বিমান পরিবহন, তেল ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও আহরণ এবং ভৌত অবকাঠামো খাতসমূহ বেসরকারী বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্তকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১.৬। ১৯৯১ সালের ১লা জুলাই-এ চালুকৃত মূল্য সংযোজন কর (VAT) এর পরিধি আলোচ্য বছরে আরো বৃদ্ধি করা হয়। আয় কর অব্যাহতির সীমা আরো বৃদ্ধি করা হয় এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্পোরেট ট্যাক্সের বিধান শিথিল করা হয়। ১৯৯৩-৯৪ সালে সরকারের রাজস্ব প্রাপ্তি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ১১.০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১২,২৮০.০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অন্যদিকে, একই সময়ে রাজস্ব ব্যয় শতকরা ৭.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৯,১৫০.০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে রাজস্ব বাজেটের উদ্বৃত্ত পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ২২.৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩,১৩০.০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৩-৯৪ সালে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অভ্যন্তরীণ সম্পদের অংশ দাঁড়ায় শতকরা ৩৫.৮ ভাগে, ১৯৯২-৯৩ সালে যা ছিল শতকরা ২৬.২ ভাগ। কর/জিডিপি অনুপাত ১৯৯৩-৯৪ সালে পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ৯.৫[সা] ভাগে অপরিবর্তিত থাকে।

১.৭। ১৯৯৩-৯৪ সালেও সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গতি সঞ্চার ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থ ও ঋণ সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখে। ১৯৯৩ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে মেয়াদী আমানতের উপর প্রদেয় সুদের সর্বনিম্ন হার এবং ৩রা মার্চ, ১৯৯৪ তারিখে ব্যাংক রেট ও আমানতের উপর প্রদেয় সুদের ন্যূনতম হার হ্রাস করা হয়। ১৯৯৩-৯৪ সালে ঋণ আদায়ের আইনগত পরিবেশ উন্নয়নের জন্য অর্থ ঋণ আদালত আইনের কতিপয় ধারা সংশোধন করা হয়। আর্থিক খাতে সার্বিক শৃংখলা সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর কতিপয় ধারাও সংশোধন করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রতিষ্ঠিত 'ঋণ তথ্য ব্যুরো' এর মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের প্রয়োজন অনুসারে তাৎক্ষণিকভাবে খেলাপী ঋণ গ্রহীতা সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত সরবরাহের ব্যবস্থা অব্যাহত থাকে। এছাড়া, বৃহদাংকের ঋণ প্রদানের অবাঞ্ছিত ঝুঁকি নিরসনের উদ্দেশ্যে ব্যাংকসমূহকে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ প্রদানের জন্য একটি 'বৃহদাংক ঋণ সমীক্ষা কোষ' খোলা হয়। এছাড়াও, রাষ্ট্রায়ত্ত

সা সাময়িক।

ব্যাংকগুলোর আর্থিক ভিত সুদৃঢ়করণ, তাদের মূলধন উপযুক্ত পর্যায়ে উন্নীতকরণ, কয়েকটি বিশেষায়িত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগযোগ্য তহবিলে সহায়তা প্রদান, পাট খাতে প্রদত্ত ঋণ অবসায়ন এবং ডিজিটাল টেলিফোন লাইন স্থাপনের লক্ষ্যে অর্থায়নের জন্য আলোচ্য বছরে সরকার বিভিন্ন মেয়াদের সুদযুক্ত এবং সুদবিহীন ট্রেজারী বন্ড ইস্যু করেন। পূর্ববর্তী বছরের জুন মাসের শেষের তুলনায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৬৪৪.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (৩০.৪%) বৃদ্ধি পেয়ে আলোচ্য বছরের জুন শেষে ২,৭৬৫.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। আইডিএ থেকে প্রাপ্ত ৩২০.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, এডিবি থেকে প্রাপ্ত ২৪১.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, জেডিআর (Japanese Debt Relief) থেকে প্রাপ্ত ১৩৭.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ইসি থেকে প্রাপ্ত ১৮.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ইডিএফ (Export Development Fund) থেকে প্রাপ্ত ১২.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উপরোক্ত রিজার্ভ বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। উপরন্তু, আলোচ্য বছরে বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী নাগরিকদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ এবং রপ্তানী আয় যথাক্রমে ১৪৪.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ১৫১.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে, ১৯৯৩-৯৪ সালে আমদানী ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ১২০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ফলে, নীট বৈদেশিক সম্পদ ২,৫৮৩.২০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায় যা রিজার্ভ মুদ্রা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে।

১.৮। আলোচ্য বছরে রিজার্ভ মুদ্রা বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়ায় ২,৫১৩.১০ কোটি টাকা বা শতকরা ২৭.৯ ভাগ যা পূর্ববর্তী বছরে বৃদ্ধি পেয়েছিল ২,০৮২.৭০ কোটি টাকা বা শতকরা ৩০.১ ভাগ। রিজার্ভ মুদ্রার এ বৃদ্ধিতে ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রার অংশ ছিল ৯৩৫.৯০ কোটি টাকা বা মোট বৃদ্ধির শতকরা ৩৭.২ ভাগ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকে সংরক্ষিত তফসিলী ব্যাংক-সমূহের নগদ অর্থের অংশ ছিল ১,২৭৪.৬০ কোটি টাকা বা মোট বৃদ্ধির শতকরা ৫০.৭ ভাগ। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য বছরে ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রার শতকরা ২০.৯ ভাগ বৃদ্ধি পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ১০.০ ভাগ বৃদ্ধির চেয়ে বেশী হলেও বাংলাদেশ ব্যাংকে তফসিলী ব্যাংকসমূহের নগদ অর্থের জমা শতকরা ৩২.৫ ভাগ বৃদ্ধি পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ৮২.৫ ভাগ বৃদ্ধির তুলনায় অনেক কম ছিল। রিজার্ভ মুদ্রার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি এবং অর্থ-গুণক (Money Multiplier) পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় কম হ্রাস পাওয়ায় আলোচ্য বছরে ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (এম-২) এর বৃদ্ধি প্রক্ষেপিত বৃদ্ধির তুলনায় সামান্য বেশী ছিল। ১৯৯৩-৯৪ সালে ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (এম-২) শতকরা ১৫.৪ ভাগ, অর্থ সরবরাহ (এম-১) শতকরা ২৩.২ ভাগ এবং মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ শতকরা ৪.৯ ভাগ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী বছরে এগুলোর বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে শতকরা ১০.৬ ভাগ, ৯.৮ ভাগ ও ৭.৬ ভাগ।

১.৯। আলোচ্য বছরে বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের রপ্তানী মূল্যসূচক পূর্ববর্তী বছরের মাত্রায় অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু, আমদানী মূল্যসূচক শতকরা ৩.০[সা] ভাগ বৃদ্ধি পায়। ফলে, ১৯৯৩-৯৪ সালে 'পণ্য বাণিজ্য শর্তে' শতকরা ২.৯[সা] ভাগ অবনতি ঘটে। পূর্ববর্তী বছরে এ অবনতির মাত্রা ছিল শতকরা ৪.৪[সা] ভাগ। এতদসত্ত্বেও নমনীয় বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার নীতি অনুসরণ ও রপ্তানী বৃদ্ধিতে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা ও উৎসাহ প্রদানের কারণে মোট রপ্তানী ১৯৯২-৯৩ সালের ২,৩৮৩.০ মিলিয়ন ডলার থেকে ১৯৯৩-৯৪ সালে ১৫১.০ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ৬.৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২,৫৩৪.০ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। অপরদিকে, আমদানী ব্যয় ১২০.০ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ২.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৩-৯৪ সালে ৪,১৯১.০ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। ফলে, বহির্বাণিজ্যের ভারসাম্যে (Trade Balance) পূর্ববর্তী বছরের ঘাটতি ১,৬৮৮.০[স] মিলিয়ন ডলার থেকে ৩১.০ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ১.৮ ভাগ হ্রাস পেয়ে আলোচ্য বছরে ১,৬৫৭.০ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। ১৯৯৩-৯৪ সালের রপ্তানী আয় বৃদ্ধিতে প্রধান অবদান রাখে তৈরী পোশাক শিল্প যা বৃদ্ধি পায় ১১১.০ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ৭.৭ ভাগ। ১৯৯২-৯৩ সালের রপ্তানী বাণিজ্যে তৈরী পোশাক শিল্পের অবদান ছিল শতকরা ৬০.৬ ভাগ, যা ১৯৯৩-৯৪ সালে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৬১.৪ ভাগে দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে সেবা খাতে নীট প্রাপ্তি হ্রাস

সা সাময়িক।
স সংশোধিত।

পেলেও বহির্বাণিজ্যের ভারসাম্যে ঘাটতি হ্রাস এবং বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় চলতি হিসাবের ভারসাম্যে (Current Account Balance) ঘাটতির পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের ৬১৮.০[স] মিলিয়ন ডলার থেকে শতকরা ৩২.০ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৪২০.০ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে দেশের সার্বিক লেনদেনের (Overall Balance) ভারসাম্যের উদ্বৃত্ত পূর্ববর্তী বছরের ৫৯৫.০ মিলিয়ন ডলারের তুলনায় ১১২.০ মিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে ৭০৭.০ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। রপ্তানী আয় ১৫১.০ মিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক ঋণ ১১৬.০ মিলিয়ন ডলার হ্রাসের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য বছরে মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ পরিশোধের পরিমাণ রপ্তানী আয়ের শতকরা ১৫.৯ ভাগে দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী বছরে শতকরা ১৫.৭ ভাগ ছিল। ১৯৯৩-৯৪ সালে মোট বৈদেশিক ঋণের স্থিতি পূর্ববর্তী বছর শেষের ১১,৫৫৮.০[স] মিলিয়ন ডলার থেকে ৫৮১.০ মিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে ১২,১৩৯.০ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়, যা মোট দেশজ উৎপাদনের শতকরা ৪৭.২[সা] ভাগ।

১.১০। বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতির আপেক্ষিক হার কম থাকায় আলোচ্য বছরেও টাকার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (REER) অনুকূল থাকে। আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান বজায় রাখার জন্য আলোচ্য বছরের জুন শেষে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার শতকরা ১.১ ভাগ হ্রাস করে ১ মার্কিন ডলারের বিনিময় মূল্য ৪০.২৫ টাকায় পুনঃনির্ধারণ করা হয়।

১.১১। ব্যাংকসমূহের শাখা সম্প্রসারণ ও সুসংহতকরণ কার্যক্রমের অধীনে ১৯৯৩-৯৪ সালে তফসিলী ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশে মোট ৪৭টি নতুন শাখা খোলে এবং ৭টি শাখা অবলুপ্ত করে। ফলে, মোট শাখার সংখ্যা পূর্ববর্তী বছরের ৫,৭৪০টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে ৫,৭৮০টিতে দাঁড়ায়।

স সংশোধিত।

সা সাময়িক।

১.১২। পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় আলোচ্য বছরেও বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে কৃষি ও শিল্প খাতসহ সকল উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের প্রয়াস অব্যাহত রাখে। ১৯৯৩-৯৪ সালে মোট ১,১০০.৭৯ কোটি টাকার কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়, যা পূর্ববর্তী বছরে বিতরণকৃত ৮৪১.৮৫ কোটি টাকার তুলনায় শতকরা ৩০.৮ ভাগ বেশী। আলোচ্য বছরে কৃষি ঋণ বিতরণের পরিমাণ আদায়কৃত ঋণ ৯৭৯.১২ কোটি টাকার তুলনায় ১২১.৬৭ কোটি টাকা বেশী ছিল।

অর্থ, ঋণ ও মূল্য পরিস্থিতি

১.১৩। আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচী কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ ১৯৯৩-৯৪ সালে আরও জোরদার করা হয়। কৃষি, রপ্তানী এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ছাড়া অন্যান্য খাতে প্রদেয় ঋণের উপর সুদ নির্ধারণে ব্যাংকসমূহকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অধিকতর গতিশীলতা আনয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সুদের বাজার হারকে ক্রমান্বয়ে কমানোর জন্য এবং ব্যাংকসমূহের প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গৃহীত হয়। ব্যাংকসমূহ যাতে তাদের ঋণদান কার্যক্রম সম্প্রসারিত করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ, প্রশিক্ষণ ও দিক নির্দেশনা দেয়া হয়। আলোচ্য বছরে ব্যাপক অর্থ (এম-২) সরবরাহের বৃদ্ধি প্রক্ষেপিত বৃদ্ধির চেয়ে বেশী হলেও অভ্যন্তরীণ ঋণে কাংখিত মাত্রায় সম্প্রসারণ ঘটেনি। বৈদেশিক খাতে উদ্বৃত্ত এবং বেসরকারী ও সরকারী খাতে (নীট) ঋণ বৃদ্ধি ব্যাপক অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধিতে সম্প্রসারণমূলক প্রভাব রাখে। অন্যদিকে, রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে আলোচ্য বছরে ঋণ হ্রাসের ফলে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের সম্প্রসারণ অনেকটা কমে যায়।

১.১৪। ১৯৯৩-৯৪ সালে ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (এম-২) ৪,৮৬৭.৪০ কোটি টাকা বা শতকরা ১৫.৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬,৪০৩.০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, যা প্রক্ষেপিত হার শতকরা ১২.৮ ভাগ ও

পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত বৃদ্ধির হার ১০.৬ ভাগের তুলনায় বেশী। ১৯৯৩-৯৪ সালে রিজার্ভ মুদ্রা শতকরা ২৭.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১১,৫০৭.৯০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরে এ বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৩০.১ ভাগ। আলোচ্য বছরে অর্থ-গুণক (Money Multiplier) পূর্ববর্তী বছর শেষের ৩.৫১ থেকে ০.৩৫ হ্রাস পেয়ে ৩.১৬-এ দাঁড়ায়। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য বছরে বাংলাদেশ ব্যাংকে সংরক্ষিতব্য তফসিলী ব্যাংকসমূহের নগদ জমার হার এবং আইনানুগ তরল সম্পদ সংরক্ষণ আবশ্যকতার হার যথাক্রমে পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ৫.০ ভাগ ও শতকরা ২০.০ ভাগে অপরিবর্তিত রাখা হয়।

১.১৫। ১৯৯৩-৯৪ সালে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ ১,৪২১.৪০ কোটি টাকা বা শতকরা ৪.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩০,৬৯৫.২০ কোটি টাকায় দাঁড়ায় যা প্রক্ষেপিত হার শতকরা ১১.১ ভাগ এবং পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত বৃদ্ধি শতকরা ৭.৬ ভাগের তুলনায় কম। আলোচ্য বছরে সরকারী খাতে ও বেসরকারী খাতে ঋণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেলেও রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে ঋণ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাওয়ার কারণে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ প্রক্ষেপণের তুলনায় ১,৮১৭.৮০ কোটি টাকা বা শতকরা ৫.৬ ভাগ হ্রাস পায়। বাংলাদেশ ব্যাংকের মুনাফা সরকারী কোষাগারে স্থানান্তর এবং সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির ফলে রাজস্ব কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য উদ্বৃত্ত ঘটিলেও আলোচ্য বছরে সরকারী খাতে (নীট) ঋণ লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে। এ ঋণ মূলতঃ কাঠামোগত সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য করা হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে পাট শিল্পের ঋণ অবসায়ন, বিএসআরএস এবং টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ডকে ঋণ প্রদান এবং ব্যাংকসমূহকে ঋণ মওকুফজনিত সরকারী দায় পরিশোধ। ১৯৯৩-৯৪ সালে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন মেয়াদে ইস্যুকৃত বন্ডের বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্টের ১০ নম্বর সারণীতে দেয়া হয়েছে। সামগ্রিক ঋণ চাহিদার উদ্দীপন এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অধিকতর গতি সঞ্চারের লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহ যাতে ঋণ ও আগামের উপর সুদের হার কমিয়ে এনে সার্বিক ঋণ চাহিদার উদ্দীপন ঘটাতে পারে, সে লক্ষ্যে ব্যাংক রেট হ্রাসের মাধ্যমে আমানতের উপর প্রদেয় সর্বনিম্ন হারসমূহ (Floor Rates) ক্রমান্বয়ে কমিয়ে পুনঃনির্ধারণ করা হয়।

১.১৬। আলোচ্য বছরে ঢাকা মহানগরীর মধ্য আয়ের পরিবারসমূহের বারো মাসের গড় ভিত্তিক ভোক্তা মূল্য সূচক দ্বারা নিরূপিত মূল্যস্ফীতির হার পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ১.৪[স] ভাগের তুলনায় সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ১.৮ ভাগে দাঁড়ায়। খাদ্য বহির্ভূত উপ-সূচক পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ৪.৮ ভাগ বৃদ্ধির তুলনায় আলোচ্য বছরের বৃদ্ধি শতকরা ৩.৭ ভাগে নেমে আসার প্রেক্ষাপটে এবং খাদ্য উপ-সূচক পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ১.২[স] ভাগ হ্রাসের তুলনায় আলোচ্য বছরে শতকরা ০.৪ ভাগ বৃদ্ধি পাওয়ায় মূল্যস্ফীতির হার পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় এরূপ বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৩-৯৪ সালে অর্থ সরবরাহ (এম-১) পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেলেও আলোচ্য বছরে অর্থের আয়-গতি (Income Velocity of Money) উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাসের ফলে মূল্যস্ফীতির উপর তার তেমন কোন প্রভাব পড়েনি।

বহির্বাণিজ্য ও লেনদেন ভারসাম্য

১.১৭। ১৯৯৩-৯৪ সালে বহির্বাণিজ্যের ভারসাম্যে (Trade Balance) ঘাটতির পরিমাণ ৩১.০ মিলিয়ন ডলার হ্রাস পেয়ে ১,৬৫৭.০ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়, পূর্ববর্তী বছরে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১,৬৮৮.০[স] মিলিয়ন ডলার। ১৯৯৩-৯৪ সালে রপ্তানী আয় ১৫১.০ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ৬.৩ ভাগ বৃদ্ধি এবং আমদানী ব্যয় ১২০.০ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ২.৯ ভাগ বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য বছরে রপ্তানী বৃদ্ধি আমদানী বৃদ্ধির তুলনায় বেশী হওয়ায় বহির্বাণিজ্যের ভারসাম্যে ঘাটতির পরিমাণ শতকরা ১.৮ ভাগ হ্রাস পায়। ১৯৯৩-৯৪ সালে রপ্তানী আয় ও আমদানী ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২,৫৩৪.০ মিলিয়ন ডলার ও ৪,১৯১.০ মিলিয়ন ডলার যেখানে ১৯৯২-৯৩ সালে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২,৩৮৩.০ মিলিয়ন ডলার ও ৪,০৭১.০[স] মিলিয়ন ডলার।

স সংশোধিত।

১.১৮। ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুন তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশের মোট পুঞ্জিভূত বৈদেশিক ঋণের স্থিতির পরিমাণ ৫৮১.০ মিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে ১২,১৩৯.০ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। এ পরিমাণ ছিল মোট দেশজ উৎপাদনের শতকরা ৪৭.২[না] ভাগ। ১৯৯৩-৯৪ সালে বৈদেশিক ঋণের আসল ও সুদ বাবদ মোট ৪০২.০ মিলিয়ন ডলার পরিশোধ করা হয়, যা রপ্তানী আয়ের শতকরা ১৫.৯ ভাগ। ১৯৯২-৯৩ সালে এর পরিমাণ ছিল ৩৭৪.০ মিলিয়ন ডলার, যা রপ্তানী আয়ের শতকরা ১৫.৭ ভাগ।

স্বল্প মেয়াদী সম্ভাবনা

১.১৯। গত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশে আর্থিক খাতসহ অন্যান্য খাতে যে সংস্কারসমূহ বাস্তবায়িত হয়েছে তার ফলে অর্থনীতিতে অধিকতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। শিল্প খাতে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ১৯৯৪-৯৫ সালের জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মেয়াদী ঋণ মঞ্জুরীর নির্দেশক লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাবে। শেয়ারের বাজার বিদেশী বিনিয়োগের ফলে উল্লেখযোগ্যভাবে চাঙ্গা হয়েছে। বড় শিল্প উদ্যোক্তাগণের মধ্যে ব্যাংক ঋণের উপর নির্ভরতা কমিয়ে মূলধন বাজার থেকে অর্থ সংগ্রহের প্রবণতা বাড়ছে। রপ্তানীর পরিমাণ গত বছরের তুলনায় বেশী বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমদানী দ্রব্যের মধ্যে ভোগ্য পণ্যের তুলনায় যন্ত্রপাতি ও শিল্পের জন্য কাঁচা মাল অধিক পরিমাণে আসছে। এ সকলই বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য শুভ ইঙ্গিতবহ। বৈদেশিক মুদ্রার মওজুদ দেশের সাত মাসেরও বেশী সময়ের আমদানী বিল পরিশোধের জন্য পর্যাপ্ত পর্যায়ে রয়েছে। ১৯৯৪ সালের আমন মৌসুমে দেশে স্বল্প বৃষ্টি এবং বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী খরার কারণে ফসলের উৎপাদন কম হওয়ায় চালের দাম বৃদ্ধি পাওয়ার প্রবণতা পরিলক্ষিত হলে সার্বিক মূল্য পরিস্থিতির উপর সৃষ্ট চাপ কমানোর লক্ষ্যে সরকারী গুদাম হতে খোলা বাজারে চাল বিক্রয় এবং সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে খাদ্যশস্য আমদানীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, যা মূল্যস্ফীতির হারকে প্রক্ষেপিত হার শতকরা ৪.০ ভাগের কাছাকাছি সীমিত রাখতে সহায়ক হবে। তবে এবছর সার্বিক সরবরাহ পরিস্থিতি ব্যবস্থাপনায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ করে বোরো মওসুমে খাদ্যশস্য উৎপাদনের বৃদ্ধির জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর প্রয়োজন হবে।

১.২০। দেশের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে অধিকতর বিনিয়োগ করা হচ্ছে। আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার বিশেষ করে মেয়েদের শিক্ষা এবং দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের কর্মসূচী বাস্তবায়নের ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে পুনরুজ্জীবন ঘটেছে।

১.২১। বাংলাদেশের সার্বিক আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও সংস্কারসমূহ বাস্তবায়নের ফলে অর্জিত সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আন্তর্জাতিক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। দেশে বিদ্যমান অ-অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহের নিরসন হলে ঈপ্সিত অধিকতর প্রবৃদ্ধি অর্জন করে একটি উদীয়মান অর্থনৈতিক সত্তা হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটবে বলে আশা করা যায়।

প্রধান খাতসমূহ

মোট দেশজ উৎপাদন

২.১। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)* প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ৪.৫[স] ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৩-৯৪ সালে শতকরা ৪.৬ ভাগে দাঁড়ায়। ১৯৯৩-৯৪ সালে কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধির হার মোটামুটি পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ১.৮[স] ভাগে অপরিবর্তিত থাকে। আলোচ্য বছরের শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ৯.১[স] ভাগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা

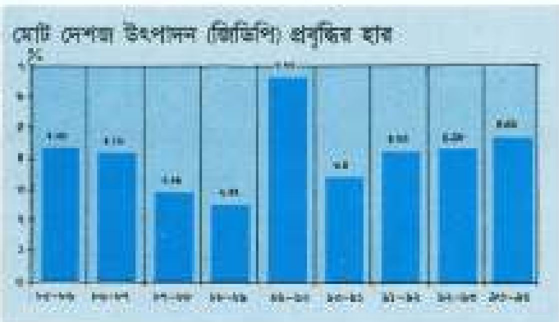

৯.৩ ভাগে দাঁড়ায়। নির্মাণ খাতে প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ৪.৮[স] ভাগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে আলোচ্য বছরে শতকরা ৫.৫ ভাগে দাঁড়ায়। বিদ্যুৎ ও গ্যাস খাতের প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ১৩.৪[স] ভাগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে আলোচ্য বছরে শতকরা ১৪.৪ ভাগে দাঁড়ায়। অবশিষ্ট খাতসমূহর সম্মিলিত প্রবৃদ্ধির হার মোটামুটি পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ৫.৩[স] ভাগে অপরিবর্তিত থাকে।

কৃষি খাত

২.২। ১৯৯৩-৯৪ সালে কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধির হার মূলতঃ খাদ্যশস্য উৎপাদন হ্রাসের ফলে মোটামুটি পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ১.৮[স] ভাগে অপরিবর্তিত থাকে। আলোচ্য বছরে শিলা বৃষ্টি, অতি বৃষ্টি, পাহাড়ী ঢল ও স্থানীয়ভাবে বন্যা ইত্যাদির কারণে কৃষি উৎপাদন বিশেষ করে খাদ্যশস্য উৎপাদন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আলোচ্য বছরে আউশ ও আমনের উৎপাদন ১৮.৫০ লক্ষ টন ও ৯৪.২০ লক্ষ টনে দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী বছরের ২০.৭৫ লক্ষ টন ও ৯৬.৮০ লক্ষ টনের তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ১০.৮ ভাগ ও শতকরা ২.৭ ভাগ কম। অপরদিকে, বোরোর উৎপাদন ৬৭.৭২ লক্ষ টনে দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী বছরের ৬৫.৮৬ লক্ষ টনের তুলনায় শতকরা ২.৮ ভাগ বেশী। আলোচ্য বছরে মোট ১৮০.৪২ লক্ষ টন চাল উৎপাদিত হয়, যা পূর্ববর্তী বছরে উৎপাদিত ১৮৩.৪১ লক্ষ টনের তুলনায় শতকরা ১.৬ ভাগ কম। ১৯৯৩-৯৪ সালে গম উৎপাদনের পরিমাণ ১১.৩০ লক্ষ টনে দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী বছরে উৎপাদিত ১১.৭৬ লক্ষ টনের তুলনায় শতকরা ৩.৯ ভাগ কম। ১৯৯৩-৯৪ সালে চাল ও গম এর উৎপাদন হ্রাসের ফলে দেশে মোট খাদ্যশস্যের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের ১৯৫.১৭ লক্ষ টনের তুলনায় ৩.৪৫ লক্ষ টন বা শতকরা ১.৮ ভাগ হ্রাস পেয়ে ১৯১.৭২ লক্ষ টনে দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল শতকরা ১.০ ভাগ। অন্যান্য প্রধান প্রধান ফসলের মধ্যে উৎপাদন হ্রাসপ্রাপ্ত ফসলগুলো হচ্ছেঃ পাট (-৯.৫%), ইক্ষু (-৫.৩%) এবং মিষ্টি আলু (-১.৫%)। এছাড়া, অন্যান্য ফসলের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। উৎপাদন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ফসলগুলো হচ্ছেঃ তেলবীজ (২৬.১%)[সা], সর্বপ্রকার ডাল (২৫.৫%)[সা], শাক-সব্জী (১৪.১%)[সা], ফলমূল (৭.০%)[সা], আলু (৩.৯%) এবং তুলা (২.৮%)[সা]।

শিল্প খাত

২.৩। ১৯৯৩-৯৪ সালে শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ৯.১[স] ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৯.৩[সা] ভাগে দাঁড়ায় যা চতুর্থ

* ১৯৮৪-৮৫ সালের স্থির বাজার মূল্যে।
স সংশোধিত।
সা সাময়িক।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার চতুর্থ বছর হিসেবে আলোচ্য বছরে শিল্পোৎপাদনের প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৯.১ ভাগের তুলনায় বেশী। শিল্প খাতের লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য সরকারের উল্লেখযোগ্য কৌশলগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ (১) স্বয়ম্ভরতা ও শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধি অর্জনের নিমিত্ত রপ্তানীমুখী শিল্পের উন্নয়ন সাধন; (২) স্থাপিত ক্ষমতার ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ; (৩) ব্যক্তিগত খাতকে উৎসাহ প্রদান; (৪) বিশেষ ক্ষেত্রে আমদানীর উপর পরিমাণগত বিধিনিষেধ ক্রমান্বয়ে তুলে নেয়া ও বিলাস সামগ্রী ব্যতীত শিল্পোৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্যের উপর বর্তমানে বিদ্যমান উচ্চ আমদানী শুল্ক হার ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনা; (৫) ঋণ মঞ্জুরী এবং প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়া সহজীকরণ; (৬) শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় সরকারী নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি পরিহার; (৭) সম্পদ মঞ্জুরীদানকারী সংস্থা এবং বিনিয়োগকারীদের মধ্যে বাজার সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ জোরদারকরণ; (৮) গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সম্প্রসারণ; (৯) শিল্প এলাকা ও এস্টেটের উন্নয়ন সাধন; এবং (১০) দক্ষ জনশক্তি ও জাতীয় প্রযুক্তিগত ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

২.৪। আলোচ্য বছরে যে সব শিল্পজাত পণ্যের@ উৎপাদনসা বৃদ্ধি পায় তার মধ্যে রয়েছেঃ সিমেন্ট (শতকরা ৬৯.১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩.৫০ লক্ষ টন), ইস্পাত (শতকরা ৫১.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১.০৩ লক্ষ টন), ভোজ্য তেল (শতকরা ৩২.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৩.৭৭ হাজার টন), চামড়াজাত জুতা (শতকরা ২৫.১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৪০.৮৭ লক্ষ জোড়া), চিনি (শতকরা ১৮.২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২.২১ লক্ষ টন), রাসায়নিক সার (শতকরা ১৫.৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২৩.৬৬ লক্ষ টন), চামড়া (শতকরা ১৩.২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১.৪৬ কোটি বর্গ মিটার), তৈরী পোশাক (শতকরা ১০.৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২.৩৯ কোটি ডজন), প্রাকৃতিক গ্যাস (শতকরা ৬.১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৬,৩৩৮ মিলিয়ন ঘন মিটার), চা (শতকরা ১.৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৯.৯৭ মিলিয়ন কেজি), কাগজ (শতকরা ০.৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৩.৭৯ হাজার টন) এবং নিউজপ্রিন্ট (শতকরা ০.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৬.৫২ হাজার টন)। অপরপক্ষে, যে সব শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন হ্রাস পায় সেগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ সুতীবস্ত্র (শতকরা ৩২.৬ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৩.০৪ কোটি মিটার), কার্পাস সুতা (শতকরা ১৫.৪ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৫.১৩ কোটি কেজি), বাইসাইকেলের টায়ার ও টিউব (শতকরা ৮.৫ ভাগ হ্রাস পেয়ে ০.৪৩ লক্ষ পিস), রাবারের জুতা (শতকরা ৫.০ ভাগ হ্রাস পেয়ে ২.৪৬ লক্ষ জোড়া), দিয়াশলাই (শতকরা ৩.৭ ভাগ হ্রাস পেয়ে ১.৩১ কোটি গ্রস বক্স), রাসায়নিক দ্রব্য (শতকরা ৩.৩ ভাগ হ্রাস পেয়ে ২১.৫০ হাজার টন) এবং পাটজাত দ্রব্য (শতকরা ২.৯ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৪.৩৩ লক্ষ টন)।

২.৫। সরকারী মালিকানাধীন শিল্প কারখানাকে বেসরকারী খাতে হস্তান্তরের মাধ্যমে এগুলোর দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা ১৯৯৩-৯৪ সালেও অব্যাহত থাকে। বেসরকারী খাতের গুরুত্বকে সমুন্নত রেখে শিল্পোন্নয়নের ধারাকে গতিশীল করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে আলোচ্য বছরে সরকার বেসরকারী খাতের উন্নয়নের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন। বেসরকারী খাতের অবাধ বিকাশের জন্য মাত্র ৫টি শিল্প খাতকে যথাঃ (ক) অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি; (খ) পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন; (গ) সিকিউরিটি মুদ্রণ (কাগজী মুদ্রা) এবং টাকশাল; (ঘ) সংরক্ষিত বনাঞ্চল এলাকায় বনায়ন ও যান্ত্রিক আহরণ এবং (ঙ) বিমান পরিবহন (অভ্যন্তরীণ পরিবহন ব্যতীত) ও রেলওয়ে সংরক্ষিত রেখে অন্যান্য সব শিল্প খাত বেসরকারী বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। শিল্পায়নের ধারাকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বেসরকারী খাতে যে সব পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে সেগুলো হ'লঃ (১) নিয়ন্ত্রিত শিল্প খাত ব্যতীত অন্য যে কোন খাতে শিল্প স্থাপন, বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ধারণ, অংশীদারিত্বের সীমা নির্বিশেষে যৌথ উদ্যোগে বা ১০০% বিদেশী বিনিয়োগ সম্বলিত শিল্প স্থাপন ও বিদ্যমান শিল্পের বিএমআরই-এর ক্ষেত্রে সরকারের অনুমতির প্রয়োজন হবে না; (২) বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন শিথিলসহ অধিকতর শুল্ক রেয়াত; (৩) ১০০% রপ্তানীমুখী শিল্পের আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির শুল্ক

@ উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।
সা সাময়িক।

রেয়াত; (৪) কর অবকাশ সুবিধা; (৫) শিল্পজাত দ্রব্যকে ট্যারিফ সমন্বয়ের মাধ্যমে সংরক্ষণ; (৬) কাঁচামাল আমদানী নীতি সহজতর করা এবং শুল্ক হারহ্রাস; (৭) বৈদেশিক বিনিয়োগ ও রপ্তানীমুখী শিল্পকে অগ্রাধিকার প্রদানের লক্ষ্যে বিশেষ সুবিধা; (৮) শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে সকল পদ্ধতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া সহজতর ও নিয়ন্ত্রণ মুক্ত রাখা; (৯) সরকারের অনুমোদন ব্যতিরেকে নির্ধারিত নীতিমালার আওতায় বেসরকারী খাতের উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক বিদেশী ঋণ, সাপ্লায়ার্স ক্রেডিট, পে -এ্যাজ-ইউ-আর্ন (PAYE) স্কীম ইত্যাদির মাধ্যমে বৈদেশিক ঋণ/যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর সম্পর্কিত চুক্তি সম্পাদন; (১০) নির্ধারিত নীতিমালার আওতায় সরকারের অনুমোদন ব্যতিরেকে বিদেশী বিনিয়োগকারীগণের রয়ালটি, কারিগরী সহায়তা, প্রযুক্তি হস্তান্তর ইত্যাদি ফি প্রেরণের ব্যবস্থা; (১১) সরকারের অনুমোদন ব্যতিরেকে বিদেশী বিনিয়োগের লভ্যাংশ প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা; এবং (১২) বিনিয়োগকারীদের সর্ব প্রকার পরামর্শ এবং বিনিয়োগ বোর্ড সম্পৃক্ত কাজে প্রয়োজনীয় সহায়তা করার লক্ষ্যে বিনিয়োগ বোর্ডে একটি সেবা কেন্দ্র স্থাপন।

২.৬। বন্ডেড ওয়্যার হাউজ পদ্ধতির আওতায় শুধুমাত্র ১০০% রপ্তানীমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে অথবা ৪ মাসের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং মোড়ক সামগ্রী 'মাস্টার রপ্তানী ঋণপত্র' (Master Export L/C) ছাড়াই আমদানী করার সুযোগ প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের অথরাইজেশন ব্যতীত উপরোক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের মাধ্যমে পণ্য আমদানীর সুবিধা দেয়া হয়। উপরোক্ত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে যে কোন অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানীকারককে 'রপ্তানী উন্নয়ন তহবিল' থেকে ঋণ গ্রহণের সুবিধা প্রদান আলোচ্য বছরেও অব্যাহত থাকে।

২.৭। শিল্প খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে দীর্ঘ মেয়াদী তহবিল সহায়তার আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ব্যাংকসমূহের অনুকূলে সর্বমোট ২০৬.০০ কোটি টাকা অগ্রিম প্রদান করা হয়। ৩০শে জুন, ১৯৯৪ তারিখে এ খাতে বকেয়ার পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৪.৭৫ কোটি টাকা। মূলতঃ বেসরকারী খাতে নতুন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন, বিদ্যমান শিল্পের বি এম আর ই এবং মাঝারি আকারের শিল্পের অর্থায়নকল্পে ব্যাংক প্রদত্ত মেয়াদী ঋণের বিপরীতে উপরোক্ত তহবিল সহায়তা প্রদান করা হয়।

২.৮। রপ্তানীমুখী পোশাক শিল্পের ক্ষেত্রে শুল্ক বন্ড বা ডিউটি-ড্র-ব্যাক সুবিধা গ্রহণ না করা হলে সেক্ষেত্রে নগদ সহায়তা সুবিধা আলোচ্য বছরেও চালু থাকে। এর আওতায় রপ্তানীকৃত তৈরী পোশাক, হোসিয়ারী পণ্য, বিশেষায়িত বস্ত্র এবং ১০০% রেশম সামগ্রীর এফ ও বি মূল্যের শতকরা ১৫ ভাগ হারে নগদ আর্থিক সহায়তা কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ রপ্তানীকারকদেরকে প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত নগদ সহায়তা সুবিধা ১লা আগস্ট, ১৯৯৩ তারিখ বা তার পরবর্তী তারিখ সম্বলিত রপ্তানী ঋণপত্রের আওতায় রপ্তানীকৃত পণ্যের বিপরীতে শতকরা ১৫ ভাগের পরিবর্তে রপ্তানীমুখী পোশাক শিল্পে সরবরাহকৃত বস্ত্র মূল্যের উপর শতকরা ২৫ ভাগ হারে বস্ত্র সরবরাহকারী /উৎপাদনকারীকে অর্থাৎ পরোক্ষ রপ্তানীকারকদেরকে প্রদান করা হয়। এ সুবিধা তাঁত বস্ত্র উৎপাদনকারী/সরবরাহকারী, একই শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বস্ত্র উৎপাদন এবং উৎপাদিত বস্ত্র দ্বারা পোশাক প্রস্তুতপূর্বক রপ্তানী করা হলে সংশ্লিষ্ট কম্পোজিট ইউনিটের ক্ষেত্রেও সম্প্রসারণ করা হয়।

বেসরকারী শিল্প খাতে বিনিয়োগ

২.৯। ১৯৯৩-৯৪ সালে বিনিয়োগ বোর্ড ও বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন কর্তৃক বেসরকারী শিল্প খাতে ৩,২২৩.৭৫ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ৫,১৩৪.৮২ কোটি টাকা বিনিয়োগ সম্বলিত ২,০৩০টি শিল্প প্রকল্প নিবন্ধন করা হয়। পূর্ববর্তী বছরে এ খাতে ২২৫.৯৩স কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ৭০২.৫৪স কোটি টাকা বিনিয়োগ সম্বলিত ১,৭১৪টি শিল্প প্রকল্প নিবন্ধন করা হয়েছিল।

স সংশোধিত।

খাদ্য পরিস্থিতি

২.১০। ১৯৯৩-৯৪ সালে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন কিছুটা হ্রাস পাওয়ার প্রেক্ষাপটে খাদ্যশস্যের অভ্যন্তরীণ সংগ্রহের পরিমাণ হ্রাস পেলেও সরকারী মজুদ থেকে বিতরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। দেশে খাদ্যশস্যের মোট প্রাপ্যতা ০.৫৯ লক্ষ টন বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৪.৬৫ লক্ষ টনে দাঁড়ায়। এ পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের ১৮৪.০৬ লক্ষ টনের তুলনায় শতকরা ০.৩ ভাগ বেশী। ১৯৯৩-৯৪ সালে খাদ্যশস্যের জনপ্রতি দৈনিক গড় প্রাপ্যতা পূর্ববর্তী বছরের ৪৪৫.৪৭ গ্রাম-এর তুলনায় ৭.৮৫ গ্রাম বা শতকরা ১.৮ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৪৩৭.৬২ গ্রাম-এ দাঁড়ায়। খাদ্যশস্যের মোট ও জনপ্রতি দৈনিক গড় প্রাপ্যতার বিবরণ সারণী -২.১ এ দেখানো হ'ল।

সারণী-২.১

বাংলাদেশের খাদ্যশস্যের মোট ও জনপ্রতি দৈনিক গড় প্রাপ্যতা

(লক্ষ টন)

খাদ্যশস্য প্রাপ্যতার উৎস	১৯৯২-৯৩	১৯৯৩-৯৪	পরিবর্তন
১	২	৩	৪
১। নীট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (শতকরা ১০ ভাগ বীজ, গো-খাদ্য ও অপচয় বাদে)	১৭৫.৬৫	১৭২.৫৫	-৩.১০ (-১.৭৬)
২। সরকারী গুদাম থেকে বিতরণ	১০.৭৩	১৩.৭৬	+৩.০৩ (+২৮.২৪)
৩। অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ	২.৩২	১.৬৬	-০.৬৬ (-২৮.৪৫)
৪। মোট প্রাপ্যতা (১+২-৩)	১৮৪.০৬	১৮৪.৬৫	+০.৫৯ (+০.৩২)
৫। মোট জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	১১৩.২০	১১৫.৬০	+২.৪০ (+২.১২)
৬। জনপ্রতি দৈনিক গড় প্রাপ্যতা (গ্রাম)	৪৪৫.৪৭	৪৩৭.৬২	-৭.৮৫ (-১.৭৬)

নোট : বন্ধনীর সংখ্যাসমূহ শতকরা পরিবর্তন নির্দেশক।

উৎস: (১) খাদ্য মন্ত্রণালয়; (২) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

২.১১। ১৯৯৩-৯৪ সালে দেশে খাদ্যশস্যের বাজার দরে কিছুটা ওঠা-নামা পরিলক্ষিত হয়। মোটা চালের গড় ন্যূনতম খুচরা মূল্য ১৯৯৩ সালের জুন শেষে প্রতি কুইন্টাল ৮২৭.০০ টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে জুলাই, ১৯৯৩ শেষে প্রতি কুইন্টাল ৭৯৮.০০ টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় এ মূল্য ছিল শতকরা ২৬.৪ ভাগ কম। আউশের উৎপাদন হ্রাসের কারণে ১৯৯৩ সালের আগস্ট মাস থেকে মূল্য ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায় এবং অক্টোবর মাসের শেষে প্রতি কুইন্টাল ৮৮৭.০০ টাকায় দাঁড়ায়। নতুন আমন ধান বাজারে আসার ফলে ১৯৯৩ সালের নভেম্বর মাস শেষে চালের দর কিছুটা হ্রাস পায় এবং কুইন্টাল প্রতি ৮৭০.০০ টাকায় দাঁড়ায়। কিন্তু, ১৯৯৩ সালের ডিসেম্বর মাস শেষে পুনরায় বাজার দর বৃদ্ধি পেয়ে ৮৯৪.০০ টাকায় দাঁড়ায় যা পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৪ সালের এপ্রিল মাস শেষে সর্বোচ্চ কুইন্টাল প্রতি ১,১৫৮.০০ টাকায় দাঁড়ায়। নতুন গম ও ইরি/বোরো বাজারে আসা শুরু হওয়ার সাথে সাথে খোলাবাজারে চালের মূল্যে আবার নিম্নমুখী ধারা পরিলক্ষিত হয় এবং মে, ১৯৯৪ শেষে কুইন্টাল প্রতি ১,০৬৪.০০ টাকায় দাঁড়ায়। কিন্তু জুন মাস

শেষে তা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে কুইন্টাল প্রতি ১,০৭৭.০০ টাকায় দাঁড়ায়। ফলে, পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ২৩.০ ভাগ হ্রাসের বিপরীতে ১৯৯৩-৯৪ সালে মোটা চালের গড় ন্যূনতম খুচরা মূল্য শতকরা ৩০.২ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

২.১২। ১৯৯৩-৯৪ সালে খাদ্যশস্য আমদানীর লক্ষ্যমাত্রা ১০.৯০ লক্ষ টন ধার্য করা হয়েছিল। এর বিপরীতে আলোচ্য বছরে শুধুমাত্র ৬.৫৩ লক্ষ টন গম আমদানী করা হয়। ১৯৯২-৯৩ সালে খাদ্যশস্য আমদানীর পরিমাণ ছিল ৮.২৮ লক্ষ টন (চাল ০.১৯ লক্ষ টন ও গম ৮.০৯ লক্ষ টন)।

২.১৩। ১৯৯৩-৯৪ সালে খাদ্যশস্যের অভ্যন্তরীণ সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৪.০০ লক্ষ টন। ঐ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের পরিমাণ দাঁড়ায় ১.৬৬ লক্ষ টন (চাল ১.৪৮ লক্ষ টন ও গম ০.১৮ লক্ষ টন)। পূর্ববর্তী বছরে খাদ্যশস্য সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ২.৩২ লক্ষ টন (যার পুরোটাই চাল)। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য বছরে সরকারের সংগ্রহ মূল্যের তুলনায় খোলা বাজারে চালের মূল্য বেশী থাকার কারণে খাদ্যশস্যের অভ্যন্তরীণ সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি।

২.১৪। আমন ধান ও চালের সংগ্রহ মূল্য ১৯৯২ সালের ১লা নভেম্বরের যথাক্রমে প্রতি কুইন্টাল ৫৬২.৬০ টাকা ও ৮৬৬.৪৬ টাকা থেকে হ্রাস করে ১৯৯৩ সালের ১৫ই নভেম্বর প্রতি কুইন্টাল যথাক্রমে ৫৩৫.৮৪ টাকা ও ৮৩০.৫৬ টাকায় ধার্য করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৩ সালের ২২শে ডিসেম্বরে এ মূল্য বৃদ্ধি করে যথাক্রমে প্রতি কুইন্টাল ৫৬২.৬০ টাকা ও ৮৭০,৭৫ টাকায় পুনঃনির্ধারণ করা হয়। ইরি/বোরো ধান ও চালের সংগ্রহ মূল্যও ১৯৯৩ সালের ১৫ই এপ্রিলে ধার্যকৃত প্রতি কুইন্টাল যথাক্রমে ৬০২.৮৩ টাকা ও ৯৫৪.৮৮ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১৯৯৪ সালের ১৯শে এপ্রিলে প্রতি কুইন্টাল যথাক্রমে ৬১৬.২৩ টাকা ও ৯৯১.৩২ টাকায় পুনঃনির্ধারণ করা হয়। ১৯৯৩ সালের ২৫শে এপ্রিলে নির্ধারিত গমের সংগ্রহ মূল্য প্রতি কুইন্টাল ৬০২.৮৩ টাকা ১৯৯৪ সালের এপ্রিলেও অপরিবর্তিত থাকে।

২.১৫। ১৯৯৩-৯৪ সালে সরকারের মজুদ থেকে ১৫.২০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়। এর বিপরীতে আলোচ্য বছরে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীতে ৪.২৩ লক্ষ টন, খোলাবাজারে বিক্রি ৩.০০ লক্ষ টন, দুঃস্থজনের উন্নয়নের জন্য খাদ্য যোগান ১.৬৯ লক্ষ টন, অত্যাবশ্যকীয় অগ্রাধিকার খাতে ১.৬২ লক্ষ টন ও অন্যান্য কর্মসূচীতে ৩.২২ লক্ষ টনসহ মোট ১৩.৭৬ লক্ষ টন (চাল ৩.৫০ লক্ষ টন ও গম ১০.২৬ লক্ষ টন) খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়, যা ১৯৯২-৯৩ সালে বিতরণকৃত ১০.৭৩ লক্ষ টনের (চাল ৪.৭৫ লক্ষ টন ও গম ৫.৯৮ লক্ষ টন) তুলনায় শতকরা ২৮.২ ভাগ বেশী।

২.১৬। আলোচ্য বছরে সরকারের অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ এবং বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানীর পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় খাদ্যশস্য মজুদের পরিমাণ ১৯৯৩ সালের ৩০শে জুনের ১১.১৭ লক্ষ টনের (চাল ৪.৪৩ লক্ষ টন ও গম ৬.৭৪ লক্ষ টন) তুলনায় শতকরা ৫১.৭ ভাগ হ্রাস পেয়ে ১৯৯৪ সালের জুন শেষে ৫.৪০ লক্ষ টনে (চাল ২.৩৬ লক্ষ টন ও গম ৩.০৪ লক্ষ টন) দাঁড়ায়।

মূল্য পরিস্থিতি/ভোক্তা মূল্য সূচক

২.১৭। ১৯৯৩-৯৪ সালে দেশের সার্বিক মূল্য পরিস্থিতি মোটামুটি সন্তোষজনক ছিল। ঢাকা মহানগরীর মধ্য আয়ের পরিবারসমূহের বারো মাসের গড়-ভিত্তিক ভোক্তামূল্য সূচক* (১৯৭৩-৭৪=১০০) দ্বারা নিরূপিত মূল্যস্ফীতির হার ১৯৯৩-৯৪ সালে শতকরা ১.৮ ভাগে দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরে এ মূল্যস্ফীতির হার ছিল শতকরা ১.৪[স] ভাগ। সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করার ফলে আলোচ্য বছরে মূল্যস্ফীতির হার সন্তোষজনক পর্যায়ে থাকে। আলোচ্য বছরে মূল্যস্ফীতি, খাদ্য উপ-সূচকের তুলনায় খাদ্য বহির্ভূত উপ-সূচকের ক্ষেত্রে অধিক মাত্রায় প্রতিফলিত হয়। ভোক্তামূল্যের 'খাদ্য' উপ-সূচক শতকরা ০.৪ ভাগ বৃদ্ধির তুলনায় 'খাদ্য বহির্ভূত অন্যান্য দ্রব্যের' উপ-সূচকগুলো গড়ে শতকরা ৩.৭ ভাগ বৃদ্ধি পায়,

* উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

স সংশোধিত।

১৯৯২-৯৩ সালে যা যথাক্রমে শতকরা ১.২ ভাগ হ্রাস এবং শতকরা ৪.৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৯৩-৯৪ সালে ভোক্তা-মূল্যের বিভিন্ন উপ-

সূচকগুলোর মধ্যে 'খাদ্য উপ-সূচক' শতকরা ০.৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৬৭৯-এ, 'জ্বালানী ও বিদ্যুৎ' শতকরা ০.৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১,০৬১-এ, 'গৃহায়ণ ও গৃহস্থালী সামগ্রী' শতকরা ৭.৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১,০১৯-এ, 'বস্ত্র ও পাদুকা' শতকরা ২.১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৩১-এ এবং 'বিবিধ' শতকরা ২.২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৮০৫-এ দাঁড়ায়।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

২.১৮। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী ১৯৯৩-৯৪ সালে চলতি বাজার মূল্যে মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের পরিমাণ ১,০৮১.০০ কোটি টাকা বা শতকরা ১৭.৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৭,২৩৩.৩০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ফলে, অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়/মোট দেশজ উৎপাদন অনুপাত পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ৬.৫[স] ভাগথেকে বৃদ্ধি পেয়ে আলোচ্য বছরে শতকরা ৭.০ ভাগে উন্নীত হয়। ১৯৯৩-৯৪ সালে চলতি বাজার মূল্যে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ১,৩৯১.৯০ কোটি টাকা বা শতকরা ১০.৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৪,৪৭৬.৭০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ফলে, আলোচ্য বছরে মোট বিনিয়োগ/মোট দেশজ উৎপাদন অনুপাত পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ১৩.৮[স] ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ১৪.০ ভাগে দাঁড়ায়।

স সংশোধিত।

অর্থ ও ব্যাংকিং

৩.১। ১৯৯৩-৯৪ সালে অর্থ সরবরাহ বা 'ন্যারো মানি' (এম-১) ২,১০৪.৫০ কোটি টাকা বা শতকরা ২৩.২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১১,১৬৭.১০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরে অর্থ সরবরাহ (এম-১) বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৯.৮ ভাগ। আলোচ্য বছরে ব্যাপক অর্থ সরবরাহ বা 'ব্রড মানি' (এম-২) ৪,৮৬৭.৪০ কোটি টাকা বা শতকরা ১৫.৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬,৪০৩.০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায় যা প্রক্ষেপিত বৃদ্ধির হার শতকরা ১২.৮ ভাগ এবং পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত বৃদ্ধির হার শতকরা ১০.৬ ভাগ-এর তুলনায় বেশী।

৩.২। ১৯৯৩-৯৪ সালে রিজার্ভ মুদ্রা[১] শতকরা ২৭.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১১,৫০৭.৯০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরে রিজার্ভ মুদ্রা বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৩০.১ ভাগ। আলোচ্য বছরে অর্থ-গুণক (Money Multiplier) ০.৩৫ হ্রাস পেয়ে ৩.১৬-এ দাঁড়ায়, পূর্ববর্তী বছরে যা ০.৬২ হ্রাস পেয়েছিল। ব্যাংকসমূহের রিজার্ভ/আমানত অনুপাত[২] (Reserve/Deposit Ratio) পূর্ববর্তী বছরের ০.১৪৭ থেকে ০.১৭৫ এবং মুদ্রা/আমানত অনুপাত (Currency/Deposit Ratio) ০.১৪৭ থেকে ০.১৫৬-এ উভয় অনুপাতেই বৃদ্ধি আলোচ্য বছরে অর্থ-গুণক হ্রাসে ভূমিকা রাখে।

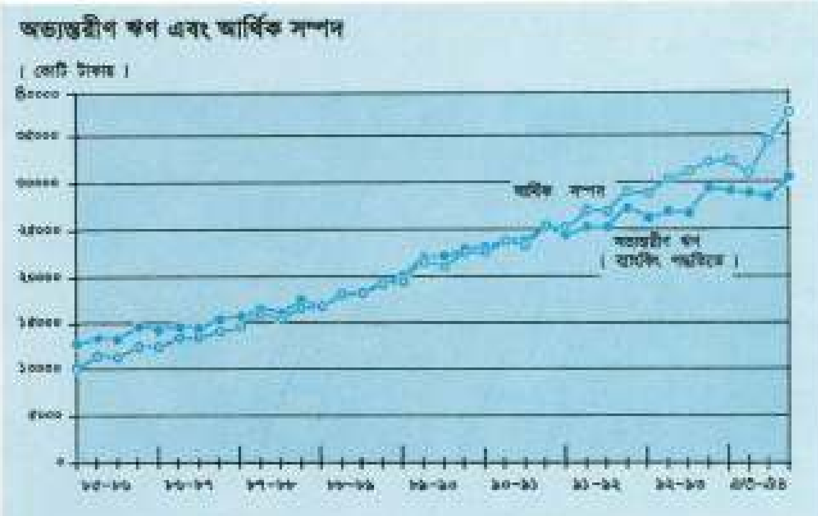

৩.৩। ১৯৯৩-৯৪ সালে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ ১,৪২১.৪০ কোটি টাকা বা শতকরা ৪.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩০,৬৯৫.২০[৩] কোটি টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রক্ষেপিত বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ১১.১ ভাগ এবং পূর্ববর্তী বছরে এর প্রকৃত বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৭.৬ ভাগ।

অর্থ সরবরাহ (এম-১)

৩.৪। ১৯৯৩-৯৪ সালে অর্থ সরবরাহের উপাদানসমূহের মধ্যে ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা ৯৩৫.৯০ কোটি টাকা বা শতকরা ২০.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৫,৪১৬.০০ কোটি টাকায় এবং তলবী আমানত ১,১৬৮.৬০ কোটি টাকা বা শতকরা ২৫.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৫,৭৫১.১০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৩-৯৪ সালে অর্থ সরবরাহ এবং তার উপাদানসমূহের হ্রাস/বৃদ্ধির ত্রৈমাসিক গতিধারা ৩.১ নম্বর সারণীতে দেখানো হ'ল।

১ রিজার্ভ মুদ্রা: ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা + ওয়েজ আর্নার্স ক্লিয়ারিং একাউন্টে জমাসহ বাংলাদেশ ব্যাংকে সংরক্ষিত তফসিলী ব্যাংকসমূহের নগদ জমা + তফসিলী ব্যাংকসমূহের নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত নগদ তহবিল + বাংলাদেশ ব্যাংকে অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নগদ জমা + ৯১-দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের স্থিতি।

২ ব্যাংকসমূহের রিজার্ভঃ ওয়েজ আর্নার্স ক্লিয়ারিং একাউন্টে জমাসহ বাংলাদেশ ব্যাংকে সংরক্ষিত তফসিলী ব্যাংকসমূহের নগদ জমা + তফসিলী ব্যাংকসমূহের নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত নগদ তহবিল। ব্যাংকসমূহের আমানতঃ তলবী আমানত+ মেয়াদী আমানত + সরকারী আমানত + নিয়ন্ত্রিত আমানত + আন্তঃব্যাংক আমানত।

৩ সরকার কর্তৃক ব্যাংকসমূহের অনুকূলে ইস্যুকৃত বন্ডসমূহ এতে সমন্বয় করে দেখানো হয়েছে।

সারণী -৩.১
অর্থ সরবরাহ (এম-১)

(কোটি টাকায়)

তারিখ	ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা	তলবী আমানত*	অর্থ সরবরাহ (এম-১)	অর্থ সরবরাহের ত্রৈমাসিক পরিবর্তনঃ বৃদ্ধি (+)/হ্রাস (-)
১	২	৩	৪	৫
জুন ৩০, ১৯৯৩	৪,৪৮০.১০	৪,৫৮২.৫০	৯,০৬২.৬০	–
সেপ্টেম্বর ৩০, ১৯৯৩	৪,৪৮১.১০	৪,৩১২.৮০	৮,৭৯৩.৯০	- ২৬৮.৭০
ডিসেম্বর, ৩১, ১৯৯৩	৪,৪৯৮.৭০	৪,৮২৯.৪০	৯,৩২৮.১০	+ ৫৩৪.২০
মার্চ ৩১, ১৯৯৪	৫,২৭৮.৮০	৪,৭৯৩.১০	১০,০৭১.৯০	+ ৭৪৩.৮০
জুন ৩০, ১৯৯৪	৫,৪১৬.০০	৫,৭৫১.১০	১১,১৬৭.১০	+ ১,০৯৫.২০

* ব্যাংকসমূহে গচ্ছিত সরকারী আমানত এবং আন্তব্যাংক লেনদেন বাদে, কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকে গচ্ছিত অ-তফসিলী ব্যাংকসমূহের আমানতসহ।

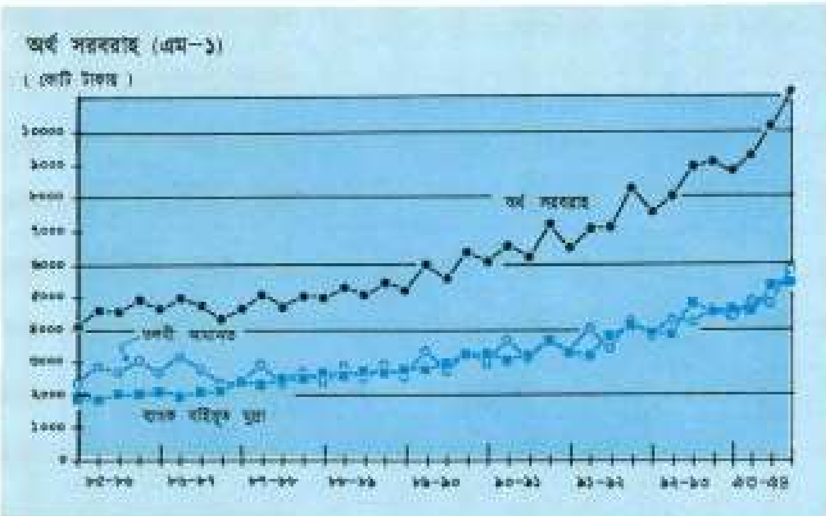

অর্থ সরবরাহ পরিবর্তনের কারণসূচক উপাদানসমূহ

৩.৫। ১৯৯৩-৯৪ সালে অর্থ সরবরাহ (এম-১) পরিবর্তনের কারণসূচক উপাদানসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বৈদেশিক খাতে ৩,০৬৭.০০ কোটি টাকার উদ্বৃত্ত, বেসরকারী খাতে ১,৬৫৫.১০ কোটি টাকা ও সরকারী খাতে (নীট) ৭৫৯.৯০** কোটি টাকার ঋণ বৃদ্ধি এবং অন্যান্য পরিসম্পদে (নীট) ৩৭৯.০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধিতে মোট ৫,৮৬১.০০ কোটি টাকার সম্প্রসারণমূলক প্রভাব রাখে। কিন্তু মেয়াদী আমানতে ২,৭৬২.৯০ কোটি টাকা বৃদ্ধি এবং রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে ৯৯৩.৬০@ কোটি টাকা ঋণ হ্রাসের ফলে উপরোক্ত সম্প্রসারণমূলক প্রভাব বহুলাংশে হ্রাস পায়। ফলে, অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধির পরিমাণ ২,১০৪.৫০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অর্থ সরবরাহ পরিবর্তনের কারণসূচক উপাদানসমূহ ৩.২ নম্বর সারণীতে দেখানো হ'লো।

**সরকার কর্তৃক ব্যাংকসমূহের অনুকূলে ইস্যুকৃত বণ্ডসমূহ এতে অন্তর্ভুক্ত।
@ পাট খাতে অবসায়নকৃত ঋণের পরিমাণ এতে অন্তর্ভুক্ত নয়।

সারণী- ৩.২
অর্থ সরবরাহ পরিবর্তনের কারণসূচক উপাদানসমূহ

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	জুন ৩০, ১৯৯৪	জুন ৩০, ১৯৯৩	পরিবর্তন
১	২	৩	৪
১। ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা	৫,৪১৬.০০	৪,৪৮০.১০	+ ৯৩৫.৯০
২। তলবী আমানত*	৫,৭৫১.১০	৪,৫৮২.৫০	+ ১,১৬৮.৬০
মোট অর্থ সরবরাহ (এম-১)	১১,১৬৭.১০	৯,০৬২.৬০	+ ২,১০৪.৫০
৩। কারণসূচক উপাদানসমূহ			
সম্প্রসারণ (+)			
সংকোচন (-)			
১। **সরকারী খাত (রাষ্ট্রায়ত্ত খাতসহ)**			- ২৩৩.৭০
ক) সরকারী খাত (নীট)			+ ৭৫৯.৯০
খ) রাষ্ট্রায়ত্ত খাত			- ৯৯৩.৬০
২। বেসরকারী খাত			+ ১,৬৫৫.১০
৩। মেয়াদী আমানত (বৃদ্ধি -)			- ২,৭৬২.৯০
৪। বৈদেশিক খাত (নীট)			+ ৩,০৬৭.০০
৫। অন্যান্য পরিসম্পদ (নীট)			+ ৩৭৯.০০
মোটঃ			+ ২,১০৪.৫০

* ব্যাংকসমূহে গচ্ছিত সরকারী আমানত এবং আন্তঃব্যাংক লেনদেন বাদে, কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকে গচ্ছিত অ-তফসিলী ব্যাংকসমূহের আমানতসহ।

ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (এম-২)

৩.৬। ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (এম-২) পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ১০.৬ ভাগ বৃদ্ধির তুলনায় ১৯৯৩-৯৪ সালে শতকরা ১৫.৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬,৪০৩.০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। এর মধ্যে, মেয়াদী আমানত শতকরা ১২.৩ ভাগ, তলবী আমানত শতকরা ২৫.৫ ভাগ এবং ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা শতকরা ২০.৯ ভাগ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী বছরে এগুলোর বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে শতকরা ১০.৯ ভাগ, ৯.৫ ভাগ এবং ১০.০ ভাগ। ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে ব্যাপক অর্থ সরবরাহে মেয়াদী আমানত, তলবী আমানত এবং ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রার অংশ দাঁড়ায় যথাক্রমে শতকরা ৬৯.৩ ভাগ, ১৫.৮ ভাগ এবং ১৪.৯ ভাগ। ১৯৯৩ সালের ৩০শে জুনে এগুলোর তুলনামূলক অংশ ছিল যথাক্রমে শতকরা ৭১.৩ ভাগ, ১৪.৫ ভাগ এবং ১৪.২ ভাগ। ৩.৩ নম্বর সারণীতে ১৯৯২-৯৩ ও ১৯৯৩-৯৪ সালের ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (এম-২) এবং এর বিভিন্ন উপাদানের শতকরা পরিবর্তন দেখানো হ'ল।

সারণী -৩.৩

ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (এম-২)

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	জুন ৩০, ১৯৯২	জুন ৩০, ১৯৯৩	জুন ৩০, ১৯৯৪	শতকরা পরিবর্তন	
				১৯৯২-৯৩	১৯৯৩-৯৪
১	২	৩	৪	৫	৬
১। ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা	৪,০৭২.৬০	৪,৪৮০.১০	৫,৪১৬.০০	+ ১০.০	+ ২০.৯
২। তলবী আমানত*	৪,১৮৪.৬০	৪,৫৮২.৫০	৫,৭৫১.১০	+ ৯.৫	+ ২৫.৫
৩। মেয়াদী আমানত*	২০,২৬৮.৭০	২২,৪৭৩.০০	২৫,২৩৫.৯০	+ ১০.৯	+ ১২.৩
মোটঃ	২৮,৫২৫.৯০	৩১,৫৩৫.৬০	৩৬,৪০৩.০০	+ ১০.৬	+ ১৫.৪

* ব্যাংকসমূহে গচ্ছিত সরকারী আমানত এবং আন্তব্যাংক লেনদেন বাদে, কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকে গচ্ছিত অ-তফসিলী ব্যাংকসমূহের আমানত তলবী আমানতের অন্তর্ভুক্ত।

রিজার্ভ মুদ্রা

৩.৭। ১৯৯৩-৯৪ সালে রিজার্ভ মুদ্রা ২,৫১৩.১০ কোটি টাকা বা শতকরা ২৭.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১১,৫০৭.৯০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরে এ বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ২,০৮২.৭০ কোটি টাকা বা শতকরা ৩০.১ ভাগ। রিজার্ভ মুদ্রার উপাদানসমূহর মধ্যে আলোচ্য বছরে ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা বৃদ্ধি পায় ৯৩৫.৯০ কোটি টাকা বা শতকরা ২০.৯ ভাগ, পূর্ববর্তী বছরে যা বৃদ্ধি পেয়েছিল ৪০৭.৫০ কোটি টাকা বা শতকরা ১০.০ ভাগ। তফসিলী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে সংরক্ষিত অর্থের পরিমাণ আলোচ্য বছরে ১,২৭৪.৬০ কোটি টাকা বা শতকরা ৩২.৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়, পূর্ববর্তী বছরে যা ১,৭৭৫.০০ কোটি টাকা বা শতকরা ৮২.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য বছরে ৯১-দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের স্থিতির পরিমাণ ১৫০.০০ কোটি টাকা বা শতকরা ৩০০.০০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২০০.০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী বছরে ৪০.০০ কোটি টাকা বা শতকরা ৪৪.৪ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৫০.০০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছিল। তফসিলী ব্যাংকসমূহর নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত নগদ তহবিল এ সময়ে ১৫২.৬০ কোটি টাকা বা শতকরা ২৮.৩ ভাগ বৃদ্ধি পায়, পূর্ববর্তী বছরে যা ৫৯.৮০ কোটি টাকা বা শতকরা ১০.০ ভাগ হ্রাস পেয়েছিল। নীট বৈদেশিক সম্পদ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত ঋণ বৃদ্ধিকেই আলোচ্য বছরে রিজার্ভ মুদ্রা বৃদ্ধির কারণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়। ৩.৪ নম্বর সারণীতে রিজার্ভ মুদ্রার উপাদান এবং উৎস ভিত্তিক তুলনামূলক চিত্র দেখানো হ'ল।

সারণী -৩.৪

রিজার্ভ মুদ্রার উপাদান ও উৎস ভিত্তিক বৃদ্ধি

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বার্ষিক পরিবর্তনঃ বৃদ্ধি (+)/ হ্রাস (-)	
	১৯৯৩-৯৪	১৯৯২-৯৩
১	২	৩
রিজার্ভ মুদ্রা	+ ২,৫১৩.১০	+ ২,০৮২.৭০
	(+ ২৭.৯)	(+ ৩০.১)
রিজার্ভ মুদ্রার উপাদানসমূহ		
১। ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা	+ ৯৩৫.৯০	+ ৪০৭.৫০
	(+ ২০.৯)	(+ ১০.০)
২। বাংলাদেশ ব্যাংকে সংরক্ষিত তফসিলী	+ ১,২৭৪.৬০	+ ১,৭৭৫.০০
ব্যাংকসমূহের নগদ অর্থ*	(+ ৩২.৫)	(+ ৮২.৫)
৩। তফসিলী ব্যাংকসমূহের নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত	+ ১৫২.৬০	- ৫৯.৮০
নগদ তহবিল	(+ ২৮.৩)	(- ১০.০)
৪। বাংলাদেশ ব্যাংকে অন্যান্য আর্থিক	(০)	(০)
প্রতিষ্ঠানসমূহের নগদ জমা		
৫। ৯১-দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক	+ ১৫০.০০	- ৪০.০০
বিলের স্থিতির পরিমাণ	(৩০০.০০)	(- ৪৪.৪)
রিজার্ভ মুদ্রার উৎসসমূহ		
১। সরকারী খাতে প্রদত্ত নীট ঋণ	-৪৩৮.২০	+ ২৫০.৯০
	(- ৩০.৩)	(+ ২০.৯)
২। তফসিলী ব্যাংকসমূহকে দেয়া কর্জ	- ৩২০.৫০	- ৪৭৫.৮০
	(- ১১.১)	(- ১৪.১)
৩। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে দেয়া কর্জ	+ ৭৬৩.৪০	- ২০.০০
	(+ ৮৬.৫)	(-২.২)
৪। নীট বৈদেশিক সম্পদ	+ ২,৫৮৩.২০	+ ২,২৮১.০০ স
	(+ ৪৫.৬)	(+ ৬৭.৪)
৫। বিবিধ বিষয়সমূহ (নীট)	- ৭৪.৮০	+ ৪৬.৬০ স
	(- ৩.৯)	(+ ২.৪)

* ওয়েজ আর্নার্স ক্লিয়ারিং একাউন্টে জমাসহ।
স সংশোধিত।
নোটঃ বন্ধনীর সংখ্যাসমূহ বার্ষিক পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক।

অর্থের আয়-গতি (Income Velocity of Money)

৩.৮। ১৯৯৩-৯৪ সালে অর্থের আয়-গতি (মোট দেশজ উৎপাদন ÷ ব্যাপক অর্থ সরবরাহ) পূর্ববর্তী বছরের ৩.০১স হতে হ্রাস পেয়ে ২.৮৪সা তে দাঁড়ায়। ৩.৫ নম্বর সারণীতে অর্থের আয়-গতি দেখানো হ'ল।

সারণী - ৩.৫
অর্থের আয়-গতি

(কোটি টাকায়)

বছর	চলতি বাজার মূল্যে মোট দেশজ উৎপাদন*	ব্যাপক অর্থ সরবরাহ** (এম-২)	অর্থের আয়-গতি (২÷৩)
১	২	৩	৪
১৯৯১-৯২	৯০,৬৫০.২০	২৮,৫২৫.৯০	৩.১৮
১৯৯২-৯৩	৯৪,৭৮৯.৬০[স]	৩১,৫৩৫.৬০	৩.০১[স] (-৫.৩৫)
১৯৯৩-৯৪	১,০৩,৫৪৬.৪০[সা]	৩৬,৪০৩.০০	২.৮৪[সা] (-৫.৬৫)

* উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। সা সাময়িক। স সংশোধিত।
** জুন শেষের স্থিতি।
নোটঃ বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাসমূহ অর্থের আয়-গতির শতকরা পরিবর্তন নির্দেশক।

অভ্যন্তরীণ ঋণ

৩.৯। ১৯৯৩-৯৪ সালে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ ১,৪২১.৪০ কোটি টাকা বা শতকরা ৪.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩০,৬৯৫.২০@ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, পূর্ববর্তী বছরে যা বৃদ্ধি পেয়েছিল শতকরা ৭.৬ ভাগ। আলোচ্য বছরে সরকারী খাতে (নীট)ও বেসরকারী খাতে ঋণ বৃদ্ধি যথাক্রমে ৭৫৯.৯০ কোটি টাকা (১৯.৪%) ও ১,৬৫৫.১০ কোটি টাকা (৮.৬%) মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। পক্ষান্তরে, রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে এ সময়ে ৯৯৩.৬০@@ কোটি টাকা (১৬.৫%) ঋণ হ্রাসের ফলে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের সম্প্রসারণ অনেকটা কমে যায়। পূর্ববর্তী বছরে উক্ত খাতত্রয়ে এ ঋণ বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে সরকারী খাতে (নীট) শতকরা ৮.২ ভাগ, বেসরকারী খাতে শতকরা ৭.৭ ভাগ ও রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে শতকরা ৬.৯ ভাগ।

@ সরকার কর্তৃক ব্যাংকসমূহের অনুকূলে ইস্যুকৃত বন্ডসমূহ এতে সমন্বয় করে দেখানো হয়েছে।
@@ পাট খাতে অবসায়নকৃত ঋণের পরিমাণ বাদ দিয়ে দেখানো হয়েছে।
@@@ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহ (রূপালী ব্যাংক লিঃ সহ) এবং পূবালী ব্যাংক লিঃ ও উত্তরা ব্যাংক লিঃ কর্তৃক পাট খাতে প্রদত্ত ঋণ অবসায়নের ফলে আলোচ্য বছরে ব্যাংক ঋণ বৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় কম হয়েছে।
সা সাময়িক।

ব্যাংক ঋণ

৩.১০। ১৯৯৩-৯৪ সালে তফসিলী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বিতরণকৃত মোট ব্যাংক ঋণের (বৈদেশিক বিল এবং আন্তব্যাংক লেনদেন ব্যতীত) স্থিতির পরিমাণ ১৫৩.৭০@@@ কোটি টাকা বা শতকরা ০.৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২৪,২১০.০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরে ব্যাংক ঋণ বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ১,৭৫২.২০ কোটি টাকা বা শতকরা ৭.৯ ভাগ। আলোচ্য বছরে ব্যাংক ঋণের উপাদানসমূহের মধ্যে আগামসমূহ বৃদ্ধি পায় ১৭০.৯০ কোটি টাকা বা শতকরা ০.৭ ভাগ। পক্ষান্তরে, ক্রয়কৃত ও বাট্টাকৃত বিলসমূহ ১৭.২০ কোটি টাকা বা শতকরা ২.৩ ভাগ হ্রাস পায়। ব্যাংক ঋণের হ্রাস/বৃদ্ধির ত্রৈমাসিক গতিধারা ৩.৬ নম্বর সারণীতে দেখানো হ'ল।

সারণী -৩.৬

ব্যাংক ঋণ*

(কোটি টাকায়)

তারিখ	আগামসমূহ	বিলসমূহ	মোট ব্যাংক ঋণ	মোট ব্যাংক ঋণে আগামসমূহের শতকরা অংশ	মোট ব্যাংক ঋণে বিলসমূহের শতকরা অংশ
১	২	৩	৪	৫	৬
জুন ৩০, ১৯৯৩	২৩,২৯৩.৭০	৭৬২.৬০	২৪,০৫৬.৩০	৯৬.৮	৩.২
সেপ্টেম্বর ৩০, ১৯৯৩	২৩,৪৮৮.৪০	৭৪৭.৭০	২৪,২৩৬.১০	৯৬.৯	৩.১
ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৩	২৩,৮৭৩.৮০	৭০০.৭০	২৪,৫৭৪.৫০	৯৭.১	২.৯
মার্চ ৩১, ১৯৯৪	২৪,১৭১.২০	৬৭৯.৩০	২৪,৮৫০.৫০	৯৭.৩	২.৭
জুন ৩০, ১৯৯৪	২৩,৪৬৪.৬০	৭৪৫.৪০	২৪,২১০.০০	৯৬.৯	৩.১

* বৈদেশিক বিল এবং আন্তঃব্যাংক লেনদেন বাদে।

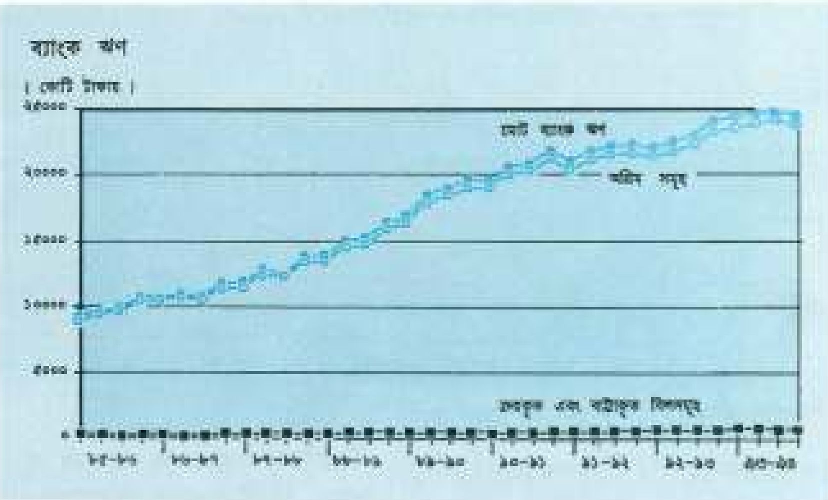

ব্যাংক আমানত

৩.১১। ১৯৯৩-৯৪ সালে ব্যাংক আমানত (আন্ত-ব্যাংক লেনদেন ও সরকারী আমানত ব্যতীত) ৩,৯৩১.৩০ কোটি টাকা বা শতকরা ১৪.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩০,৯৮৮.৪০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরে ব্যাংক আমানত বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ২,৬০২.৭০ কোটি টাকা বা শতকরা ১০.৬ ভাগ। আলোচ্য বছরে মোট ব্যাংক আমানতের মধ্যে তলবী আমানত ১,১৬৮.৬০ কোটি টাকা বা শতকরা ২৫.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৫,৭৫১.১০ কোটি টাকায় এবং মেয়াদী আমানত ২,৭৬২.৯০ কোটি টাকা বা শতকরা ১২.৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২৫,২৩৫.৯০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে, আলোচ্য বছরে নিয়ন্ত্রিত আমানত ০.২০ কোটি টাকা হ্রাস পায়। ব্যাংক আমানতের ত্রৈমাসিক গতিধারা ৩.৭ নম্বর সারণীতে দেখানো হ'ল।

সারণী -৩.৭

ব্যাংক আমানত*

(কোটি টাকায়)

তারিখ	তলবী আমানত	মেয়াদী আমানত	মোট আমানত**	মোট আমানতে তলবী আমানতের শতকরা অংশ	মোট আমানতে মেয়াদী আমানতের শতকরা অংশ
১	২	৩	৪	৫	৬
জুন ৩০, ১৯৯৩	৪,৫৮২.৫০	২২,৪৭৫.০০	২৭,০৫৭.১০	১৬.৯	৮৩.১
সেপ্টেম্বর ৩০, ১৯৯৩	৪,৩১২.৮০	২২,৩৫৮.১০	২৬,৬৭২.৯০	১৬.০	৮৪.০
ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৩	৪,৮২৯.৪০	২৩,৬০২.২০	২৮,৪৩৩.০০	১৭.০	৮৩.০
মার্চ ৩১, ১৯৯৪	৪,৭৯৩.১০	২৩,৪৭৩.২০	২৮,২৬৭.৯০	১৭.০	৮৩.০
জুন, ৩০, ১৯৯৪	৫,৭৫১.১০	২৫,২৩৫.৯০	৩০,৯৮৮.৪০	১৮.৬	৮১.৪

* ব্যাংকসমূহে গচ্ছিত সরকারী আমানত এবং আন্তঃব্যাংক লেনদেন বাদে।

** নিয়ন্ত্রিত আমানত (Restricted Deposits) সহ।

ডিপোজিট পেনশন স্কীম

৩.১২। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহসহ কতিপয় বেসরকারী ব্যাংকে ১৯৯৩-৯৪ সালেও ডিপোজিট পেনশন স্কীম চালু থাকে। এ স্কীমের আওতায় আমানতের বছর-ওয়ারী স্থিতির পরিমাণ ৩.৮ নম্বর সারণীতে দেখানো হ'ল।

সারণী -৩.৮

ডিপোজিট পেনশন স্কীমের আওতায় আমানতের স্থিতি

(কোটি টাকায়)

তারিখ	স্থিতির পরিমাণ	পরিবর্তন
১	২	৩
জুন ৩০, ১৯৮৯	৫৫৮.৩৭	-
জুন ৩০, ১৯৯০	৭৯৬.০৫	+ ২৩৭.৬৮ (+ ৪০.৩৯)
জুন ৩০, ১৯৯১	১,০৩৯.০০	+ ২৪২.৯৫ (+ ৩০.১৪)
জুন ৩০, ১৯৯২	১,৩৯৭.৯৩	+ ৩৫১.৮৩ (+৩৪.৯৩)
জুন ৩০, ১৯৯৩	১,৮০৭.৯৭	+ ৪১০.১৪ (+ ২৯.৩৪)
জুন ৩০, ১৯৯৪	২,১৬২.২৭	+ ৩৫৪.৩০ (+ ১৯.৬০)

নোটঃ বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাসমূহ বার্ষিক পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক।

পল্লী ও শহর এলাকায় আমানত ও আগাম

৩.১৩। ১৯৯৪ সালের জুন শেষে মোট আমানতে পল্লী এলাকায় সংগৃহীত আমানতের অংশ বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ২২.১ ভাগে দাঁড়ায়। ১৯৯৩ সালের জুন শেষে এর পরিমাণ ছিল শতকরা ২১.৮ ভাগ। মোট আগামসমূহের মধ্যে পল্লী এলাকায় প্রদত্ত আগামসমূহের অংশ ১৯৯৩ সালের জুন শেষের শতকরা ১৯.০ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৪ সালের জুন শেষে শতকরা ১৯.৯ ভাগে দাঁড়ায়। ১৯৯৪ সালের জুন শেষে পল্লী এলাকায় প্রদত্ত আগাম এবং সংগৃহীত আমানতের স্থিতির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫,৬২৫.৬৩ কোটি টাকা এবং ৭,৫০৪.৮২ কোটি টাকা, ১৯৯৩ সালের জুন শেষে যার তুলনামূলক পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫,১০৪.৫১ কোটি টাকা ও ৬,৫১৫.৯৫ কোটি টাকা। পল্লী ও শহর এলাকায় ব্যাংক আমানত ও ব্যাংক আগামের শতকরা হার ৩.৯ নম্বর সারণীতে দেখানো হ'ল।

সারণী -৩.৯

পল্লী ও শহর এলাকায় ব্যাংক আমানত
ও ব্যাংক আগামের শতকরা হার

তারিখ	আমানতের শতকরা হার		আগামের শতকরা হার	
	পল্লী	শহর	পল্লী	শহর
১	২	৩	৪	৫
জুন ৩০, ১৯৯০	২০.৪	৭৯.৬	২৪.০	৭৬.০
ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯০	২১.২	৭৮.৮	২৩.৪	৭৬.৬
জুন ৩০, ১৯৯১	২১.৪	৭৮.৬	২১.৯	৭৮.১
ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯১	২১.৩	৭৮.৭	১৯.২	৮০.৮
জুন ৩০, ১৯৯২	২১.৫	৭৮.৫	১৯.৯	৮০.১
ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯২	২১.৯	৭৮.১	১৯.৮	৮০.২
জুন ৩০, ১৯৯৩	২১.৮	৭৮.২	১৯.০	৮১.০
ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৩	২২.৭	৭৭.৩	১৯.৩	৮০.৭
জুন ৩০, ১৯৯৪	২২.১	৭৭.৯	১৯.৯	৮০.১

ঋণ/আমানত অনুপাত

৩.১৪। তফসিলী ব্যাংকসমূহের ঋণ/আমানত অনুপাত (বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ বাদে)* ১৯৯৩ সালের জুন শেষে ছিল ০.৭৩, যা ১৯৯৩ সালের সেপ্টেম্বর শেষে ০.৭৪-এ বৃদ্ধি এবং ১৯৯৩ সালের ডিসেম্বর শেষে ০.৭২-এ হ্রাস পায়। ১৯৯৪ সালের ৩১শে মার্চে উক্ত অনুপাত ০.৭৪-এ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু ১৯৯৪ সালের জুন শেষে এ অনুপাত পুনরায় হ্রাস পেয়ে ০.৬৫-এ দাঁড়ায়।

* বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের আইনানুগ তরল সম্পদ সংরক্ষণ আবশ্যক না বিধায় ঋণ/আমানত অনুপাত নির্ণয়ে বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

বাংলাদেশ ব্যাংক হতে তফসিলী ব্যাংকসমূহের কর্জ

৩.১৫। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে তফসিলী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক গৃহীত কর্জের পরিমাণ ১৯৯৩

সালের ৩০শে জুনের ৩,০৮০.৩০ কোটি টাকা থেকে ৩৯২.৯০ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে ২,৬৮৭.৪০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

বাংলাদেশ ব্যাংকে তফসিলী ব্যাংকসমূহের জমা এবং তাদের নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত তহবিল

৩.১৬। আলোচ্য বছরে বাংলাদেশ ব্যাংকে তফসিলী ব্যাংকসমূহের গচ্ছিত জমার পরিমাণ ৯৭৬.৫০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৪,৫৯৯.৮০ কোটি টাকায় এবং তাদের নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত তহবিলের পরিমাণ ১৫২.৬০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৬৯১.৫০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

তফসিলী ব্যাংকসমূহের বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিতব্য নগদ অর্থ এবং তরল সম্পদ সংরক্ষণ আবশ্যকতা

৩.১৭। তফসিলী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে নগদ তহবিল সংরক্ষণের হার এবং তাদের জন্য আইনানুগ তরল সম্পদ সংরক্ষণের আবশ্যকতা ১৯৯৩-৯৪ সালে তাদের মোট আমানত দায়ের শতকরা ৫.০ ভাগ এবং শতকরা ২০.০ ভাগে অপরিবর্তিত রাখা হয়। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক এবং বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংকের বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিতব্য নগদ অর্থ সংরক্ষণের হার শতকরা ৫.০ ভাগে অপরিবর্তিত রাখা হয় এবং তাদেরকে আইনানুগ তরল সম্পদ সংরক্ষণের আবশ্যকতা হতে অব্যাহতি প্রদানের সুবিধা আলোচ্য বছরেও কার্যকর থাকে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ও আল-বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের তরল সম্পদ সংরক্ষণের আবশ্যকতাও আলোচ্য বছরে তাদের মোট আমানত দায়ের শতকরা ১০.০ ভাগে অপরিবর্তিত থাকে।

ব্যাংক রেট

৩.১৮। ব্যাংকসমূহের সুদের হার কাঠামো কাংখিত পর্যায়ে আনার মাধ্যমে উৎপাদনশীল কর্মকান্ডের জন্য প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় আলোচ্য বছরেও ব্যাংক রেট উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা হয়। আলোচ্য বছরের ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ তারিখে ব্যাংক রেট পূর্ববর্তী বছরের ২৪শে এপ্রিল, ১৯৯৩ তারিখে নির্ধারিত বার্ষিক শতকরা ৬.৫ ভাগ থেকে শতকরা ৬.০ ভাগে হ্রাস করা হয়। পরবর্তীতে ৩রা মার্চ, ১৯৯৪ তারিখে ব্যাংক রেট আরো হ্রাস করে বার্ষিক শতকরা ৫.৫ ভাগে নির্ধারণ করা হয়, যা জুন ১৯৯৪ শেষে অপরিবর্তিত থাকে।

ঋণের উপর সুদের হার

৩.১৯। ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনয়ন এবং সুদের হারকে অধিকতর বাজার ভিত্তিক করার উদ্দেশ্যে আলোচ্য বছরে কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ব্যাংকসমূহকে ১৬-১১-৮৯ তারিখে সুদের হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে সকল ঋণকে যে ১১টি প্রধান খাতে শ্রেণীভুক্ত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তা হ্রাস করে ৯-১০-৯৩ তারিখে ৯টি প্রধান খাতে এবং পরবর্তীতে ২৫-৪-৯৪ তারিখে ৭টি প্রধান খাতে শ্রেণীভুক্ত করা হয় এবং তদনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করার জন্য তফসিলী ব্যাংকসমূহকে নির্দেশ দেয়া হয়। এছাড়া, একই খাতভুক্ত ঋণের ক্ষেত্রে একাধিক উপ-খাতে সুদের হার নির্ধারণ করা হলে উক্ত উপ-খাতসমূহের সুদের হারও বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করার জন্য ব্যাংকসমূহকে পরামর্শ দেয়া হয়। ১৯৯২ সালের ৩রা জুন থেকে আগামের ক্ষেত্রে তিনটি অগ্রাধিকার খাত যথাঃ কৃষি, রপ্তানী এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে সুদ হারের যে পরিসীমা (যথাক্রমে ১১.০%-১৫.০%, ৭.৫%-১০.৫% এবং ৮.০%-১৩.০%) নির্ধারণ করা হয় তা ব্যাংকসমূহের সুদের হার কাঠামো পর্যালোচনান্তে ২৫শে এপ্রিল, ১৯৯৪ তারিখে পুনঃবিন্যাস্ত করে যথাক্রমে ১০.০% - ১৪.০ %, ৮.০% -১০.০% এবং ৯.০% - ১২.০% এ নির্ধারণ করা হয়। উপরোক্ত তিনটি খাত ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে ঋণের উপর সুদের হার নির্ধারণে ১লা এপ্রিল, ১৯৯২ থেকে ব্যাংকসমূহকে যে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছিল তা আলোচ্য বছরেও অব্যাহত থাকে।১৯৯৩-৯৪ সালে কার্যকর সুদের হারের পরিসীমাসমূহ এবং

নির্বাচিত খাতে প্রদেয় সুদ ভর্তুকির হার পরিশিষ্টের ৯ (৩) নম্বর সারণীতে এবং ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ঘোষিত সুদের হারসমূহ পরিশিষ্টের ৯ (৪) নম্বর সারণীতে দেখানো হয়েছে।

আমানতের উপর সুদের হার

৩.২০। ব্যাংকসমূহ যাতে ঋণ ও আগামের উপর সুদের হার কমিয়ে এনে সার্বিক ঋণ চাহিদার উদ্দীপন ঘটিয়ে বিনিয়োগ ও জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে সে লক্ষ্যে চলমান মূল্যস্ফীতির হার এবং আমানতকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয় বিবেচনায় রেখে আলোচ্য বছরে মেয়াদী আমানতের উপর প্রদেয় সর্বনিম্ন সুদের হার পূর্ববর্তী বছরের ২৪শে এপ্রিল, ১৯৯৩ তারিখে নির্ধারিত ৬.০ ভাগ থেকে হ্রাস করে ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ তারিখে শতকরা ৫.৫ ভাগে নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে ৩রা মার্চ, ১৯৯৪ তারিখে সঞ্চয়ী ও মেয়াদী উভয় আমানতের উপর সর্বনিম্ন সুদের হার শতকরা ৫.০ ভাগ ও শতকরা ৫.৫ ভাগ থেকে হ্রাস করে যথাক্রমে শতকরা ৪.৫ ভাগ ও শতকরা ৫.০ ভাগে নির্ধারণ করা হয়, যা ১৯৯৪ সালের জুন শেষে অপরিবর্তিত থাকে। আমানতের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সুদের হারের সর্বনিম্ন সীমা পরিশিষ্টের ৯(২) নম্বর সারণীতে দেয়া হয়েছে।

ব্যাংকসমূহের জন্য সুদ ভর্তুকি

৩.২১। আলোচ্য বছরে ২৫শে এপ্রিল, ১৯৯৪ তারিখে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ঋণের উপর সুদের হারের পরিসীমা পরিবর্তন করে ৯.০ % -১২.০ % -এ নির্ধারণ করা হলেও এ খাতে প্রদেয় সুদ ভর্তুকির হার পূর্ববর্তী বছরের ২৩-১-৯৩ তারিখে নির্ধারিত শতকরা ৩.০ ভাগে অপরিবর্তিত থাকে। ভর্তুকি প্রাপ্ত খাতসমূহের বিবরণ ৩.১০ নম্বর সারণীতে দেখানো হ'ল।

সারণী - ৩.১০

ভর্তুকি প্রাপ্ত খাতসমূহের বিবরণ

(শতকরা হিসেবে ভর্তুকির হার)

খাতসমূহ	৩-৬-৯২ থেকে ৩০-৮-৯২ পর্যন্ত কার্যকর	৩১-৮-৯২ থেকে ২২-১-৯৩ পর্যন্ত কার্যকর	২৩-১-৯৩ থেকে কার্যকর
১	২	৩	৪
১। পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী@	০.৭৫	-	-
২। অন্যান্য রপ্তানী@	০.৭৫	-	-
৩। ক্ষুদ্র শিল্পে মেয়াদী ঋণ	৩.৫০	৩.৫০	৩.০০

@ রপ্তানী ঋণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান দুটি পৃথক খাতের স্থলে ৯-১০-৯৩ তারিখ থেকে "রপ্তানী ঋণ" নামে একটি খাতে শ্রেণীভুক্তকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

\- ভর্তুকি প্রত্যাহার করা হয়েছে।

ঋণ আদায় পরিস্থিতি

৩.২২। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর '১০০ বৃহৎ খেলাপী ঋণ' এবং ১০ লক্ষ ও তদূর্ধ্ব টাকার 'নতুন ঋণ' আদায় কার্যক্রম আলোচ্য বছরেও অব্যাহত থাকে। 'নতুন ঋণ' এর ক্ষেত্রে জুন, ১৯৯৪ শেষে আদায়ের হার দাঁড়ায় শতকরা ৭৬.৫ ভাগ। আলোচ্য বছরে অনাদায়ী ঋণ আদায়ের আইনগত পরিবেশ উন্নয়নের জন্য অর্থ ঋণ আদালত আইনের কতিপয় ধারা সংশোধন করা হয়। এছাড়া, আর্থিক খাতে সার্বিক শৃংখলা সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর কতিপয় ধারাও সংশোধন করা হয়েছে।

আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচী

৩.২৩। আলোচ্য বছরে আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচীর আওতায় কাজের প্রধান ক্ষেত্রগুলো ছিলঃ ব্যাংক পরিদর্শন ব্যবস্থার উন্নয়ন; রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক কাঠামো সুদৃঢ়করণ; এবং ব্যাংকিং খাতের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ও তথ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

ক) ব্যাংক তদারকি ও পরিদর্শন ব্যবস্থা জোরদারকরণ

বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংক তদারকি ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণের জন্য আলোচ্য বছরে কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আর্থিক খাতে আইনগত পরিবেশ উন্নয়নের জন্য ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ সংশোধন করে ব্যাংক কোম্পানী আইন (সংশোধিত) ১৯৯৩ জারী করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংক তদারকির কার্যক্রম উন্নয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ব্যাংক তদারকি ও পরিদর্শন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশিক্ষণ একাডেমী নিয়মিতভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনা করে আসছে। অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে "আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩" জারী করা হয়েছে। আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচীর কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের অবস্থানিক (On-site) ও দূর অবস্থানিক (Off-site) পদ্ধতির ব্যাংক তদারকি আধুনিকায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রতিষ্ঠিত "ঋণ তথ্য ব্যুরো" বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের প্রয়োজন অনুসারে তাৎক্ষণিকভাবে খেলাপী ঋণগ্রহীতা সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করছে। এছাড়া, বৃহদাংকের ঋণ (১ কোটি এবং তদূর্ধ্ব টাকার নতুন মঞ্জুরীপ্রাপ্ত, পুনঃতফসিলীকৃত বা বর্ধিত ঋণ) প্রদানে অবাঞ্ছিত ঝুঁকি কমানোর উদ্দেশ্যে ব্যাংকসমূহকে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে একটি "বৃহদাংক ঋণ সমীক্ষা সেল" খোলা হয়েছে। এ সমস্ত পদক্ষেপ খেলাপী ঋণের বিস্তাররোধের সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

খ) রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক কাঠামো সুদৃঢ়করণ

রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের প্রয়োজনীয় মূলধনের ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে তাদের অনুকূলে ২৮শে জুন, ১৯৯৩ তারিখে সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত ১,৫০০.০০ কোটি টাকার ১ বছর মেয়াদী সুদ-বিহীন বিশেষ ট্রেজারী বন্ড আলোচ্য বছরের ১২ই অক্টোবর, ১৯৯৩ তারিখে প্রত্যাহার করা হয় এবং বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের কৃষি ঋণ মওকুফজনিত ঘাটতি এবং মূলধন ও সঞ্চিতির ঘাটতি পূরণের জন্য সরকার ৬টি বাণিজ্যিক ব্যাংককে ১,০০০.০০ কোটি টাকা (সোনালী ব্যাংক ৩৭৪.৯০ কোটি টাকা জনতা ব্যাংক ২১৪.৪২ কোটি টাকা, অগ্রণী ব্যাংক ২২৪.৬০ কোটি টাকা, রূপালী ব্যাংক লিঃ ১৪৮.০৩ কোটি টাকা, উত্তরা ব্যাংক লিঃ ৭.৩৮ কোটি টাকা এবং পূবালী ব্যাংক লিঃ ৩০.৬৭ কোটি টাকা) নগদ প্রদান করে এবং ১৬ই অক্টোবর, ১৯৯৩ তারিখ হতে ৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কৃষি ঋণ মওকুফজনিত ঘাটতি এবং মূলধন ও সঞ্চিতির ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত ১৫ বছর মেয়াদী ৫০০.০০ কোটি টাকার (সোনালী ব্যাংকে ২৩০.২৮ কোটি টাকা, জনতা ব্যাংক ১০৯.৪১ কোটি টাকা, অগ্রণী ব্যাংক ৪৭.১৫ কোটি টাকা এবং রূপালী ব্যাংক লিঃ ১১৩.১৬ কোটি টাকা) ট্রেজারী বন্ড ইস্যু করে। এছাড়া, সরকার কয়েকটি বিশেষায়িত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগযোগ্য তহবিলে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ১৫ই জুলাই, ১৯৯৩ তারিখ হতে শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত ২ বছর মেয়াদী

১৫০.০০ কোটি টাকার (বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ২৫.০০ কোটি টাকা, বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ৫০.০০ কোটি টাকা, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ২৫.০০ কোটি টাকা এবং বাংলাদেশ গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থা ৫০.০০ কোটি টাকা) ট্রেজারী বন্ড ইস্যু করে। সরকার আলোচ্য বছরে পাট খাতে প্রদত্ত ঋণ অবসায়নের লক্ষ্যে যথাক্রমে ১লা নভেম্বর, ১৯৯৩ তারিখে ২৫ বছর মেয়াদী ৫৯৩.২৯ কোটি টাকার ট্রেজারী বন্ড রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহ (রূপালী ব্যাংক লিঃ সহ) এবং পূবালী ব্যাংক লিঃ ও উত্তরা ব্যাংক লিঃ এর অনুকূলে ও ৩০শে জুন, ১৯৯৪ তারিখে ৪০৯.৮০ কোটি টাকার '২৫ বছর মেয়াদী ট্রেজারী বন্ড' রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের (রূপালী ব্যাংক লিঃসহ) অনুকূলে ইস্যু করেন। উল্লেখ্য, সরকার উত্তরা ব্যাংক লিঃ ও পূবালী ব্যাংক লিঃ-এর অনুকূলে ১লা নভেম্বর, ১৯৯৩ তারিখে ইস্যুকৃত যথাক্রমে ৫০.০৫ কোটি টাকা এবং ৭.৭১ কোটি টাকার উপরোক্ত বন্ডের মধ্যে উভয় ব্যাংকের যথাক্রমে ২.০১ কোটি টাকা ও ০.২৯ কোটি টাকার বন্ড ৩০শে জুন, ১৯৯৪ তারিখে প্রত্যাহার করেন। তাছাড়া, সরকার ১,৩০,০০০ ডিজিটাল টেলিফোন লাইন স্থাপনে অর্থায়নের লক্ষ্যে ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৯৩ তারিখে ১০টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের অনুকূলে ২৭৫.০০ কোটি টাকার শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত '৩ বছর মেয়াদী (টি এন্ডটি) ট্রেজারী বন্ড' ইস্যু করেন। বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থাকে পুনর্গঠন ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরকরণের লক্ষ্যে ১৬ই এপ্রিল, ১৯৯৪ তারিখ হতে শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত ৩ বছর মেয়াদী ১৭৫.০০ কোটি টাকার 'বি, এস, আর, এস ট্রেজারী বন্ড- ১৯৯৭' প্রদান করা হয়। এছাড়া, পাট খাতে প্রদত্ত অন্তর্বর্তীকালীন চলতি মূলধনের লোকসান পুনর্ভরনের জন্য সরকার ৩০শে জুন, ১৯৯৪ তারিখে ৫৫০.০০ কোটি টাকার সুদবিহীন বিশেষ ট্রেজারী বন্ড ইস্যু করেন। তাছাড়া, সরকার বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের কৃষি ঋণ মওকুফজনিত ঘাটতি পূরণের জন্য ৩০শে জুন, ১৯৯৪ তারিখে যথাক্রমে ২৯৫.০০ কোটি টাকা ও ১১৪.০০ কোটি টাকার সুদবিহীন বিশেষ ট্রেজারী বন্ড ইস্যু করেন।

গ) ব্যাংকসমূহের প্রশিক্ষণ ও তথ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন

দেশের ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ যাতে অধিকতর দক্ষতার সংগে তাদের প্রতি ন্যস্ত দায়িত্ব সম্পাদন করতে পারে সে জন্য তাদের ঋণ দান ও বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণী ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এ সকল পদক্ষেপসমূহের মধ্যে আছে নীতি নির্ধারণী ক্ষমতা বৃদ্ধি; কম্পিউটারায়ন, অনুসৃত আর্থিক নীতির কার্যকর প্রয়োগ এবং ব্যাংকসমূহের তদারকি ব্যবস্থা জোরদারকরণ ইত্যাদি। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহে পারফরমেন্স প্ল্যানিং সিস্টেম, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম, নতুন ঋণ খতিয়ান (New Loan Ledger), ঋণ প্রদান ঝুঁকি বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Lending Risk Analysis) ইত্যাদি চালু করা হয়েছে যাতে ব্যাংকসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং গ্রাহক সেবার মান উন্নত হয়। একই লক্ষ্য সামনে রেখে নতুন ফরম, পদ্ধতি, ম্যানুয়াল ইত্যাদি চালু করা হয়েছে। এ সকল বিষয়ে ব্যাংকের কর্মকর্তাগণকে ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে। যে সকল শাখা লোকসান দিচ্ছে তাদেরকে বন্ধ অথবা পুনর্গঠিত করা হচ্ছে।

মুদ্রা/ঋণনীতি ও সহায়ক ব্যবস্থাসমূহ

৩.২৪। প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে উৎপাদনশীল কর্মকান্ডের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের প্রয়াসে ১৯৯৩-৯৪ সালে দেশের মুদ্রা ও ঋণনীতি পরিচালিত হয়। দেশের মুদ্রা/ঋণনীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় আলোচ্য বছরে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হ'লঃ

ক) ৯১-দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিল

আর্থ-ব্যবস্থাপনায় পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ অনুসরণের সুবিধার্থে প্রবর্তিত বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব ঋণ পত্র '৯১-দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিল' আলোচ্য বছরেও চালু রয়েছে। ১৯৯৩-৯৪ সালে উক্ত বিলের ১২টি মাসিক নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ

সব নিলামে মোট ৩,২০০.০০ কোটি টাকা মূল্যমানের বিলের জন্য ২৬০টি দরপত্র পাওয়া যায়। এর মধ্যে, মোট ৫৯৫.০০ কোটি টাকা মূল্যমানের ৮৫টি দরপত্র গৃহীত হয়। মাসিক নিলামসমূহে ইস্যুকৃত বিলের বিপরীতে ক্রেতাগণের গড়-ভারীত বার্ষিক আয়ের হার ছিল শতকরা ১.৬ ভাগ থেকে শতকরা ৪.৫ ভাগ। ১৯৯৪ সালের জুন শেষে এ বিলের স্থিতি ছিল ২০০.০০ কোটি টাকা।

খ) অনুমোদিত সম্পত্তি নিদর্শন পত্র (Approved Securities) প্রসঙ্গে

১১ই নভেম্বর, ১৯৯৩ তারিখের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১-এর ৩৩ ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে '৯১-দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিল' অনুমোদিত সম্পত্তি নিদর্শন পত্র (Approved Securities) হিসেবে গণ্য করা হয়।

গ) ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীম

আলোচ্য বছরে ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে নতুন উদ্যোক্তাগণকে জামানতবিহীন ঋণ প্রদানে উৎসাহিত করার জন্য অংশগ্রহণকারী সকল তফসিলী ব্যাংককে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গ্যারান্টি সুবিধা প্রদানের জন্য একটি স্কীম প্রণয়ন করা হয়। এ স্কীমের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক প্রদত্ত সর্বোচ্চ গ্যারান্টির পরিমাণ হবে ২৫.০০ লক্ষ টাকা।

ঘ) সরকারী/আধাসরকারী/স্বায়ত্তশাসিত /আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণকারী কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য আত্মকর্ম-সংস্থানমূলক ক্ষুদ্র-উদ্যোগ ঋণ সহায়তা প্রদান স্কীম

সরকারী / আধাসরকারী / স্বায়ত্তশাসিত / আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী সততা ও নিষ্ঠার সাথে ন্যূনতম ১০ বছরকাল কর্মরত থাকার পর সরকার ঘোষিত স্বেচ্ছায় অবসরগ্রহণ কর্মসূচী (Employees Separation Programme) এর আওতায় অবসরগ্রহণ করবেন তাঁদেরকে শিল্প ইউনিট স্থাপন বা ব্যবসায়ের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানে সহায়তার লক্ষ্যে ১লা ডিসেম্বর, ১৯৯৩ হতে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ৫০.০০ কোটি টাকার তহবিল নিয়ে উক্ত স্কীমটি প্রবর্তন করা হয়েছে।

ঙ) ১৯৯৩-৯৪ সাল থেকে কৃষি/পল্লী ঋণ কর্মসূচী ফসল বছর (১লা অক্টোবর থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর) এর পরিবর্তে আর্থিক বছর (১লা জুলাই থেকে ৩০শে জুন) ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয়। এছাড়া, ১৯৯৩ সালের ১লা জুলাই হতে কৃষি ঋণের উপর সরল হারে সুদ আরোপের নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। সকল প্রকার কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে মূল ঋণের পরিমাণ দ্বিগুণ হওয়ার পর ঋণের উপর অতিরিক্ত কোন সুদ আরোপ করা হবে না এবং উপরোক্ত সুবিধা অনধিক তিন লক্ষ টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত সময় সীমার পর অতিরিক্ত ছয় মাসের মধ্যেও যদি কোন ঋণ গ্রহীতা ঋণ পরিশোধ না করেন তাহলে উক্ত ঋণের উপর ঋণ গ্রহণের তারিখ হতে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ আরোপের নিয়ম বলবৎ থাকবে। অন্যদিকে, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ঋণ পরিশোধ করলে ঋণ গ্রহীতাকে অনুপ্রেরণা স্বরূপ ব্যাংক যুক্তিযুক্ত পরিমাণে রিবেট প্রদান করবে।

চ) রপ্তানী ঋণের মেয়াদকাল বর্ধিতকরণ

জানুয়ারী ৯, ১৯৯৪ তারিখ হতে হিমায়িত খাদ্য, চা ও চামড়া রপ্তানীর ক্ষেত্রে রপ্তানী ঋণের সময়সীমা ১৮০ দিনের স্থলে ২৭০ দিনে বাড়ানো হয়েছে।

পুনঃ অর্থসংস্থান সুবিধা

৩.২৫। ১৯৯০ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে নতুন সুদ নীতির আওতায় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ব্যতীত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের জন্য কৃষি ঋণের বিপরীতে প্রদত্ত পুনঃঅর্থসংস্থান সুবিধা অবলুপ্ত করা হয়। ১লা জুলাই, ১৯৯১ থেকে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের জন্য প্রদত্ত কৃষি ঋণের বিপরীতে পুনঃঅর্থসংস্থান সুবিধাদি প্রচলিত ব্যাংক রেটে প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যা আলোচ্য বছরেও চালু রয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের কৃষি ঋণ কর্মসূচীতে পুনঃঅর্থসংস্থানের ব্যবস্থা প্রচলিত সুদের হারে

অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া, বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকায় প্রদত্ত ঋণের ক্ষেত্রে হ্রাসকৃত শতকরা ১.৫ ভাগ হারে পুনঃঅর্থসংস্থান প্রদানের বিধানও বলবৎ রয়েছে।

ব্যাংক শাখা সম্প্রসারণ

৩.২৬। ব্যাংকসমূহের শাখা সম্প্রসারণ কার্যক্রমের অধীনে ১৯৯৩-৯৪ সালে তফসিলী ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশে মোট ৪৭টি নতুন শাখা খোলে এবং ৭টি শাখা অবলুপ্ত করে। ফলে, মোট শাখার সংখ্যা পূর্ববর্তী বছরের ৫,৭৪০টি থেকে ৪০টি বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে ৫,৭৮০টিতে দাঁড়ায়। রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের শাখার সংখ্যা পূর্ববর্তী বছরের ৩,৫৯৫টি থেকে ১০টি বৃদ্ধি পেয়ে আলোচ্য বছরে ৩,৬০৫টিতে দাঁড়ায়। বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের শাখার সংখ্যা পূর্ববর্তী বছরের ৯৪৩টি থেকে ২৮টি বৃদ্ধি পেয়ে ৯৭১টিতে দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের শাখার সংখ্যা পূর্ববর্তী বছরের ১,১৮৪টি থেকে ২টি বৃদ্ধি পেয়ে ১,১৮৬টিতে দাঁড়ায়। তবে, আলোচ্য বছরে বিদেশী ব্যাংকসমূহের শাখার সংখ্যা পূর্ববর্তী বছরের ১৮টিতে অপরিবর্তিত থাকে। ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে পল্লী শাখার মোট সংখ্যা পূর্ববর্তী বছরের ৩,৬১৬টি (মোট ব্যাংক শাখার শতকরা ৬৩.০ ভাগ) থেকে ১০টি বৃদ্ধি পেয়ে ৩,৬২৬টিতে (মোট ব্যাংক শাখার শতকরা ৬২.৭ ভাগ) দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে আই, এফ, আই, সি, ব্যাংক পাকিস্তানের লাহোরে একটি শাখা খোলায় বাংলাদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের বিদেশে কার্যরত শাখার সংখ্যা পূর্ববর্তী বছরের ১৩টি থেকে ১টি বৃদ্ধি পেয়ে ১৪টিতে দাঁড়ায়। এছাড়া আই, এফ, আই, সি ব্যাংক ৬ই জুন, ১৯৯৪ তারিখে নেপালের কিছু সংখ্যক বেসরকারী উদ্যোক্তাদের সাথে যৌথ উদ্যোগে নেপাল-বাংলাদেশ ব্যাংক নামে একটি বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক কাঠমুন্ডুতে চালু করে। আলোচ্য বছরে বেসরকারী ও বিদেশী ব্যাংকের সংখ্যা পূর্ববর্তী বছরের যথাক্রমে ১১টি ও ৬টিতে অপরিবর্তিত রয়েছে। এছাড়া, রাষ্ট্রায়ত্ত/সরকার নিয়ন্ত্রিত ব্যাংকের সংখ্যা পূর্ববর্তী বছরের ৯টিতে অপরিবর্তিত রয়েছে।

শ্রেণীভিত্তিক ব্যাংকসমূহের তুলনামূলক অবস্থা

৩.২৭। ১৯৯৪ সালের জুন শেষে আমানতগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহের মোট আমানত দায়ে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের অংশ পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ৬২.২ ভাগ থেকে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৬২.৫ ভাগে দাঁড়ায়। এ সময়ে বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের অংশ (ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এবং আল-বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বাদে) পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ২৪.৯ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে শতকরা ২৩.৫ ভাগে দাঁড়ায়। ইসলামী ব্যাংকদ্বয়ের অংশ পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ৩.৩ ভাগ থেকে শতকরা ৩.৭ ভাগে বৃদ্ধি পায়, বিদেশী ব্যাংকসমূহের অংশ পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ৪.২ ভাগ থেকে শতকরা ৪.০ ভাগে হ্রাস পায় এবং বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের অংশ পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ৫.৪ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৬.৩ ভাগে দাঁড়ায়। আলোচ্য বছর শেষে মোট ব্যাংক ঋণে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের অংশ পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ৫২.২ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে শতকরা ৫০.৬ ভাগে দাঁড়ায়। বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের অংশ (ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এবং আল-বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বাদে) পূর্ববর্তী বছরের শতরা ২২.২ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ২৪.৭ ভাগে দাঁড়ায়। ইসলামী ব্যাংকদ্বয়ের অংশ পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ৪.১ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে শতকরা ২.৭ ভাগে দাঁড়ায়। মোট ব্যাংক ঋণে বিদেশী ব্যাংকসমূহ এবং বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের অংশ পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ৪.৭ ভাগ ও শতকরা ১৬.৯ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে শতকরা ৫.০ ভাগ এবং শতকরা ১৭.০ ভাগে দাঁড়ায়। আলোচ্য বছর ও পূর্ববর্তী বছর শেষে শ্রেণীভিত্তিক ব্যাংকসমূহের আমানত ও ঋণের তুলনামূলক চিত্র ৩.১১ নম্বর সারণীতে দেখানো হ'ল।

সারণী -৩.১১

শ্রেণীভিত্তিক ব্যাংকসমূহের আমানত ও ঋণের শতকরা অংশ

শ্রেণীভিত্তিক ব্যাংকসমূহ	আমানতের* শতকরা অংশ		ব্যাংক ঋণের** শতকরা অংশ	
	জুন ৩০, ১৯৯৪	জুন ৩০, ১৯৯৩	জুন ৩০, ১৯৯৪	জুন ৩০, ১৯৯৩
১	২	৩	৪	৫
১। রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ	৬২.৫২	৬২.১৬	৫০.৬০***	৫২.১৬
২। বেসরকারী ব্যাংকসমূহ (ইসলামী ব্যাংকদ্বয় বাদে)	২৩.৫৩	২৪.৯০	২৪.৭০***	২২.১৮
৩। ইসলামী ব্যাংকদ্বয়	৩.৬৯	৩.৩৩	২.৬৫	৪.০৭
৪। বিদেশী ব্যাংকসমূহ	৩.৯৫	৪.১৭	৫.০১	৪.৭১
৫। বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ	৬.৩১	৫.৪৪	১৭.০৪	১৬.৮৮
মোটঃ	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

* আন্তব্যাংক ও সরকারী আমানত বাদে।

** আন্তব্যাংক লেনদেন ও বৈদেশিক বিল বাদে।

৩.২৮। ব্যাংকসমূহে রক্ষিত সরকারী খাতের মোট আমানতের বিবরণ ৩.১২ নম্বর সারণীতে দেখানো হ'ল।

সারণী -৩.১২

ব্যাংকসমূহে রক্ষিত সরকারী খাতের আমানত

(কোটি টাকায়)

সময়	তলবী আমানত	মেয়াদী আমানত	মোট আমানত
১	২	৩	৪
জুন ৩০, ১৯৯২	৬৬৯.৫০	১,৪৩৭.৭০	২,১০৭.২০
জুন ৩০, ১৯৯৩	৮৫৪.৭০	১,৮৩৪.৬০	২,৬৮৯.৩০
জুন ৩০, ১৯৯৪	৮৪১.২০	২,১০৮.৩০	২,৯৪৯.৫০

ব্যাংক পরিদর্শন

৩.২৯। বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাভাবিক পরিদর্শন কর্মসূচীর আওতায় ১৯৯৩-৯৪ সালে তফসিলী ব্যাংকসমূহের ১,১০২টি শাখায় বিশদ পরিদর্শন কাজ সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া, আলোচ্য বছরে ৫৮০টি ব্যাংক শাখায় বিশেষ পরিদর্শন কাজ পরিচালনা করা হয়।

মূলধন বাজার ও শিল্পে অর্থসংস্থান

ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ

৪.১। সার্বিকভাবে মূলধন বাজারকে সঞ্জীবিত করার লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলশ্রুতিতে ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেনে অনেকটা প্রাণ সঞ্চার হয়েছে এবং ষ্টক এক্সচেঞ্জের কর্মকাণ্ডের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। শেয়ার বাজারে বিদেশী বিনিয়োগের অনুকূলে বিশেষ সুবিধা প্রদানের প্রেক্ষিতে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করার ব্যাপারে অধিকতর আগ্রহ দেখাচ্ছেন এবং এর ফলে শেয়ার বাজারে বিদেশী বিনিয়োগের পরিমাণও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪.২। সরকার প্রথম বারের মত দেশের মূলধন বাজারে অবদান রাখার স্বীকৃতি হিসেবে জাতীয় পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন এবং একটি বেসরকারী ব্যাংকসহ ১০টি সংস্থাকে জাতীয় পুরস্কার প্রদান করেন। এছাড়া, শেয়ার বাজারের প্রাতিষ্ঠানিক এবং দৃঢ় আইনগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে "সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন" (SEC) গঠন করা হয়, যা আলোচ্য বছরের ১৪ই নভেম্বর থেকে কার্যক্রম শুরু করেছে। শেয়ার বাজার কার্যক্রম নিয়মিত তত্ত্বাবধান ও মনিটরিং এর মাধ্যমে সুষ্ঠু ট্রেডিং নিশ্চিত করা এবং বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যাপারে উক্ত কমিশন কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

৪.৩। আলোচ্য বছরে ৫টি নতুন কোম্পানী শেয়ার বেচা কেনার জন্য এবং ২টি নতুন কোম্পানী ডিবেঞ্চার লেনদেনের জন্য ঢাকা ষ্টক একচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হয়। ফলে, ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রির জন্য তালিকাভুক্ত কোম্পানীর সংখ্যা ১৯৯২-৯৩ সালের ১৪৯টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৩-৯৪ সালের শেষ পর্যন্ত ১৫৬টিতে দাঁড়ায়। ৩০শে জুন, ১৯৯৪ তারিখে এ সমস্ত কোম্পানীর ইস্যুকৃত মোট মূলধন ও ডিবেঞ্চারের স্থিতির পরিমাণ ছিল ৯২৬.৮০ কোটি টাকা। ১৫৬টি কোম্পানীর মধ্যে ৬টি ডিবেঞ্চার ও ৬টি মিউচ্যুয়াল ফান্ড রয়েছে। ৬টি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ ৯.৫০ কোটি টাকা।

৪.৪। ১৯৯৩-৯৪ সালে ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জের সেকেন্ডারী মার্কেটে মোট ২৪৪.২৯ কোটি টাকার ১১৫.৮১ লক্ষ শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বেচাকেনা হয়, যা ১৯৯২-৯৩ সালের তুলনায় মূল্যের ভিত্তিতে শতকরা ৫০৫.৩ ভাগ এবং সংখ্যার ভিত্তিতে শতকরা ১৬৪.৮ ভাগ বেশী। আলোচ্য বছরে যে নতুন ১১টি কোম্পানীর শেয়ার জনসাধারণের কাছে কেনা-বেচার জন্য ছাড়া হয়, তার মোট ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ ১৩২.০০ কোটি টাকা, যার মধ্যে জনগণের জন্য ছাড়া হয়েছে ৩২.০০ কোটি টাকা। অপরদিকে, ৪টি নতুন ডিবেঞ্চার ছাড়া হয়, তার মোট ইস্যুকৃত মূল্য ৮১.৫০ কোটি টাকা, যার মধ্যে জনগণের জন্য ছাড়া হয়েছে ৩২.০০ কোটি টাকা। ১৯৯২-৯৩ সালে ৮টি কোম্পানী কর্তৃক ইস্যুকৃত মোট শেয়ারের মূল্য ছিল ১১১.১০ কোটি টাকা।

৪.৫। দেশের পুঁজি বাজারের ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের ব্যাপারে উৎসাহ সৃষ্টির লক্ষ্যে ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যার মধ্যে "সিকিউরিটিজ ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ ইনষ্টিটিউট" ১৯৯২-৯৩ সালের ১০ই এপ্রিল থেকে চালু হয়েছে। অন্যান্যগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ

১। ১৯৯৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরী সিষ্টেম চালুকরণ;

২। ১৯৯৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে অটোমেটেড ট্রেডিং চালুকরণ এবং

৩। ১৯৯৬ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে রিয়্যাল টাইম রিপোর্টিং শুরুকরণ।

বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ

৪.৬। দেশের পুঁজি বাজারে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, বেসরকারী ব্যাংক এবং বাংলাদেশে কার্যরত বিদেশী ব্যাংক) কর্তৃক অনুমোদিত ডিবেঞ্চারে অর্থসংস্থানের স্থিতি পূর্ববর্তী বছরের জুন শেষের ৬৯৮.৯৬ কোটি টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ১৯৯৪ সালের জুন শেষে ৬৬৬.৩৮ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৪ সালের জুন শেষে শেয়ার ও সিকিউরিটির (সরকারী ও অন্যান্য ট্রাস্টি সিকিউরিটিসহ) বিপরীতে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের স্থিতির পরিমাণ হ্রাস পেয়ে ২২৫.৯১ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, যার পরিমাণ ১৯৯৩ সালের জুন শেষে ছিল ৪২৫.৩৫ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা (আই, সি, বি)

৪.৭। ১৯৯৩-৯৪ সালে বাংলাদেশ পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা (আই, সি, বি) শেয়ার বিলির দায় গ্রহণসহ ব্রীজ ফিনান্সিং বাবদ ৫.০৩ কোটি টাকা, সরাসরি শেয়ার বিলির দায় গ্রহণ বাবদ ৩.৫০ কোটি টাকা (ব্রীজ ফিনান্সিং ব্যতীত), ডিবেঞ্চার বিলির দায় গ্রহণ বাবদ ৮.৭৫ কোটি টাকা, সরাসরি বিনিয়োগের জন্য ৭.৫০ কোটি টাকা (শেয়ার ২.৫০ কোটি টাকা ও ডিবেঞ্চার ৫.০০ কোটি টাকা) এবং ডিবেঞ্চার বিলির দায় গ্রহণ (ট্রাস্টি) বাবদ ১৩৭.৫০ কোটি টাকাসহ মোট ১৬২.২৮ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তার অঙ্গীকার করে। ১৯৯২-৯৩ সালে আই, সি, বি শেয়ার বিলির দায় গ্রহণসহ ব্রীজ ফিনান্সিং বাবদ ২.১০ কোটি টাকা এবং ডিবেঞ্চার বিলির দায় গ্রহণ (ট্রাস্টি) বাবদ ৬.৩৭ কোটি টাকাসহ মোট ৮.৪৭ কোটি টাকা বিনিয়োগের জন্য অঙ্গীকার প্রদান করেছিল। আই, সি, বি এবং অন্যান্য কনসোর্টিয়াম অংশীদারদের সম্মিলিত অঙ্গীকার প্রদানের পরিমাণ ১৯৯২-৯৩ সালের মাত্র ১৪.১৫ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৩-৯৪ সালে (ট্রাস্টি ব্যতীত) ১৯০.০৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৪ সালের জুন শেষে আই, সি, বি এবং আই, সি, বি, কনসোর্টিয়ামের অন্যান্য অংশীদারদের মোট ক্রমপুঞ্জিত অঙ্গীকারের পরিমাণ (ট্রাস্টি দায় ব্যতীত) দাঁড়ায় ৩৯৮.৯৪ কোটি টাকা (আই, সি, বি ১২৯.৫২ কোটি টাকা এবং কনসোর্টিয়ামের অন্যান্য অংশীদারগণ ২৬৯.৪২ কোটি টাকা)। ১৯৯৩ সালের জুন শেষে এর তুলনামূলক পরিমাণ (ট্রাস্টি ব্যতীত) ছিল ২০৮.৮৯ কোটি টাকা (আই, সি, বি ১০৪.৭৪ কোটি টাকা এবং কনসোর্টিয়ামের অন্যান্য অংশীদারগণ ১০৪.১৫ কোটি টাকা)।

৪.৮। ১৯৯৩-৯৪ সালে আই, সি, বি এবং কনসোর্টিয়ামের অন্যান্য অংশীদারদের সম্মিলিত বিনিয়োগের পরিমাণ ০.৭২ কোটি টাকায় (আই, সি, বি ০.৪৭ কোটি টাকা এবং কনসোর্টিয়ামের অন্যান্য অংশীদারগণ ০.২৫ কোটি টাকা) দাঁড়ায়। ১৯৯২-৯৩ সালে এ বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৫.৩৯[স] কোটি টাকা (আই, সি, বি ০.৬৪[স] কোটি টাকা এবং কনসোর্টিয়ামের অন্যান্য অংশীদারগণ ৪.৭৫[স] কোটি টাকা)। ১৯৯৪ সালের জুন শেষে আই, সি, বি ও কনসোর্টিয়ামের অন্যান্য অংশীদারদের মোট ক্রমপুঞ্জিত বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩৩.৭৭ কোটি টাকা। ১৯৯৩ সালের জুন শেষে এর পরিমাণ ছিল ১৩৩.০৫[স] কোটি টাকা।

বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক (বি, এস, বি)

৪.৯। বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক (বি, এস, বি) ১৯৯৩-৯৪ সালে অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের জন্য বৈদেশিক মুদ্রায় ৪৮.৯০ কোটি টাকা (গ্যারান্টিসহ) এবং স্থানীয় মুদ্রায় ১৪০.০৭ কোটি টাকাসহ মোট ১৮৮.৯৭ কোটি টাকা (গ্যারান্টিসহ) ঋণ অনুমোদন করে। পূর্ববর্তী বছরে ৯৬টি প্রকল্পের জন্য বৈদেশিক মুদ্রায় ২৪.১১ কোটি টাকা এবং স্থানীয় মুদ্রায় ১৭.২১ কোটি টাকাসহ মোট ৪১.৩২ কোটি টাকার ঋণ অনুমোদন করা হয়েছিল।

৪.১০। ১৯৯৩-৯৪ সালে শিল্প ব্যাংক মোট ৮৯.৬৩ কোটি টাকা (গ্যারান্টিসহ) ঋণ প্রদান করে যার মধ্যে ৫০.৩৮ কোটি টাকা (গ্যারান্টিসহ) ছিল বৈদেশিক মুদ্রায় এবং ৩৯.২৫ কোটি টাকা ছিল স্থানীয় মুদ্রায়। ১৯৯২-৯৩ সালে শিল্প ব্যাংক মোট

স সংশোধিত।

৬৬.১৯ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করে, যার মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রা ও স্থানীয় মুদ্রার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৭.৩৮ কোটি টাকা এবং ২৮.৮১ কোটি টাকা। ১৯৯৩-৯৪ সালে শিল্প ব্যাংকের ঋণ আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৯.৪৪ কোটি টাকা। পূর্ববর্তী বছরে ঋণ আদায়ের পরিমাণ ছিল ৫৭.৬০[স] কোটি টাকা। ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ৭৫০.১৬ কোটি টাকার মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণসহ (৫৫.১%) শিল্প ব্যাংকের মোট মেয়াদী ঋণের স্থিতি দাঁড়ায় ১,৩৬০.৭২ কোটি টাকায়। ১৯৯৩ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ৬৩২.৫৫ কোটি টাকার মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণসহ (৫১.৬%) শিল্প ব্যাংকের মোট মেয়াদী ঋণের স্থিতির পরিমাণ ছিল ১,২২৫.৯২ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা (বি,এস,আর,এস)

৪.১১। ১৯৯২-৯৩ সালে বি, এস, আর, এস- কে একটি তফসিলী ব্যাংকে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলেও আলোচ্য বছরেও এ প্রতিষ্ঠানটি তফসিলী ব্যাংক হিসেবে কার্যক্রম শুরু করেনি। শিল্প ঋণ সংস্থা নতুন শিল্প প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা প্রদানেও বিরত রয়েছে। তবে, ১৯৯৩-৯৪ সালে বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা তার নিজস্ব পোর্টফলিও-ভূক্ত প্রতিষ্ঠিত এবং বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখে। আলোচ্য বছরে বি, এস, আর, এস ৩টি প্রকল্পের জন্য ৬.৪০ কোটি টাকা ঋণ অনুমোদন করে। অনুমোদিত ঋণের মধ্যে ০.৮৬ কোটি টাকা ছিল স্থানীয় মুদ্রায় এবং ৫.৫৪ কোটি টাকা ছিল বৈদেশিক মুদ্রায়। ১৯৯২-৯৩ সালের বিতরণকৃত ৪.৫৪[স] কোটি টাকার তুলনায় ১৯৯৩-৯৪ সালে শিল্প ঋণ সংস্থার ঋণ বিতরণের পরিমাণ ০.১০ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ৪.৪৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৩-৯৪ সালে সংস্থার ঋণ আদায়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের ২১.৫৮[স] কোটি টাকার তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে ৩৩.৬০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

৪.১২। ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে ৫১৩.৫৩ কোটি টাকার মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণসহ শিল্প ঋণ সংস্থার মোট ঋণের স্থিতি দাঁড়ায় ৯০০.৬২ কোটি টাকা। ১৯৯৩ সালের ৩০শে জুনে ৫৯০.৭০[স] কোটি টাকার মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণসহ এ সংস্থার মোট ঋণের স্থিতি ছিল ৯৮৯.৭৫[স] কোটি টাকা।

শিল্প খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে তফসিলী ব্যাংকসমূহ ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত শিল্প ঋণ

৪.১৩। বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের অর্থনীতিকে স্বনির্ভর ও গতিশীল করার লক্ষ্যে ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে বর্ধিত হারে শিল্প খাতে বিনিয়োগ করার জন্য উদ্বুদ্ধকরণের প্রেক্ষিতে দেশে ক্রমশঃ শিল্প খাতে মেয়াদী ঋণ প্রদানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯২-৯৩ সালে শিল্প ঋণ (প্রকল্প ও পুনর্বাসন) খাতে মেয়াদী ঋণ হিসেবে ১,০৭৪.৬৭ কোটি টাকা মঞ্জুরী প্রদান এবং ৭১৯.১১ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছিল। ১৯৯৩-৯৪ সালের জন্য মোট ১,৭৯৫.৩৬ কোটি টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুরী লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বছর শেষে শিল্প ঋণ (প্রকল্প ও পুনর্বাসন) মঞ্জুরী ও বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২,২১২.৩৭ কোটি টাকা এবং ১,৩৮৮.১৭ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় যথাক্রমে ১,১৩৭.৭০ কোটি টাকা এবং ৬৬৯.০৬ কোটি টাকা বা শতকরা ১০৫.৯ ভাগ এবং শতকরা ৯৩.০ ভাগ বেশী। ১৯৯৩-৯৪ সালে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উপরোক্ত বিনিয়োগের ফলে দেশে ৮,২৮৯টি নতুন শিল্প ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ১,২৬,৯৪১ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। উল্লেখ্য, উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পর কারখানার জন্য জমি প্রস্তুতকরণ, ইমারতসমূহ নির্মাণ এবং বিদেশ হতে যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও স্থাপনের জন্য অর্থ ব্যয়ের সাথে সংগতি রেখে অর্থায়নকারী ব্যাংক ঋণের অর্থ অবমুক্ত করে থাকেন। সাধারণত শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে প্রকার ভেদে এক থেকে দু'বছর সময় লেগে যেতে পারে। এর ফলে মঞ্জুরীর তুলনায় বিতরণের পরিমাণ সাধারণত কম হয়ে থাকে।

স সংশোধিত।

আলোচ্য বছরে তফসিলী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের শিল্প ঋণ (প্রকল্প ও পুনর্বাসন) মঞ্জুরী ও অবমুক্তিকরণ (বিতরণ) এবং ১৯৯৪-৯৫ সালের লক্ষ্যমাত্রার বিবরণ ৪.১ নম্বর সারণীতে দেখানো হ'ল। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাদি পরিশিষ্টের ১১ নম্বর সারণীতে দেয়া হয়েছে।

সারণী-৪.১

১৯৯৩-৯৪ সালে তফসিলী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের শিল্প ঋণ (প্রকল্প ও পুনর্বাসন) মঞ্জুরী ও অবমুক্তিকরণ এবং ১৯৯৪-৯৫ সালের লক্ষ্যমাত্রা

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম	১৯৯৩-৯৪ সালের শিল্প ঋণের লক্ষ্যমাত্রা	১৯৯৩-৯৪ সালের শিল্প ঋণ		১৯৯৪-৯৫ সালের শিল্পর ঋণের লক্ষ্যমাত্রা
			মঞ্জুরী	অবমুক্ত	
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	সোনালী ব্যাংক	৪০০.০০	৪৪৭.৯২	১৭৩.৮১	৭০০.০০
২।	জনতা ব্যাংক	৩৫০.০০	২৬৩.৫৭	১৪৯.৮৭	৫০০.০০
৩।	অগ্রণী ব্যাংক	৩৫০.০০	৬১৮.২৪	৪১৮.৯১	৬৫০.০০
৪।	রূপালী ব্যাংক লিঃ	২০০.০০	৫১.৭৯	৩৫.৯৬	২০০.০০
৫।	বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক	১২৫.০০	১৭৬.৯০	৯৪.৯৯	২০০.০০
৬।	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	৩৫.০০	৩৯.৬৭	২৩.৮৫	১০০.০০
৭।	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	১৫.০০	৮.৬০	৮.৬০	২০.০০
৮।	বেসিক বাংলাদেশ লিঃ	২৫.০০	৯.১৯	৭.০৫	২৫.০০
৯।	বিএসআরএস	-	৬.৪০	৪.৪৪	৫০.০০
১০।	ইস্টার্ণ ব্যাংক লিঃ	৫০.০০	২৯.০৫	১৬.৭৮	৩০.০০
১১।	উত্তরা ব্যাংক লিঃ	৮.০০	৪.৮৬	১০.৫০	১০.০০
১২।	এবি ব্যাংক লিঃ	২৫.০০	২৯.৩৫	১৫.৭৫	৪০.০০
১৩।	আই এফ আই সি ব্যাংক লিঃ	২৪.০০	২৩.৪৩	১৭.৮১	৪০.০০
১৪।	ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ	৩০.০০	১৯.৮০	১৬.৪৭	৪০.০০
১৫।	ইউসিবিএল	১৭.০০	৩৩.৮০	২৯.৮৬	৪০.০০
১৬।	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ	২৫.০০	৯৫.১৯	৭৯.৫২	৬০.০০
১৭।	দি সিটি ব্যাংক লিঃ	২০.০০	৩৬.৫৩	৩০.২৬	৪০.০০
১৮।	পূবালী ব্যাংক লিঃ	-	৪৬.৬৪	৩৪.৪৩	৫০.০০
১৯।	আল-বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ	-	৫৫.৩৭	৫৫.৩৭	৬০.০০
২০।	এলসিসিবি লিঃ	-	৫.৬১	২.০০	১০.০০
২১।	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	১৫.০০	২২.২৭	১২.২২	২৫.০০
২২।	ব্যাংক ইন্দোসুয়েজ	২৫.০০	২৮.০০	২৮.০০	৩০.০০
২৩।	গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক পি এল সি	২১.৩৬	২৬.০১	২৩.২৩	৩০.০০
২৪।	আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক লিঃ	৩৫.০০	৫০.১০	৩৫.৯০	৫৫.০০
২৫।	হাবিব ব্যাংক লিঃ	-	৭.০০	৩.৩৬	-
২৬।	স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া	-	৩.৮৫	৩.৮৫	-
২৭।	সাবিনকো	-	৯.১২	২.৮৫	২০.০০
২৮।	আইডিএলসি	-	৩৩.৩৪	২৯.২৭	৪৫.০০
২৯।	ইউএলসি	-	২৫.৭৯	১৮.২৮	৩০.০০
৩০।	আইপিডিসি	-	৪.৯৮	৪.৯৮	১০.০০
	মোট :	১,৭৯৫.৩৬	২,২১২.৩৭	১,৩৮৮.১৭	৩,১১০.০০

উৎস : শিল্প ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

নোট : সাবিনকো = সাউদী বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড এগ্রিকালচারাল ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিঃ।
আইডিএলসি = ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট লিজিং কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ।
ইউএলসি = ইউনাইটেড লিজিং কোম্পানী লিঃ।
আইপিডিসি = ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোমোশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ।
— = নেই

কৃষি ও পল্লী অর্থসংস্থান

বার্ষিক কৃষি ঋণ কর্মসূচী

৫.১। কৃষি খাতের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক তথা পল্লীর জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নকল্পে প্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে ১৯৯৩-৯৪ সালের বার্ষিক নির্দেশক (indicative) কৃষি ঋণ কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়। ১৯৯১-৯২ সাল থেকে ব্যাংকসমূহ তাদের ঋণ কর্মকান্ড পরিচালনায় অধিকতর কার্যকর ভূমিকা পালনের অংশ হিসেবে নিজেরাই কৃষি ঋণের প্রকৃত চাহিদা নিরূপণ করে তাদের ঋণ কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে আসছে। ১৯৯৩-৯৪ সাল হতে ফসল বছরের পরিবর্তে অর্থ বছর ভিত্তিক ঋণ কর্মসূচী গ্রহণের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অর্থায়নকারী ব্যাংক/প্রতিষ্ঠানসমূহ ১৯৯৩-৯৪ সালের জন্য ১,৬৪৩.০৮ কোটি টাকা বিতরণের কর্মসূচী গ্রহণ করে। পূর্ববর্তী বছরের লক্ষ্যমাত্রা ১,৪৭৪.৪১ কোটি টাকার তুলনায় আলোচ্য বছরের বিতরণের কর্মসূচী ১৬৮.৬৭ কোটি টাকা বা শতকরা ১১.৪ ভাগ বেশী ছিল। ১৯৯৩-৯৪ সালে কৃষি ঋণ কর্মসূচীতে বিভিন্ন উপ-খাতের জন্য বরাদ্দ ছিল নিম্নরূপঃ ফসল ঋণ (চা ব্যতীত) ৬৭৮.৩৭ কোটি টাকা (শতকরা ৪১.৩ ভাগ), সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং সংস্থাপন ৪৯.০১ কোটি টাকা (শতকরা ৩.০ ভাগ), পশু সম্পদ ১৩৩.৬৩ কোটি টাকা (শতকরা ৮.১ ভাগ) এবং অন্যান্য কৃষি কর্মকান্ড ৭৮২.০৭ কোটি টাকা (শতকরা ৪৭.৬ ভাগ)। ১৯৯২-৯৩ সালে উপরোক্ত উপ-খাতসমূহর জন্য বরাদ্দ ছিলঃ ফসল ঋণ (চা ব্যতীত) ৭২৭.৮৩ কোটি টাকা (শতকরা ৪৯.৪ ভাগ), সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয় ও সংস্থাপন ৮৮.৩৮ কোটি টাকা (শতকরা ৬.০ ভাগ), পশু সম্পদ ১০৪.৯১ কোটি টাকা (শতকরা ৭.১ ভাগ) এবং অন্যান্য কৃষি কর্মকান্ড ৫৫৩.২৯ কোটি টাকা (শতকরা ৩৭.৫ ভাগ)। উপরোক্ত বিতরণ কর্মসূচীর বিপরীতে ১৯৯৩-৯৪ সালে সর্বমোট ১,১০০.৭৯ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়, যা কর্মসূচীর চেয়ে ৫৪২.২৯ কোটি টাকা বা শতকরা ৩৩.০ ভাগ কম কিন্তু, পূর্ববর্তী বছরে বিতরণকৃত ৮৪১.৮৫ কোটি টাকার তুলনায় ২৫৮.৯৪ কোটি টাকা বা শতকরা ৩০.৮ ভাগ বেশী।

৫.২। ১৯৯৩-৯৪ সালে কৃষি ঋণের প্রবাহ কাংখিত মাত্রায় সঞ্চালনের লক্ষ্যে এবং ঋণ আদায়ের হার বৃদ্ধিকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক যে সকল ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয় তা নিয়ে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলঃ

১। মোট বার্ষিক কৃষি ঋণ কর্মসূচীর ন্যূনতম শতকরা ৫০ ভাগ স্বল্প মেয়াদী ফসল ঋণের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা এবং ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োজনবোধে ঋণ নিয়মাচারে বর্ণিত ঋণের পরিমাণ ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা হয়।

২। কৃষি ঋণ বিতরণে অযথা কালক্ষেপণ রোধকল্পে ও সময়মত ঋণ পরিশোধের লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত ফসল উৎপাদন পঞ্জিকায় অঞ্চল ভেদে প্রকৃত পরিস্থিতির নিরিখে ঋণ বিতরণ ও আদায়সূচীতে বাস্তবানুগ পরিবর্তন করার সুযোগ প্রদান করা হয়। বিশেষ করে, আঞ্চলিক আবহাওয়া বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসলওয়ারী ঋণ বিতরণের নির্দেশিত সময়সূচী ব্যাংকসমূহর শাখা ব্যবস্থাপকগণ কর্তৃক যুক্তিযুক্ত সময় পর্যন্ত শিথিল করার বিধান রাখা হয়।

৩। বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে যাঁরা ঋণ গ্রহণ করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাঁদেরকে পুনরায় উৎপাদনে সহযোগিতা করার জন্য পূর্বের ঋণ পুনঃতফসিল করে নতুন করে ঋণ সুবিধা প্রদানের সুযোগ দেয়া হয়।

৪। চিংড়ি উৎপাদনের জন্য সাধারণভাবে নির্ধারিত সময়সীমার পরও যেসব এলাকায় চিংড়ি উৎপাদন সম্ভবপর সে সব এলাকায় ব্যাংকসমূহকে তাদের নিজস্ব বিবেচনায় ঋণ বিতরণের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়।

৫। দণ্ডসুদ আরোপের বিধান রহিত করা হয়। এছাড়া, কৃষি ঋণের উপর ১লা জুলাই, ১৯৯৩ তারিখ হতে সরল হারে সুদারোপের বিধান চালু করা হয়। সকল প্রকার কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে মূল ঋণের পরিমাণ দ্বিগুণ হওয়ার পর ঋণের উপর অতিরিক্ত সুদ আরোপ করা যাবে না যা অনধিক ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত সময়ের পর অতিরিক্ত ৬ মাসের মধ্যেও যদি কোন ঋণ গ্রহীতা ঋণ পরিশোধ না করেন তাহলে উক্ত ঋণের উপর ঋণ গ্রহণের তারিখ হতে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ আরোপের নিয়ম বহাল রাখা হয়। অপরদিকে, সময়মত ঋণ পরিশোধকারীগণকে রিবেট প্রদানের মাধ্যমে ঋণ পরিশোধে উৎসাহিত করার বিধান রাখা হয়।

৬। খেলাপী কৃষি ঋণ গ্রহীতাগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিটি ঋণ কেসের গুণাগুণ পরীক্ষাপূর্বক সাধারণ সুদের শতকরা ৫০ ভাগ এবং দণ্ডসুদের শতকরা ১০০ ভাগ মওকুফ করার যে ক্ষমতা ব্যাংকসমূহের পরিচালনা পর্ষদের উপর ন্যস্ত ছিল তা আলোচ্য বছরেও অব্যাহত রাখা হয়।

৭। মৎস্য চাষের জন্য প্রকল্প ঋণ শিল্প ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এ ক্ষেত্রে শিল্প ঋণের সুবিধাদি প্রযোজ্য হবে। দুগ্ধ ও হাঁস মুরগীর খামার স্থাপনে সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা প্রদানসহ দুগ্ধ খামারের জন্য সরকারের ভর্তুকি প্রদানের ব্যবস্থা চালু করা হয়।

কৃষি ঋণ পাশ বই

৫.৩। ১৯৯৩-৯৪ সালে কৃষি ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক/প্রতিষ্ঠানসমূহ ৪.৬৪ লক্ষ নতুন ঋণগ্রহীতাকে কৃষি ঋণ পাশ বই ইস্যু করে। এর মধ্যে, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ০.৬৮ লক্ষ, অংশগ্রহণকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ১.১৫ লক্ষ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ২.০১ লক্ষ, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ০.৭৯ লক্ষ এবং বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড ০.০১ লক্ষ কৃষি ঋণ পাশ বই ইস্যু করে। ১৯৮৪-৮৫ সালে প্রথম প্রবর্তনের পর থেকে ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত মোট ৭৩.২৬ লক্ষ পাশ বই ইস্যু করা হয়। এর মধ্যে, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ২৩.৯৭ লক্ষ, অংশগ্রহণকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ২৩.৮৬ লক্ষ, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ১২.৬৫ লক্ষ, বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড ৫.৮২ লক্ষ এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ৬.৯৬ লক্ষ পাশ বই ইস্যু করে। ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত মোট কৃষি ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ৬৯.৭০ লক্ষে দাঁড়ায়।

বার্ষিক কৃষি ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ঋণ বিতরণ

৫.৪। ১৯৯৩-৯৪ সালে বার্ষিক কৃষি ঋণ কর্মসূচীর আওতায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান-সমূহের কৃষি ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১,১০০.৭৯ কোটি টাকা যা ১৯৯২-৯৩ সালে বিতরণকৃত ৮৪১.৮৫ কোটি টাকার তুলনায় শতকরা ৩০.৮ ভাগ বেশী। আলোচ্য বছরে ফসল ঋণ (চা ব্যতীত) বাবদ ৫১৫.১৩ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়, যা পূর্ববর্তী বছরে বিতরণকৃত ৩৮২.০৬ কোটি টাকার তুলনায় শতকরা ৩৪.৮ ভাগ বেশী। ১৯৯৩-৯৪ সালে সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং স্থাপনের জন্য ১.৩৭ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়, যা পূর্ববর্তী বছরে বিতরণকৃত ১১.১০ কোটি টাকার তুলনায় শতকরা ৮৭.৭ ভাগ কম। পশু সম্পদের ক্ষেত্রে আলোচ্য বছরে ৯৬.৪০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়, যা ১৯৯২-৯৩ সালে বিতরণকৃত ৭০.৭৬ কোটি টাকার তুলনায় শতকরা ৩৬.২ ভাগ বেশী। অপরদিকে, চা-এর উৎপাদন ঋণসহ মৎস্য ও অন্যান্য কৃষি কর্মকাণ্ডের জন্য মোট ৪৮৭.৮৯ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়, যা পূর্ববর্তী বছরের বিতরণকৃত ৩৭৭.৯৩ কোটি টাকার তুলনায় শতকরা ২৯.১ ভাগ বেশী।

কৃষি ঋণ আদায়

৫.৫। ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ৫,১৪১.৮৬ কোটি টাকা আদায়যোগ্য ঋণের বিপরীতে আলোচ্য বছরে ৯৭৯.১২ কোটি টাকা বা শতকরা ১৯.০ ভাগ আদায় হয়। ১৯৯২-৯৩ সালে এ আদায়ের হার ছিল শতকরা ১৮.৪ ভাগ। পূর্ববর্তী বছরে আদায়কৃত ৮৬৯.২৩ কোটি টাকার তুলনায় ১৯৯৩-৯৪ সালে আদায়ের পরিমাণ শতকরা ১২.৬ ভাগ বেশী। আলোচ্য বছরের জুন শেষে মোট কৃষি ঋণের স্থিতি পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের ৫,৬৯২.৮৪ কোটি টাকার তুলনায় শতকরা ৯.৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৬,২২২.০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৩-৯৪ সালের ৩০শে জুনে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৩৪৯.৩৬ কোটি টাকা বা শতকরা ৯.১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৪,২০৩.৭২ কোটি টাকায় (মোট ঋণের স্থিতির শতকরা ৬৭.৬ ভাগ এবং মোট আদায়যোগ্য ঋণের শতকরা ৮১.৮ ভাগ) দাঁড়ায়। ১৯৯২-৯৩ এবং ১৯৯৩-৯৪ সালের বার্ষিক কৃষি ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ঋণ বিতরণ ও আদায়ের তুলনামূলক চিত্র ৫.১ নম্বর সারণীতে দেখানো হ'ল।

সারণী-৫.১
১৯৯২-৯৩ এবং ১৯৯৩-৯৪ সালের বার্ষিক কৃষি ঋণ কর্মসূচীর তুলনামূলক অবস্থা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	১৯৯২-৯৩	১৯৯৩-৯৪	বার্ষিক পরিবর্তন বৃদ্ধি (+)/হ্রাস (-)
১	২	৩	৪
১। **বিতরণের কর্মসূচী**	১,৪৭৪.৪১	১,৬৪৩.০৮	+ ১৬৮.৬৭ (+১১.৪৪)
ক) ফসলের অর্থসংস্থান (চা ব্যতীত)	৭২৭.৮৩	৬৭৮.৩৭	- ৪৯.৪৬ (- ৬.৮০)
খ) সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য অর্থসংস্থান	৮৮.৩৮	৪৯.০১	-৩৯.৩৭ (- ৪৪.৫৫)
গ) পশু সম্পদ	১০৪.৯১	১৩৩.৬৩	+ ২৮.৭২ (+২৭.৩৮)
ঘ) অন্যান্য কৃষি কর্মকাণ্ডে অর্থসংস্থান (চা ও মৎস্যসহ)	৫৫৩.২৯	৭৮২.০৭	+২২৮.৭৮ (+৪১.৩৫)
২। **বিতরণ**	৮৪১.৮৫	১,১০০.৭৯	+ ২৫৮.৯৪ (+ ৩০.৭৬)
ক) ফসলে অর্থসংস্থান (চা ব্যতীত)	৩৮২.০৬	৫১৫.১৩	+ ১৩৩.০৭ (+ ৩৪.৮৩)
খ) সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য অর্থসংস্থান	১১.১০	১.৩৭	- ৯.৭৩ (- ৮৭.৬৬)
গ) পশু সম্পদ	৭০.৭৬	৯৬.৪০	+ ২৫.৬৪ (+ ৩৬.২৪)
ঘ) অন্যান্য কৃষি কর্মকাণ্ডে অর্থসংস্থান (চা ও মৎস্যসহ)	৩৭৭.৯৩	৪৮৭.৮৯	+ ১০৯.৯৬ (+ ২৯.১০)
৩। আদায়যোগ্য ঋণ	৪,৭১৯.৯৩	৫,১৪১.৮৬	+ ৪২১.৯৩ (+ ৮.৯৪)
৪। আদায়কৃত ঋণ	৮৬৯.২৩	৯৭৯.১২	+ ১০৯.৮৯ (+ ১২.৬৪)
৫। মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ	৩,৮৫৪.৩৬	৪,২০৩.৭২	+ ৩৪৯.৩৬ (+৯.০৬)
৬। মোট ঋণের স্থিতি	৫,৬৯২.৮৪	৬,২২২.০০	+ ৫২৯.১৬ (+ ৯.৩০)

নোটঃ বন্ধনীর সংখ্যাসমূহ বার্ষিক পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক।

৫.৬। ১৯৯৩-৯৪ সালে বিতরণকৃত মোট কৃষি ঋণের মধ্যে স্বল্প মেয়াদী ঋণ ছিল ৮৮৪.৭১ কোটি টাকা বা মোট বিতরণকৃত ঋণের শতকরা ৮০.৪ ভাগ। ১৯৯২-৯৩ সালে এর পরিমাণ ছিল ৭১০.৯৫ কোটি টাকা বা মোট বিতরণকৃত ঋণের শতকরা ৮৪.৫ ভাগ। অপরদিকে, ১৯৯৩-৯৪ সালে মেয়াদী ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১৯৯২-৯৩ সালের ১৩০.৯০ কোটি টাকার তুলনায় ৮৫.১৮ কোটি টাকা বা শতকরা ৬৫.০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২১৬.০৮ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, যা ছিল মোট বিতরণকৃত ঋণের শতকরা ১৯.৬ ভাগ। আলোচ্য বছরে স্বল্প মেয়াদী ফসল ঋণ (চা ব্যতীত) বিতরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় শতকরা ৩৪.৮ ভাগ এবং চা এর জন্য বিতরণকৃত উৎপাদন ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় শতকরা ১৪.৭ ভাগ। সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয় ও স্থাপনে প্রদত্ত মেয়াদী ঋণের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৯৯৩-৯৪ সালে শতকরা ৮৭.৭ ভাগ হ্রাস পায়। ৫.২ নম্বর সারণীতে মেয়াদ ও প্রকারভেদে কৃষি ঋণ বিতরণের তুলনামূলক চিত্র দেখানো হ'ল।

সারণী- ৫.২

কৃষি ঋণ বিতরণের প্রকারভেদ
(স্বল্প মেয়াদী ও মেয়াদী ঋণ)

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	১৯৯২-৯৩	১৯৯৩-৯৪	পরিবর্তন বৃদ্ধি (+)/হ্রাস (-)
১	২	৩	৪
মোট কৃষি ঋণ বিতরণ	৮৪১.৮৫	১,১০০.৭৯	+ ২৫৮.৯৪ (+৩০.৭৬)
১। স্বল্প মেয়াদী ঋণ	৭১০.৯৫ (৮৪.৪৫)*	৮৮৪.৭১ (৮০.৩৭)*	+ ১৭৩.৭৬ (+ ২৪.৪৪)
ক) ফসল ঋণ (চা ব্যতীত)	৩৮২.০৬	৫১৫.১৩	+১৩৩.০৭ (+ ৩৪.৮৩)
খ) অন্যান্য কৃষি কর্মকাণ্ড	৩২৮.৮৯	৩৬৯.৫৮	+ ৪০.৬৯ (+১২.৩৭)
(১) চা-এর জন্য উৎপাদন ঋণ	১৫৫.২৭	১৭৮.০৭	+ ২২.৮০ (+ ১৪.৬৮)
(২) অন্যান্য ঋণ	১৭৩.৬২	১৯১.৫১	+ ১৭.৮৯ (+ ১০.৩০)
২। মেয়াদী ঋণ	১৩০.৯০[স] (১৫.৫৫)*	২১৬.০৮ (১৯.৬৩)*	+ ৮৫.১৮ (+ ৬৫.০৭)
ক) সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ঋণ	১১.১০	১.৩৭	- ৯.৭৩ (- ৮৭.৬৬)
খ) অন্যান্য কৃষি কর্মকাণ্ডের ঋণ	১১৯.৮০[স]	২১৪.৭১	+ ৯৪.৯১ (+ ৭৯.২২)
১) পশু সম্পদ খাতে ঋণ	৭০.৭৬	৯৬.৪০	+ ২৫.৬৪ (+ ৩৬.২৪)
২) অন্যান্য ঋণ	৪৯.০৪[স]	১১৮.৩১	+ ৬৯.২৭ (+ ১৪১.২৫)

নোটঃ বন্ধনীর সংখ্যাসমূহ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা পরিবর্তনের হার নির্দেশক।
* মোট কৃষি ঋণ বিতরণের শতকরা হার নির্দেশক।
স সংশোধিত।

৫.৭। ১৯৯৩-৯৪ সালে মোট কৃষি ঋণ ও ফসল ঋণ বিতরণের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ৩০.৮ ভাগ ও শতকরা ৩৪.৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১,১০০.৭৯ কোটি টাকা ও ৫১৫.১৩ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অন্যান্য বছরের ন্যায় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ১৯৯৩-৯৪ সালেও এককভাবে কৃষি ঋণের বৃহত্তম উৎস শতকরা ৫৪.৪ ভাগ হিসেবে বিদ্যমান থাকে। আলোচ্য বছরে এ ব্যাংকের ফসল ঋণ বিতরণের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের ১১৪.৭৬ কোটি টাকার তুলনায় শতকরা ৪২.৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৬৩.৯০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ফলে, এ ব্যাংকের বিতরণকৃত মোট কৃষি ঋণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ২৯.২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৩-৯৪ সালে ৫৯৮.৫৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে কৃষি ঋণের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎস ছিল অংশগ্রহণকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ। ১৯৯৩-৯৪ সালে অংশগ্রহণকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের কৃষি ঋণ বিতরণের পরিমান পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ৩১.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৪৫.২৬ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের মত আলোচ্য বছরেও ফসল ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ছিল প্রধান উৎস। ১৯৯৩-৯৪ সালে অংশগ্রহণকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের বিতরণকৃত ফসল ঋণ পূর্ববর্তী বছরের বিতরণকৃত ২০৩.২৪ কোটি টাকা থেকে শতকরা ১৯.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২৪৩.৭৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিতরণের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ৪৩.২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৪৩.৭৯ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ফসল ঋণের ক্ষেত্রে এ ব্যাংকের মোট বিতরণকৃত ঋণ ১৯৯২-৯৩ সালের তুলনায় শতকরা ৭৭.৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে আলোচ্য বছরে ১০৪.১৭ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক/ বিশেষায়িত ব্যাংকের পাশাপাশি দেশের বেসরকারী ও বিদেশী ব্যাংকসমূহ মেয়াদী খাতে কৃষি ঋণ কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করে। ১৯৯৩-৯৪ সালে দেশের বেসরকারী ও বিদেশী ব্যাংকসমূহ পল্লী/কৃষি খাতে নিজস্ব উৎস হতে ঋণ বিতরণের জন্য মোট ১৪৯.৫৯ কোটি টাকার কর্মসূচী গ্রহণ করে। উক্ত কর্মসূচীর বিপরীতে মোট ৮৩.১৭ কোটি টাকা আলোচ্য বছরে বিতরণ করা হয় যা মোট কর্মসূচীর শতকরা ৫৫.৬ ভাগ। ১৯৯৩-৯৪ সালে মোট বিতরণকৃত টাকার মধ্যে ছিলঃ সেচ যন্ত্রপাতি খাতে ০.১১ কোটি, কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে ০.১৭ কোটি, মৎস্য খাতে ৬.৩৭ কোটি, পশু সম্পদ খাতে ০.২০ কোটি ও অন্যান্য খাতে ৭৬.৩২ কোটি টাকা। আলোচ্য বছরে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেডের কৃষি ঋণ বিতরণের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ৬৬.২ ভাগ হ্রাস পেয়ে ১.১৬ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৩-৯৪ সালে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের মোট কৃষি ঋণ বিতরণের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ০.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১২.০৩ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। তবে, ফসল ঋণের ক্ষেত্রে পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের মোট বিতরণকৃত ঋণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ৩৮.৭ ভাগ হ্রাস পেয়ে আলোচ্য বছরে ৩.৩২ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। কৃষি ঋণ বিতরণের উৎস ভিত্তিক পরিসংখ্যান ৫.৩ নম্বর সারণীতে দেখানো হ'ল।

সারণী- ৫.৩

উৎস ভিত্তিক কৃষি ঋণ বিতরণ

(কোটি টাকায়)

ঋণ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ	১৯৯২-৯৩		১৯৯৩-৯৪	
	মোট ঋণ	ফসল ঋণ (চা ব্যতীত)	মোট ঋণ	ফসল ঋণ (চা ব্যতীত)
১	২	৩	৪	৫
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	৪৬৩.৪২	১১৪.৭৬	৫৯৮.৫৫	১৬৩.৯০
	(৫৫.০৫)	(৩০.০৪)	(৫৪.৩৭)	(৩১.৮২)
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	১০০.৪৩	৫৮.৬৪	১৪৩.৭৯	১০৪.১৭
	(১১.৯৩)	(১৫.৩৫)	(১৩.০৬)	(২০.২২)
অংশগ্রহণকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ	২৬২.৬৫	২০৩.২৪	৩৪৫.২৬	২৪৩.৭৪
	(৩১.২০)	(৫৩.২০)	(৩১.৩৬)	(৪৭.৩২)
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	১১.৯২	৫.৪২	১২.০৩	৩.৩২
	(১.৪২)	(১.৪২)	(১.০৯)	(০.৬৪)
বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ	৩.৪৩	—	১.১৬	—
	(০.৪১)		(০.১১)	
মোটঃ	৮৪১.৮৫	৩৮২.০৬	১,১০০.৭৯	৫১৫.১৩

নোটঃ বন্ধনীর সংখ্যাসমূহ সর্বমোট ঋণে সংশ্লিষ্ট ঋণদান প্রতিষ্ঠানের শতকরা অংশ নির্দেশক।
" - " = নেই।

কৃষিঋণ বিভাগের তত্ত্বাবধানাধীন প্রকল্পসমূহ

৫.৮। ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত গ্রামীণ পরিবারবর্গের পুনর্বাসন কর্মসূচীর আওতায় তাদেরকে উৎপাদনশীল কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য ঋণ সহায়তা প্রদান এবং ময়মনসিংহ অঞ্চলে মৎস্য চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কৃষি ঋণ বিভাগের তত্ত্বাবধানে নিম্নোক্ত প্রকল্পদ্বয় পরিচালিত হচ্ছেঃ

ইফাদ সাহায্যপুষ্ট ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত গ্রামীণ পরিবারবর্গের জন্য বিশেষ সাহায্য প্রকল্প (ইফাদ ঋণ নং - ২৮৭ -বিএ)

৫.৯। ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত গ্রামীণ পরিবারবর্গের জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় উৎপাদনশীল কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ফসল উৎপাদন, পশুপালন ও হাঁস-মুরগী উৎপাদন, পুকুরে মৎস্য চাষ, সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয়, নার্সারী স্থাপন ও অকৃষি কর্মকান্ডে ঋণ প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ) এ প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে। এ প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা ও বাঁশখালী থানা এবং কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া ও চকোরিয়া থানার ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রূপালী ব্যাংক লিঃ এর মাধ্যমে ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য মোট ২৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। ৭ই জুলাই, ১৯৯৩ তারিখে সরকার, বাংলাদেশ ব্যাংক ও অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহের মধ্যে সম্পাদিত ঋণ চুক্তিপত্রের আলোকে ব্যাংকসমূহ ৩০শে জুন, ১৯৯৪ পর্যন্ত মাত্র ১.৬৫ কোটি টাকা বিতরণ করে। উল্লেখ্য এ প্রকল্পের মেয়াদ ১৯৯৫ সালের জুন মাসে শেষ হবে।

মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প, ময়মনসিংহ

৫.১০। মৎস্য চাষ সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ডানিডা (DANIDA) সাহায্যপুষ্ট এ প্রকল্পটি ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শুরু হয়েছে এবং প্রথম পর্যায়ে সমাপ্ত হবার তারিখ ছিল ৩০শে জুন, ১৯৯৩। দ্বিতীয় পর্যায়ে এ প্রকল্পটি জুলাই, ১৯৯৩ থেকে শুরু হয়ে দু'হাজার সালের জুন পর্যন্ত চলবে। বর্তমানে ব্রাক (BRAC), জনতা ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক লিঃ ঋণ বিতরণ করছে। এছাড়া ডানিডা কারিগরী সহায়তার পাশাপাশি ঋণ বিতরণ করে থাকে। প্রথম পর্যায়ে ৬টি থানা, যথাঃ গৌরীপুর, মুক্তাগাছা, ফুলবাড়ীয়া, ত্রিশাল, ঈশ্বরগঞ্জ ও ময়মনসিংহ সদরে ঋণ বিতরণ করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও ২০টি থানা এ প্রকল্পের আওতাভুক্ত করা হয়। এ প্রকল্পে প্রথম পর্যায়ে ৮৩.০০ লক্ষ টাকা এবং পরবর্তী পর্যায়ে সম্প্রসারিত এলাকার জন্য ২২.৮৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। এ প্রকল্প ঋণের সুদের হার শতকরা ১৫.০ ভাগ। জুন ৩০, ১৯৯৪ পর্যন্ত এ প্রকল্পের আওতায় মোট ৭৯.৩৫ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয় এবং ৬৪.১৬ লক্ষ টাকা আদায় হয়। উক্ত সময় পর্যন্ত এ প্রকল্পে বকেয়া ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৪.৫৫ লক্ষ টাকা।

কৃষি ঋণ প্রকল্প বিভাগের তত্ত্বাবধানাধীন কর্মসূচী/প্রকল্পসমূহ

৫.১১। পূর্ববর্তী বছরগুলোর ন্যায় ১৯৯৩-৯৪ সালেও বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ প্রকল্প বিভাগ বিদেশী সাহায্যপুষ্ট দেশের নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও তদারকি এবং/অথবা সেগুলোর আওতায় বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে পুনঃঅর্থসংস্থান যোগানের দায়িত্ব পালন করে। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে নিম্নে আলোচনা করা হ'লঃ

চিংড়ি চাষ ঋণ কর্মসূচী

৫.১২। সনাতন পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ ঋণ কর্মসূচীর অধীনে ১৯৯৩-৯৪ সালে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকগুলো ১২.২২ কোটি টাকা বিতরণ ও ১০.২০ কোটি টাকা আদায় করে। ১৯৮০ সালে চালুর পর থেকে ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত এ কর্মসূচীর আওতায় মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৮০.১৯ কোটি টাকা ও ৬৯.৪৫ কোটি টাকা।

কলা চাষ ঋণ কর্মসূচী

৫.১৩। কলা চাষ ঋণ কর্মসূচীটি ১৯৮০ সালে চালু করা হয়। বর্তমানে দেশের ৫৪টি জেলার ১৭৭টি থানায় কর্মসূচীটি চালু রয়েছে। ১৯৯৩-৯৪ সালে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ ১.৩৬ কোটি টাকা বিতরণ ও ০.৭৭ কোটি টাকা আদায় করে। এ কর্মসূচী চালুর পর থেকে ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত মোট ৪.৯২ কোটি টাকা বিতরণ ও ৩.৯২ কোটি টাকা আদায় করা হয়।

বাণিজ্যিক মোরগ-মুরগী (ব্রয়লার) খামার ঋণদান কর্মসূচী

৫.১৪। ১৯৯৩-৯৪ সালে এ কর্মসূচীর অধীনে কোন নতুন ঋণ বিতরণ করা হয়নি। তবে, ১৯৯৩-৯৪ সালে ০.১৭ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়। ১৯৮৩ সালে এ কর্মসূচী চালুর পর থেকে ৩০শে জুন, ১৯৯৪ পর্যন্ত মোট ২৪.৩৯ লক্ষ টাকা বিতরণ ও ২৬.০৮ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়।

পল্লী পরিবহন ঋণ কর্মসূচী

৫.১৫। ১৯৯৩-৯৪ সালে পল্লী পরিবহন ঋণ কর্মসূচীর আওতায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ মোট ০.৭৮ কোটি টাকা বিতরণ এবং ১.৪৬ কোটি টাকা আদায় করে। ১৯৮১ সালে চালুর পর থেকে ৩০শে জুন, ১৯৯৪ পর্যন্ত এ কর্মসূচীর আওতায় মোট ১৮.৩৭ কোটি টাকা বিতরণ ও ৮.৪৮ কোটি টাকা আদায় করা হয়।

লাক্ষা চাষ ঋণ কর্মসূচী

৫.১৬। ১৯৮১ সালে লাক্ষা চাষ ঋণ কর্মসূচীটি চালু করা হয়। ১৯৯৩-৯৪ সালে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ কোন নতুন ঋণ বিতরণ করেনি তবে

০.৫১ লক্ষ টাকা আদায় করে। এ কর্মসূচীর অধীনে শুরু থেকে ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ২.৩৮ লক্ষ টাকা বিতরণ ও ৩.০৬ লক্ষ টাকা আদায় হয়।

উত্তর-পশ্চিম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প এডিবি ঋণ নং- ৬১৫ বিএএন (এসএফ) ও ইফাদ ঋণ নং- ১০০ বিএ

৫.১৭। উত্তর-পশ্চিম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে সোনালী ব্যাংক ১৯৯৩-৯৪ সালে মোট ১.০৯ কোটি টাকা আদায় করে। এ প্রকল্পের কাজ চালুর পর থেকে ১৯৯৪ সালের জুন পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সোনালী ব্যাংককে প্রদত্ত পুনঃঅর্থ সংস্থানের পরিমাণ মোট ১৫.৫২ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। এর বিপরীতে ১৯৯৩-৯৪ সালে মোট আদায় হয় ০.১৮ কোটি টাকা এবং বকেয়ার স্থিতি দাঁড়ায় ১৫.০১ কোটি টাকায়।

দ্বিতীয় মৎস্য চাষ উন্নয়ন প্রকল্প এডিবি ঋণ নং- ৮২১ বিএএন (এসএফ)

৫.১৮। দেশের চিংড়ি ও রুই জাতীয় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের মধ্যে ১৯৮৭ সালের ৩রা নভেম্বর তারিখে ঋণ চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। এর আওতায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহের (অগ্রণী ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং রূপালী ব্যাংক লিঃ) মাধ্যমে ঋণ প্রদানের জন্য ১৬.৭৮১ মিলিয়ন এসডিআর বরাদ্দ করা হয়। অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ ৩০শে জুন, ১৯৯৪ তারিখ পর্যন্ত ৬.০০ কোটি টাকা বিতরণ ও ১.০৩ কোটি টাকা আদায় করে। প্রকল্পটির নির্ধারিত মেয়াদ ১৯৯৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত।

প্রান্তিক চাষী ও ক্ষুদ্র খামার পদ্ধতির মাধ্যমে শস্য নিবিড়করণ প্রকল্প কুড়িগ্রাম (এম, এস, এফ, এস, সি, আই, পি)

৫.১৯। প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষীদের কৃষি ও অকৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে পুষ্টিমান, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্রমান্বয়ে প্রান্তিক চাষী হওয়ার প্রবণতাকে রোধ করা এবং স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল হয়ে বেঁচে থাকতে সহায়তা করার জন্য ইফাদ ও জিটিজেড এর সাহায্যপুষ্ট এপ্রকল্পটি কাজ করে আসছে। কুড়িগ্রাম জেলার ৯টি থানায় সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক এ প্রকল্পের আওতায় ঋণ কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। জুন, ১৯৯৪ পর্যন্ত এ প্রকল্পের আওতায় ১,২২৪টি গ্রুপের মধ্যে ৪.৪৮ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়।

শস্য গুদাম ঋণ প্রকল্প (শগঋপ)

৫.২০। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের ও উৎপাদিত খাদ্যশস্য বাজারজাতকরণ ও গুদামজাতকরণে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৭৮ সালের ৫ই আগস্ট বাংলাদেশ সরকার ও সুইস সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত এক চুক্তি অনুযায়ী ১৯৮৯ সালে পরীক্ষামূলকভাবে বাংলাদেশ সুইস কৃষি প্রকল্প (বাসওয়াপ) এর আওতায় ঋণ বিতরণ শুরু করা হয়। ফসল কাটার মৌসুমে ক্ষুদ্র কৃষকগণ যাতে কম মূল্যে তাদের উৎপাদিত খাদ্যশস্য বিক্রয় করতে বাধ্য না হয়, সেজন্য এ প্রকল্পের আওতায় খাদ্যশস্য গুদামে জমা রেখে তার বিপরীতে স্বল্প মেয়াদী ব্যাংক ঋণ দেয়া হয়। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের ১ম ও ২য় পর্যায়ের সন্তোষজনক বাস্তবায়নের পর প্রকল্পটির ৩য় পর্যায় শুরু হয়। জুলাই, ১৯৯২ হতে প্রকল্পের নাম পরিবর্তন করে শস্য গুদাম ঋণ প্রকল্প (শগঋপ) রাখা হয়। ১৯৯৩-৯৪ সালে রংপুর, দিনাজপুর, নীলফামারী, পঞ্চগড়, গাইবান্ধা, মানিকগঞ্জ, মাগুরা, নড়াইল ও যশোর জেলায় প্রকল্পটির কাজ চলছে। সুইস সরকারের অনুদান ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিলের সমন্বয়ে গঠিত রিভলভিং ফান্ডের বিপরীতে সোনালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক লিঃ, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এ প্রকল্পের আওতায় ঋণ বিতরণ করে আসছে। ১৯৯৩-৯৪ সালে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ০.৯১ কোটি টাকা এবং সুদসহ আদায়ের পরিমাণ ছিল ১.০২ কোটি টাকা, পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ০.৯৬[স] কোটি টাকা ও ১.১২[স] কোটি টাকা। প্রকল্পের শুরু

স সংশোধিত।

থেকে ৩০শে জুন, ১৯৯৪ পর্যন্ত মোট বিতরণ ও সুদসহ আদায় যথাক্রমে ৫.৯৯ কোটি টাকা ও ৫.৬২ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

স্বনির্ভর কর্মসূচী

৫.২১। কোন জামানত ও বন্ধকী ছাড়া সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ বিতরণের লক্ষ্যে প্রথমে ১০টি পুরাতন জেলার ১০টি থানায় ১৯৭৯ সাল থেকে স্বনির্ভর ঋণ কর্মসূচীটি চালু করা হয়। বর্তমানে দেশের ৩৮টি জেলার ১২৪টি থানার ৮৬১টি ইউনিয়নে স্বনির্ভর ঋণ বিতরণের কাজ অব্যাহত আছে। ৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক (সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক ও রূপালী ব্যাংক লিঃ) এবং বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক স্বনির্ভর ঋণ কর্মসূচীর সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। কর্মসূচীর শুরু থেকে ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ মোট ১০৭.২৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ৮৯.০৩ কোটি টাকা আদায় করে। উক্ত সময়ে বকেয়া ও মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮৭.১৭ কোটি টাকা এবং ৭৭.৪৩ কোটি টাকা।

গ্রামীণ ব্যাংক

৫.২২। ১৯৯৩-৯৪ সালে গ্রামীন ব্যাংক ১২টি নতুন শাখা খোলায় এ ব্যাংকের মোট শাখার সংখ্যা ১,০৪২টিতে দাঁড়ায়। ১৯৯৩-৯৪ সালের জুন মাস শেষে ১,৮৬০টি নতুন গ্রাম অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় গ্রামীণ ব্যাংকের আওতায় মোট গ্রামের সংখ্যা ৩৪,৩৮৯ টিতে দাঁড়ায়। ১৯৯৩-৯৪ সালে গ্রামীণ ব্যাংকে মোট ১,২৫৯.৮১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করে, যা পূর্ববর্তী বছরের বিতরণকৃত ৭৭৪.১৯স কোটি টাকার তুলনায় শতকরা ৬২.৮ ভাগ বেশী। আলোচ্য বছরে গ্রামীণ ব্যাংকের আদায়কৃত ঋনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১,০০৮.১৫ কোটি টাকা, যা বিতরণকৃত ঋণের শতকরা ৮০.০ ভাগ। পূর্ববর্তী বছরে আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ ছিল ৫৩৬.৪০স কোটি টাকা, যা মোট বিতরণকৃত ঋণের শতকরা ৬৯.৩ ভাগ। ১৯৭৬ সালের জুন মাসে একটি প্রকল্প হিসেবে কাজ শুরু করার পর থেকে ১৯৯৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংকের জামানতবিহীন ঋণ বিতরণের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ৩,৮০৫.৮৫ কোটি টাকায়, যার বিপরীতে ঋণগ্রহীতাগণ মোট ২,৭৯২.৩৯ কোটি টাকা পরিশোধ করে। গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণগ্রহীতার সংখ্যা যা ১৯৯৩ সালের জুন মাসের শেষে ছিল ১৬.২৫ লক্ষ তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৪ সালের জুন শেষে ১৯.৩০ লক্ষে দাঁড়ায়। উল্লেখ্য যে, এর মধ্যে ১৮.১৬ লক্ষ বা শতকরা ৯৪.১ ভাগ ছিল মহিলা। ১৯৯৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংক গৃহ নির্মাণ ঋণ বাবদ মোট ৪০২.০১ কোটি টাকা এবং প্রযুক্তি ঋণ বাবদ ১৪১.৭০ কোটি টাকা বিতরণ করে। গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণগ্রহীতা সদস্যদের দলীয় তহবিল ও আপৎকালীন তহবিলে মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ ১৯৯২-৯৩ সালের ১৬৪.৫৯স কোটি থেকে শতকরা ৫৮.০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৩-৯৪ সালের জুন মাস শেষে ২৬০.০১ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

৫.২৩। পল্লী অঞ্চলে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গতিসঞ্চার ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে স্বকর্মসংস্থানমূলক উৎপাদনশীল কার্যক্রমে অর্থায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকারের গ্যারান্টির বিপরীতে ১৯৯৩-৯৪ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রামীণ ব্যাংককে ব্যাংক হারে প্রথম দফায় মোট ২৫০.০০ কোটি টাকা প্রদান করে। আলোচ্য বছরে প্রথম দফায় অবমুক্ত টাকার তারিখ ও পরিমাণ নিম্নে দেয়া হ'ল।

অবমুক্তির তারিখ	পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১৫-০৮-৯৩	৭০.০০
১৯-০৯-৯৩	৬০.০০
০৮-১১-৯৩	৬০.০০
৩০-১২-৯৩	৬০.০০
মোট ঃ	২৫০.০০

৫.২৪। গ্রামীণ ব্যাংকের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য বিমোচনমূলক ঋণ কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণের জন্য সরকার গ্রামীণ ব্যাংকের অনুকূলে বাংলাদেশ ব্যাংককে আরও ৬০০.০০ কোটি টাকার নতুন ঋণ প্রদানের জন্য গ্যারান্টি প্রদান করেন। তন্মধ্যে, বাংলাদেশ ব্যাংক ১৫ই মে, ১৯৯৪ তারিখে দ্বিতীয়

স সংশোধিত।

দফায় ২১৫.০০ কোটি টাকা গ্রামীণ ব্যাংককে প্রদান করে। ফলে, ১৯৯৩-৯৪ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গ্রামীণ ব্যাংককে প্রদত্ত ঋণের সর্বমোট পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৬৫.০০ কোটি টাকা।

ব্যাংক শাখা ও সমবায় ব্যাংক/ সমিতিসমূহ পরিদর্শন

৫.২৫। ১৯৯৩-৯৪ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ পরিদর্শন বিভাগ রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের ৯৫৫টি শাখা এবং বিরাষ্ট্রীয়কৃত (যথা উত্তরা ব্যাংক লিঃ, পূবালী ব্যাংক লিঃ ও রূপালী ব্যাংক লিঃ) ব্যাংকের ২০৭টি শাখায় পরিদর্শন কাজ পরিচালনা করে। এছাড়া, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের যথাক্রমে ৩৭১টি ও ১৩৯টি শাখা এবং থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ এর ২৪৫টি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন কাজও আলোচ্য বছরে পরিচালনা করা হয়। উপরন্তু, ১৯৯৩-৯৪ সালে সুদ ভর্তুকির দাবি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন ব্যাংকের আরও ১৫টি শাখা পরিদর্শন করা হয়।

কৃষি খাতে পুনঃঅর্থসংস্থান সুবিধা

৫.২৬। প্রচলিত পুনঃঅর্থসংস্থান নীতিমালার আওতায় ১৯৯৩-৯৪ সালে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (বিকেবি) এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব)-এর অনুকূলে যথাক্রমে ২৮২.৭০ কোটি টাকা এবং ১২২.৭০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থসংস্থান সীমা মঞ্জুর করা হয়। উক্ত মঞ্জুরী সীমা হতে ১৯৯৩-৯৪ সালে মাঠ পর্যায়ে প্রকৃত বিতরণের বিপরীতে বিকেবি ও রাকাব যথাক্রমে ১৫৪.১৪ কোটি টাকা ও ৯৩.১৮ কোটি টাকা উত্তোলন করেছে। আলোচ্য বছরে পুনঃঅর্থসংস্থান দায়ের বিপরীতে বিকেবি এবং রাকাব যথাক্রমে ২৪৯.৭৪ কোটি টাকা ও ৭৬.৭৬ কোটি টাকা পরিশোধ করেছে। ১৯৯৩-৯৪ সালের শেষে বিকেবি এবং রাকাবের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাপ্য পুনঃঅর্থসংস্থান দায়ের স্থিতি যথাক্রমে ১৬০০.৯২ কোটি টাকা এবং ৮০৫.১৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে অর্থসংস্থান

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাসমূহ

৬.১। শিল্পনীতি, ১৯৯১ (সংশোধিত ডিসেম্বর, ১৯৯২) এর আওতায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের উন্নয়নের জন্য ঘোষিত সুবিধাসমূহ প্রদান ১৯৯৩-৯৪ সালেও অব্যাহত থাকে। আলোচ্য বছরে উক্ত খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে ঘোষিত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলো হ'ল ঃ

(ক) সংশোধিত শিল্পনীতি অনুযায়ী পূর্বের ৬টি পোষক সংস্থার স্থলে ৩টি পোষক সংস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে বিসিক, রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় অবস্থিত শিল্পের ক্ষেত্রে বেপজা (BEPZA) এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বোর্ড পোষক হিসেবে কাজ করবে;

(খ) আর্থিক প্রতিষ্ঠান/ব্যাংক কর্তৃক ঋণ মঞ্জুরীকৃত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রকল্পকে বিসিকের কাছে নিবন্ধিত হতে হবে;

(গ) সাব-কন্ট্রাক্টিং শিল্পকে সাহায্য করার জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকসমূহ তাদের নিজস্ব নিয়মানুযায়ী প্রয়োজনীয় তহবিলের সংস্থান করবে। এলাকা নির্বিশেষে এ সব শিল্প প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিদ্যমান সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে;

(ঘ) বস্ত্র খাতের ক্ষুদ্র শিল্পগুলোও ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য প্রযোজ্য সকল সুযোগ-সুবিধা পাবে; এবং

(ঙ) বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন কর্তৃক নিবন্ধিত ইউনিটসমূহকে তাদের কাঁচামাল আমদানীর জন্য অগ্রিম আয়কর প্রদান করতে হবে না।*

৬.২। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশেষ ঋণ কর্মসূচীর অধীনে প্রদেয় প্রতিটি ঋণের সীমা ১৯৯৩-৯৪ সালে ৪ লক্ষ টাকায় অপরিবর্তিত থাকে।

ব্যাংক অব স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ এন্ড কমার্স লিঃ

৬.৩। ১৯৯৩-৯৪ সালের ৩০শে জুনে ব্যাংক অব স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ এন্ড কমার্স বাংলাদেশ লিঃ কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১০৩.২৩ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের স্থিতি ৯৬.০৬ কোটি টাকার তুলনায় ৭.১৭ কোটি টাকা বা শতকরা ৭.৫ ভাগ বেশী। আলোচ্য বছরে উপরোক্ত ঋণের স্থিতির মধ্যে ২৭.৪৬ কোটি টাকা বা শতকরা ২৬.৬ ভাগ ছিল ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে, ২০.৫১ কোটি টাকা বা শতকরা ১৯.৯ ভাগ ছিল মাঝারি শিল্প (Medium Scale Industries) খাতে, ৩৭.৯৯ কোটি টাকা বা শতকরা ৩৬.৮ ভাগ ছিল বাণিজ্যিক (রপ্তানী ও আমদানী) খাতে এবং ১৭.২৭ কোটি টাকা বা শতকরা ১৬.৭ ভাগ ছিল অন্যান্য খাতে। পূর্ববর্তী বছরে একই সময়ে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, মাঝারি শিল্প, বাণিজ্যিক এবং অন্যান্য খাতে বিতরণকৃত ঋণের স্থিতির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৫.২৭ কোটি টাকা বা শতকরা ৩৬.৭ ভাগ, ১৩.৩৬ কোটি টাকা বা শতকরা ১৩.৯ ভাগ, ১৬.৯৫ কোটি টাকা বা শতকরা ১৭.৭ ভাগ এবং ৩০.৪৮ কোটি টাকা বা শতকরা ৩১.৭ ভাগ।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে ঋণ বিতরণ ও বিনিয়োগ

৬.৪। ১৯৯৩-৯৪ সালে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে বিসিকের সেবা ও সহযোগিতায় দেশী এবং বিদেশী বিভিন্ন অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান ও বিদেশী দাতা সংস্থার

* উৎস ঃ বিনিয়োগ বোর্ড।

সহায়তায় মোট ঋণ বিতরণের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের ১৬১.০২ কোটি টাকা থেকে ৫৯.৭৩ কোটি টাকা বা শতকরা ৩৭.১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২২০.৭৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অপরদিকে, আলোচ্য বছরে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ১৯৯২-৯৩ সালের ৩০৮.৪০ কোটি টাকা থেকে ২০১.৬৫ কোটি টাকা বা শতকরা ৬৫.৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৫১০.০৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানাধীন প্রকল্পসমূহ

৬.৫। ১৯৯৩-৯৪ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক তার নিজস্ব কর্মসূচীসহ বিভিন্ন বৈদেশিক ঋণ/অনুদানের আওতায় কতিপয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রকল্পে অর্থসংস্থান ও বাস্তবায়ন কর্মসূচী তদারকির কাজ অব্যাহত রাখে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কর্মসূচীগুলোর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা হ'ল ঃ

(ক) নোরাড (NORAD) অনুদান বিজিডি-০২০ এর অধীনে পুনঃঅর্থসংস্থান

উক্ত অনুদানের অধীনে সোনালী ব্যাংক ও জনতা ব্যাংক কর্তৃক ক্ষুদ্র শিল্প খাতে ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ৩,৩২০টি ক্ষুদ্র প্রকল্পে ঋণ দানের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক মোট ১.৬৮ কোটি টাকার পুনঃঅর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করে। এ ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ৩০শে জুন, ১৯৯৪ তারিখে ঘূর্ণায়মান তহবিলের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১.৬৫ কোটি টাকা।

(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রকল্প ঃ এডিবি (ADB) ঋণ নং- ১০৭০-বি, এ, এন (এসএফ)

১৯৯৩-৯৪ সাল পর্যন্ত উক্ত ঋণ চুক্তির আওতায় এডিবি হতে সর্বমোট ৫৯.৭০ কোটি টাকা উত্তোলন করা হয় এবং ঋণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকগুলো উক্ত সময়কালে ১৫৪টি প্রকল্পে ৭৬.৪৯ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করে এবং ১১৩টি প্রকল্পের জন্য মোট ৫০.৮২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করে। বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিঃ ১৯টি প্রকল্পে ৮.৯৫ কোটি টাকা, ব্যাংক অব স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ এন্ড কমার্স, বাংলাদেশ লিঃ (বেসিক) ১৬টি প্রকল্পে ৬.২৯ কোটি টাকা, আইএফআইসি ব্যাংক লিঃ ৩৩টি প্রকল্পে ১৭.৯৭ কোটি টাকা, ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ ৩৯টি প্রকল্পে ১৪.৪৫ কোটি টাকা এবং ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ ৬টি প্রকল্পে ৩.১৬ কোটি টাকা বিতরণ করেছে। উল্লেখ্য যে, সরকার কর্তৃক ব্যাংক অব স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ এন্ড কমার্স, বাংলাদেশ লিঃ এর দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক ২রা জুলাই, ১৯৯২ তারিখ থেকে উক্ত ব্যাংককে অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান-এর তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়। পরবর্তীতে আগস্ট ১০, ১৯৯৩ তারিখ থেকে বেসিক, বাংলাদেশ লিঃ কে পুনরায় তালিকাভুক্ত করা হয়।

(গ) বেসরকারী খাতে শিল্প ঋণ প্রকল্পঃ আইডিএ ঋণ নং- ২৩৪০- বিডি

১৯৯৩-৯৪ সালে উক্ত ঋণ তহবিল হতে ৫টি প্রকল্প খাতে মোট ১২.১২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। যার মধ্যে, আইএফআইসি ব্যাংক লিঃ ২টি প্রকল্পে মোট ৫.৯৬ কোটি টাকা এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোমোশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী (আইপিডিসি) অব বাংলাদেশ লিঃ ৩টি প্রকল্পে মোট ৬.১৬ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। এ ঋণের আওতায় সরকার আইডিএ এর কাছ থেকে মোট ১০২.০০ কোটি টাকা পাবে।

(ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ঋণ প্রকল্প

ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্প খাতে ঋণ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ৯টি ব্যাংকের (সরকারী ও বেসরকারী) অনুকূলে প্রাথমিক পর্যায়ে মোট ১০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দপূর্বক অগ্রিম প্রদান করে। পরবর্তীতে অর্থায়নের পরিমাণ বৃদ্ধি করে ১৩টি ব্যাংকের অনুকূলে মোট ২৫৬.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়।

(ঙ) স্বেচ্ছায় অবসরগ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের আত্মকর্মসংস্থানমূলক ক্ষুদ্র-উদ্যোগ ঋণ স্কীম

সরকারী/আধাসরকারী/স্বায়ত্তশাসিত/আধাস্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী চাকরি হতে স্বেচ্ছায় অবসরগ্রহণ করেছেন বা করবেন তাঁরা যেন স্বেচ্ছা-অবসর গ্রহণ/ ছাঁটাইয়ের পর শিল্প ইউনিট স্থাপন বা ব্যবসার মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেন সে লক্ষ্যে সরকার ১লা ডিসেম্বর, ১৯৯৩ তারিখ থেকে এ স্কীমটি প্রবর্তন করেছে। উক্ত স্কীমের আওতায় ৪টি তফসিলী ব্যাংককে (বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, ব্যাংক অব স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ এন্ড কমার্স, বাংলাদেশ লিঃ এবং ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিঃ) ঋণ সুবিধা প্রদানের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। সরকার উপরোক্ত স্কীম বাবদ বাংলাদেশ ব্যাংককে ৫০.০০ কোটি টাকার তহবিল প্রদান করেছে।

(চ) ক্ষুদ্র শিল্পে বিনিয়োগকারীদের জন্য ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীম

আলোচ্য বছরে ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে নতুন উদ্যোক্তাগণকে জামানতবিহীন ঋণ প্রদানে উৎসাহিত করার জন্য অংশগ্রহণকারী সকল তফসিলী ব্যাংককে গ্যারান্টি সুবিধা প্রদানের জন্য একটি স্কীম প্রণয়ন করা হয়। এ স্কীমের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক প্রদত্ত সর্বোচ্চ গ্যারান্টির পরিমাণ হবে ২৫.০০ লক্ষ টাকা। এ স্কীমটি ১লা ডিসেম্বর, ১৯৯৩ তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে। এ স্কীমের আওতায় গ্যারান্টি সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংককে ২৫.০০ কোটি টাকা দিয়েছে।

গৃহ নির্মাণ অর্থসংস্থান

বাংলাদেশ গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থা

৭.১। ১৯৯৩-৯৪ সালে বাংলাদেশ গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থা গৃহায়ণ খাতে মোট ১৮১.৯০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করে, পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল ২৬.৮৪[স] কোটি টাকা মাত্র। উল্লেখ্য যে, তহবিলের স্বল্পতাহেতু মে, ১৯৮৯ থেকে জুন, ১৯৯২ পর্যন্ত সংস্থা কর্তৃক ঋণদান কর্মসূচী বন্ধ ছিল। জুলাই, ১৯৯২ থেকে ঋণদান কর্মসূচী পুনরায় চালু হয় এবং সাম্প্রতিককালে সংস্থার পরিশোধিত মূলধন পূর্বেকার ৯.৮৩ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৯৭.২৯ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। এসব কারণে গৃহায়ণ খাতে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় এ বছরে ১৫৫.০৬ কোটি টাকা বা শতকরা ৫৭৭.৭ ভাগ বেশী ঋণের সম্প্রসারণ ঘটে। আলোচ্য বছরে সংস্থা ২,৬৪৫টি ঋণ দরখাস্তের বিপরীতে মোট ২৩৭.৮৫ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করে, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ৫২.১ ভাগ বেশী।

৭.২। ১৯৯৩-৯৪ সালে গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থা মোট ১০৪.০০ কোটি টাকার ঋণ আদায় করে, যা পূর্ববর্তী বছরে আদায়কৃত ৮৭.৬১[স] কোটি টাকার তুলনায় ১৬.৩৯ কোটি টাকা বা শতকরা ১৮.৭ ভাগ বেশী। ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থার বকেয়া ঋণের স্থিতি (সুদসহ) দাঁড়ায় ১,৬৯০.৯৭ কোটি টাকা, পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল ১,৫১২.৭৮[স] কোটি টাকা। ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে এ সংস্থার মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮০.৬৬ কোটি টাকা বা মোট ঋণের স্থিতির শতকরা ১০.৭ ভাগ। ১৯৯৩ সালের ৩০শে জুনে এর পরিমাণ ছিল ৩৪৫.০০ কোটি টাকা বা উক্ত তারিখে মোট ঋণের স্থিতির শতকরা ২২.৮[স] ভাগ।

৭.৩। খেলাপী ঋণগ্রহীতাদের বকেয়া ঋণ সহজ কিস্তিতে আদায়ের সুবিধার্থে এবং নিয়মিত ঋণ পরিশোধকারীদের উৎসাহিত করার জন্য কর্পোরেশন অক্টোবর, ১৯৯৩ হতে ঋণের কিস্তি পুনঃনির্ধারণ (রিসিডিউলিং) সহ নিম্নবর্ণিত সুবিধাদি প্রদান করছেঃ

(ক) খেলাপী কিস্তির সংখ্যার ভিত্তিতে ৭০% হতে ৯০% পর্যন্ত দণ্ড সুদ মওকুফ;

(খ) খেলাপী ঋণ গ্রহীতাদের অনাদায়ী ঋণ পুনঃনির্ধারিত কিস্তিতে ঋণের অবশিষ্ট মেয়াদে পরিশোধের সুযোগ;

(গ) নিয়মিত কিস্তি পরিশোধকারীদের উৎসাহিত করার জন্য বার্ষিক সুদের উপর ৫% ইনসেনটিভ প্রদান (গ্রহীতার হিসাবে জমা করা);

(ঘ) এককালীন ঋণ পরিশোধকারীদের জন্য ঋণ ভোগের সময় প্রকার ভেদে সুদের ব্যালেন্সের উপর ৫% হতে ২০% এবং ৫% হার সুদের ঋণের ক্ষেত্রে ১৫% হতে ৫০% রিবেট সুবিধা প্রদান; এবং

(ঙ) দণ্ড সুদের প্রথা সম্পূর্ণরূপে রহিত করা হয়েছে, তবে ১২টি কিস্তির অধিক বকেয়া হলে বকেয়া আসলের উপর ২% হারে অতিরিক্ত সুদ চার্জের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ডিবেঞ্চার বিক্রির মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থার অর্থ সংগ্রহ

৭.৪। ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ এবং সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের নিকট ডিবেঞ্চার বিক্রির মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থা মোট ১,৪৪৭.০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করে। এর মধ্যে, ৯১.২৫ কোটি টাকা পরিশোধ করায় ১৯৯৪

স সংশোধিত।

সালের ৩০শে জুনে স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৩৫৫.৭৫ কোটি টাকা। ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থার ডিবেঞ্চারে বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থ যোগানের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৬৮.৮৫ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ২৬.০ ভাগ বেশী।

বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কর্তৃক গৃহ নির্মাণে অর্থসংস্থান

৭.৫। আবাসিক গৃহ ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণ কার্যক্রম ১৯৯৩-৯৪ সালেও অব্যাহত থাকে। ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক, বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বাংলাদেশে কার্যরত বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কর্তৃক গৃহ নির্মাণ খাতে প্রদত্ত বকেয়া ঋণের স্থিতির পরিমাণ ৯৩০.৫৬ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, পূর্ববর্তী বছরের জুন শেষে যার পরিমাণ ছিল ৮১১.৮১ কোটি টাকা। একই তারিখে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের গৃহায়ণ খাতে বকেয়া ঋণের স্থিতি ৬৩১.৬৮ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, পূর্ববর্তী বছরের জুন শেষে যার পরিমাণ ছিল ৫৫৩.২২ কোটি টাকা। ১৯৯৪ সালের জুন শেষে বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের গৃহায়ণ খাতে বকেয়া ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৮৬.৯৫ কোটি টাকা, পূর্ববর্তী বছরের জুন শেষে এর পরিমাণ ছিল ২৫১.৬৮ কোটি টাকা। বাংলাদেশে কার্যরত বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের উক্ত খাতে বকেয়া ঋণের স্থিতির পরিমাণ ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে ১০.৯৩ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, পূর্ববর্তী বছরের জুন শেষে যার পরিমাণ ছিল ৬.৯১ কোটি টাকা।

সরকারী অর্থসংস্থান

জাতীয় বাজেট ও রাজস্ব নীতির মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

৮.১। ১৯৯৩-৯৪ সালের বাজেট, সম্পদের দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং প্রতিযোগিতামূলক ও মুক্ত অর্থনৈতিক পরিমন্ডল সৃষ্টির মাধ্যমে বাজারমুখীন ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত একটি গতিশীল অর্থাবস্থা গড়ে তোলার সার্বিক লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রণয়ন করা হয়। এ সার্বিক লক্ষ্য অর্জনে বাজেটে যে সমস্ত বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয় সেগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ আর্থিক খাতকে পূর্বের তুলনায় আরো উদারীকরণ, মধ্য মেয়াদী কৌশল হিসেবে ১৯৯৩-৯৪ সালে মোট দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশে উন্নীত করে পরবর্তীতে ৭ শতাংশে উন্নীতকরণ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের জন্য কর ব্যবস্থার সংস্কার ও কর প্রশাসন শক্তিশালীকরণ, বিদ্যমান আইনের জটিলতা দূরীকরণ ও শুল্ক আইনের সংশোধন, মূলধন বাজারের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় আইনগত সংস্কারসহ একটি যথোপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠাকরণ, রপ্তানী বাণিজ্য উন্নয়নে রপ্তানী-ভিত্তি বহুমুখীকরণ, বেসরকারী খাতের বিনিয়োগকে উৎসাহিতকরণ, বৈদেশিক লেনদেনের হিসাবকে চাপমুক্ত করার লক্ষ্যে জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধির মাধ্যমেই বর্ধিত হারে বিনিয়োগে অর্থায়নের ব্যবস্থাকরণ, শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য 'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য' শীর্ষক পাইলট প্রকল্প গ্রহণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন, উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য নিরসনের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে সমাজের দুঃস্থ জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক ও আর্থিক ন্যায় বিচার নিশ্চিতকরণ এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সামাজিক খাতের দ্রুত উন্নয়ন সাধন।

১৯৯৩-৯৪ সালের বাজেট

৮.২। ১৯৯৩-৯৪ সালের প্রাক্কলিত বাজেটে মোট রাজস্ব আয় ও ব্যয় ধরা হয়েছিল যথাক্রমে ১২,৩৩৫.০০ কোটি টাকা এবং ৯,৩০০.০০ কোটি টাকা, যাতে রাজস্ব উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩,০৩৫.০০ কোটি টাকা। প্রধান খাতসমূহ থেকে প্রাক্কলিত হিসাবের তুলনায় রাজস্ব প্রাপ্তি হ্রাসের ফলে সংশোধিত বাজেটে রাজস্ব আয় ৫৫.০০ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ১২,২৮০.০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অন্যদিকে, অপ্রত্যাশিত ব্যয় খাতে, অভ্যন্তরীণ ঋণের উপর সুদ খাতে, শিক্ষা খাতে, রাজস্ব আদায় সম্পর্কিত কার্যক্রম খাতে ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় রাজস্ব ব্যয় ১৫০.০০ কোটি টাকা কমে ৯,১৫০.০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ফলে, সংশোধিত বাজেটে উদ্বৃত্তের পরিমাণ প্রাক্কলিত উদ্বৃত্ত ৩,০৩৫.০০ কোটি টাকার তুলনায় ৯৫.০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৩,১৩০.০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

৮.৩। ১৯৯৩-৯৪ সালের প্রাক্কলিত বাজেটের তুলনায় সংশোধিত বাজেটে বর্ধিত রাজস্ব প্রাপ্তির প্রধান খাতসমূহ ছিলঃ সম্পূরক শুল্ক ২১৫.০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১,২৯০.০০ কোটি টাকা, তার ও টেলিফোন বোর্ডের রাজস্ব ৭৯.০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৫৯.০০ কোটি টাকা, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহের লভ্যাংশ ৩৫.০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৪১৫.০০ কোটি টাকা, কর ব্যতীত অন্যান্য প্রাপ্তি ৩৩.০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৫.০০ কোটি টাকা, সাধারণ প্রশাসন ও অন্যান্য সেবামূলক কার্যক্রম থেকে আয় ২১.০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২২০.০০ কোটি টাকা, অর্থনৈতিক কার্যক্রম থেকে আয় ১৫.০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৬৩.০০ কোটি টাকা, অন্যান্য কর ও শুল্ক ১০.০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৫৫.০০ কোটি টাকা, যমুনা ব্রীজ সারচার্জ ও লেভী ৮.০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৫৮.০০ কোটি টাকা, নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প থেকে আয় ৫.০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৩৫৫.০০ কোটি টাকা, সমাজ ও সমাজকল্যাণ কার্যক্রম থেকে আয় ৩.০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৯৩.০০ কোটি টাকা এবং কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম থেকে আয় ১.০০

কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৬৯.০০ কোটি টাকা। অপরপক্ষে, রাজস্ব আয় হ্রাসপ্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য খাতসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলঃ মূল্য সংযোজন কর ২২০.০০ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ২,৭৭৫.০০ কোটি টাকা, আয়কর ১৬৫.০০ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ১,৭৩৫.০০ কোটি টাকা, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের লভ্যাংশ ৬৬.০০ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ৪১৮.০০ কোটি টাকা, সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ প্রাপ্তি ১৫.০০ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ৫০.০০ কোটি টাকা, পরিবহন ও যোগাযোগ ২.০০ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ৪৩.০০ কোটি টাকা।

৮.৪। ১৯৯৩-৯৪ সালের সংশোধিত বাজেটে বর্ধিত রাজস্ব ব্যয় বরাদ্দের প্রধান খাতসমূহ হ'লঃ সমাজ ও সমাজকল্যাণ কার্যক্রম ৫৯.০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৭২৭.০০ কোটি টাকা, অবসর ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি ৪৯.০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৩৭০.০০ কোটি টাকা, কৃষি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ক কার্যক্রম ও পানি সম্পদ ৪১.০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৩৯৩.০০ কোটি টাকা, ভর্তুকি ৩৯.০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২৪২.০০ কোটি টাকা, বৈদেশিক ঋণের উপর সুদ ২৯.০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৫৪৯.০০ কোটি টাকা, পুলিশ প্রশাসন ২৪.০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৪৯.০০ কোটি টাকা, সাহায্য, মঞ্জুরী ও চাঁদা ১১.০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৩৫.০০ কোটি টাকা, সরকারের অংগসমূহ (Organs of Government) ১১.০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৬৯.০০ কোটি টাকা, প্রতিরক্ষা ১০.০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১,৬৩৪.০০ কোটি টাকা, সাধারণ অর্থনৈতিক বিষয়াবলী ১০.০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৯৮.০০ কোটি টাকা, হিসাব নিরীক্ষা ৮.০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৫৭.০০ কোটি টাকা, সচিবালয় ৭.০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৮১.০০ কোটি টাকা, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ৭.০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৬০৭.০০ কোটি টাকা, সাধারণ প্রশাসন, জনশৃংখলা ও নিরাপত্তা (পুলিশ, বিডিআর ব্যতীত) ৬.০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২৫৩.০০ কোটি টাকা, শিল্প, খনিজ ও বিদ্যুৎ ৪.০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬.০০ কোটি টাকা এবং বৈদেশিক বিষয়াবলী ৪.০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১০৬.০০ কোটি টাকা।

১৯৯৩-৯৪ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী

৮.৫। ১৯৯৩-৯৪ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর (এডিপি) জন্য ৯,৭৫০.০০ কোটি টাকার বাজেট ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। পরবর্তীতে, তা সংশোধিত বাজেটে ১৫০.০০ কোটি টাকা বা শতকরা ১.৫ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৯,৬০০.০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। এ উন্নয়ন কর্মসূচী অর্থায়নে সংশোধিত বাজেটে বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির পরিমাণ ৩৫৯.০০ কোটি টাকা বা শতকরা ৫.৫ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৬,১৬০.০০ কোটি টাকায় দাঁড়াবে বলে ধরা হয়। অপরদিকে, অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের উৎসসমূহের মধ্যে বর্ধিত রাজস্ব উদ্বৃত্ত, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার নিজস্ব সম্পদ এবং মূলধন হিসাব থেকে যথাক্রমে ৩,১৩০.০০ কোটি টাকা, ১৯৬.০০ কোটি টাকা, ৭৮.০০ কোটি টাকাসহ মোট ৩,৪৪০.০০ কোটি টাকা আসবে বলে ধরা হয়। অবশ্য, অভ্যন্তরীণ সম্পদের উৎস থেকে প্রাপ্ত সম্পদের কিয়দংশ খাদ্য বাজেটের ২১০.০০ কোটি টাকা ঘাটতি পূরণে দেখানো হয়। এর ফলে সংশোধিত উন্নয়ন কর্মসূচীতে নীট্ অভ্যন্তরীণ অর্থসংস্থান ৩,২৪৪.০০ কোটি টাকায় দাঁড়াবে বলে ধরা হয়।

১৯৯৪-৯৫ সালের প্রাক্কলিত বাজেট

৮.৬। ১৯৯৪-৯৫ সালের বিদ্যমান করের ভিত্তিতে প্রাক্কলিত বাজেটে ১৩,৬৩৭.০০ কোটি টাকার রাজস্ব আয় এবং ৯,৯৪৮.০০ কোটি টাকার রাজস্ব ব্যয় ধরে ৩,৬৮৯.০০ কোটি টাকার উদ্বৃত্ত দেখানো হয়েছে। আলোচ্য বাজেটে কর এবং কর বহির্ভূত উৎস থেকে প্রাক্কলিত আয়ের পরিমাণ ধরা হয় যথাক্রমে ১০,৬২৫.০০ কোটি টাকা এবং ৩,০১২.০০ কোটি টাকা। আলোচ্য বছরের বাজেটে কর খাতে প্রধান প্রাপ্তির উৎসসমূহের মধ্যে রয়েছেঃ আমদানী-রপ্তানী শুল্ক ৩,২০০.০০ কোটি টাকা, মূল্য সংযোজন কর ২,৯৬৫.০০ কোটি টাকা, আয়কর ১,৯০০.০০ কোটি টাকা, সম্পূরক শুল্ক ১,৪২৫.০০ কোটি টাকা, নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প

৪০০.০০ কোটি টাকা, আবগারী শুল্ক ১৯০.০০ কোটি টাকা এবং অন্যান্য কর ও শুল্ক ১৭০.০০ কোটি টাকা। কর বহির্ভূত প্রধান প্রাপ্তির উৎসসমূহের মধ্যে রয়েছে ঃ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানসমূহের লভ্যাংশ ৬৭২.০০ কোটি টাকা, তার ও টেলিফোন বোর্ড (নীট) ৫২০.০০ কোটি টাকা, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহের লভ্যাংশ ৪৭৫.০০ কোটি টাকা, সুদ আয় ৪০০.০০ কোটি টাকা, কর ব্যতীত অন্যান্য প্রাপ্তি ৩৭৫.০০ কোটি টাকা, সাধারণ প্রশাসন ও অন্যান্য কার্যক্রম ২৩১.০০ কোটি টাকা, অর্থনৈতিক কার্যক্রম ১৬৮.০০ কোটি টাকা, সমাজ ও সমাজকল্যাণ কার্যক্রম ১০৩.০০ কোটি টাকা। আলোচ্য বাজেটে মোট রাজস্ব ব্যয়ের মধ্যে সর্বাধিক বরাদ্দ দেয়া হয়েছে শিক্ষা খাতে ১,৮৭৬.০০ কোটি টাকা, এর পরেই প্রতিরক্ষা খাত ১,৮২৪.০০ কোটি টাকা, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ৬৬৫.০০ কোটি টাকা, সমাজ ও সমাজকল্যাণ কার্যক্রম ৬৫৭.০০ কোটি টাকা, অভ্যন্তরীণ ঋণের উপর সুদ ৫৯৬.০০ কোটি টাকা, বৈদেশিক ঋণের উপর সুদ ৫৫২.০০ কোটি টাকা, পুলিশ প্রশাসন ৪৭৬.০০ কোটি টাকা, কৃষি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ক কার্যক্রম ও পানি সম্পদ ৪২৩.০০ কোটি টাকা, অবসর ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি ৪০০.০০ কোটি টাকা, অপ্রত্যাশিত ব্যয় ৩৯৮.০০ কোটি টাকা, রাজস্ব আদায় সম্পর্কিত কার্যক্রম ২৮০.০০ কোটি টাকা, সাধারণ প্রশাসন, জনশৃংখলা ও নিরাপত্তা (পুলিশ, বিডিআর ব্যতীত) ২৭১.০০ কোটি টাকা, পরিবহন ও যোগাযোগ (রেলপথ, তার ও টেলিফোন এবং ডাক বিভাগ ব্যতীত) ২৪৫.০০ কোটি টাকা, প্রশাসন সংক্রান্ত সাধারণ কার্যক্রম ২৩৯.০০ কোটি টাকা, বাংলাদেশ রাইফেলস (বি, ডি, আর) ২১৬.০০ কোটি টাকা, ভর্তুকি ১৭৩.০০ কোটি টাকা, সাহায্য, মঞ্জুরী ও চাঁদা ১৪১.০০ কোটি টাকা, বৈদেশিক বিষয়াবলী ১১৮.০০ কোটি টাকা এবং অন্যান্য খাত ৩৯৮.০০ কোটি টাকা।

৮.৭। ১৯৯৪-৯৫ সালের প্রাক্কলিত বাজেটের উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে রয়েছেঃ জিডিপি'র শতকরা ৬ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জন; মূল্যস্ফীতি এবং রাজস্ব ঘাটতি সীমিত রাখা; বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস; দেশীয় সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং স্বয়ম্ভরতা অর্জনে সহায়ক পদক্ষেপগ্রহণ; অপচয় এবং অদক্ষতা দূরীকরণের লক্ষ্যে আর্থিক ও সরকারী খাতে সংস্কার কার্যক্রম সুসংহতকরণ; বৈদেশিক খাতকে টিকিয়ে রাখার শক্তি বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন ও অর্থনীতিকে প্রতিযোগিতামূলককরণ; মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টা জোরদারকরণ; এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণে মহিলাদের উৎসাহিতকরণ, অর্থনীতির বহির্মুখী ধারা সুসংহতকরণ এবং জনসংখ্যা স্ফীতি রোধকরণ।

মূল্য সংযোজন কর (VAT) এবং সম্পূরক শুল্ক

৮.৮। একটি আধুনিক যুগোপযোগী ও উন্নত কর ব্যবস্থা প্রবর্তন, অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ জোরদারকরণ এবং কর-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১লা জুলাই, ১৯৯১ থেকে মূল্য সংযোজন কর (VAT) এবং সম্পূরক শুল্ক প্রবর্তন করা হয়। ১৯৯১-৯২ সালে কয়েকটি ক্ষেত্র ব্যতীত বিক্রয় ও আবগারী শুল্কের বিকল্প হিসেবে করযোগ্য প্রায় সকল পণ্য ও সেবা খাতকে মূল্য সংযোজন করের আওতায় আনা হয়। কিন্তু, মূল্য সংযোজন করের প্রয়োগ কেবলমাত্র আমদানী ও উৎপাদন স্তরে সীমাবদ্ধ থাকায় এ ব্যবস্থার রেয়াত পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে কার্যকর করা হচ্ছিল না। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে বাধ্যতামূলকভাবে মূল্য সংযোজন কর প্রয়োগ করে এ সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। এর বিকল্প হিসেবে স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতাদের নিবন্ধনের সুযোগ দিয়ে কর রেয়াত পদ্ধতি কার্যকর করার প্রস্তাব বাজেটে রাখা হয়। টার্নওভার কর ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মধ্যে বৈষম্য ছিল। কুটির শিল্প ১৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক বিক্রয়ের উপর কোন কর দিত না। ক্ষুদ্র শিল্প ৭.৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক বিক্রয়ের উপর শতকরা ২ ভাগ হারে টার্নওভার কর দিত। এ বৈষম্য হ্রাস করার লক্ষ্যে কুটির শিল্প বহির্ভূত অন্যান্য স্বল্প পুঁজির ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রেও বিক্রয়ের সীমা ৭.৫০ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৫.০০ লক্ষ টাকায় নির্ধারণ করা হয়। ১৯৯৪-৯৫ সালের বাজেটে একই সংগে মাঠ পর্যায়ে টার্নওভারের আওতাভুক্ত ক্ষুদ্র শিল্পসমূহের টার্নওভারের মাত্রা নির্ধারণে জটিলতা এবং শিল্পোদ্যোক্তা ও কর প্রশাসনের মধ্যে

ভুল বুঝাবুঝি দূর করার জন্য একটি টার্নওভার কর নির্ধারণ কমিশন গঠনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এছাড়া, ১৯৯৪-৯৫ সালের বাজেটে আয়তন ও প্রকৃতি নির্বিশেষে প্রসাধনী, পিভিসি পাইপ, সুপার এনামেল্ড তার ও ফাইবার গ্লাসের আসবাবপত্রের ক্ষেত্রে সকল প্রতিষ্ঠানকেই মূল্য সংযোজন কর প্রদান করতে হবে। এ কটি পণ্যের ক্ষেত্রে কুটির শিল্পের জন্য আলাদা কোন সুবিধা থাকবে না। ১৯৯৪-৯৫ সালের বাজেটে শুল্ক প্রয়োগযোগ্য তালিকার ৩৪১টি পণ্যের ওপর থেকে সম্পূরক শুল্ক সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে অনভিপ্রেত মদ ও মদজাতীয় দ্রব্যসহ কিছু নতুন পণ্য যোগ করে কেবলমাত্র ১৩১টি পণ্যের ওপর সম্পূরক শুল্ক আরোপিত হবে। ১৯৯৩-৯৪ সালের প্রাক্কলিত বাজেটে মূল্য সংযোজন কর এবং সম্পূরক শুল্ক খাত হতে রাজস্ব প্রাপ্তির পরিমাণ যথাক্রমে ২,৯৯৫.০০ কোটি টাকা এবং ১,০৭৫.০০ কোটি টাকা ধরা হয়েছিল। ১৯৯৪-৯৫ সালের প্রাক্কলিত বাজেটে উপরোক্ত দু'টি খাত হতে রাজস্ব প্রাপ্তির পরিমাণ যথাক্রমে ২,৯৬৫.০০ কোটি টাকা এবং ১,৪২৫.০০ কোটি টাকা হবে বলে ধরা হয়েছে।

১৯৯৪-৯৫ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী

৮.৯। ১৯৯৪-৯৫ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর (এডিপি) জন্য প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ১১,০০০.০০ কোটি টাকা, যা ১৯৯৩-৯৪ সালের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ৯,৬০০.০০ কোটি টাকার তুলনায় ১,৪০০.০০ কোটি টাকা বা শতকরা ১৪.৬ ভাগ বেশী। মোট ব্যয়ের প্রধান প্রধান খাত ভিত্তিক বরাদ্দ হ'লঃ পরিবহন ১,৭৯৫.৭০ কোটি টাকা (শতকরা ১৬.৩ ভাগ), শিক্ষা ও ধর্ম ১,৫৬৬.১১ কোটি টাকা (শতকরা ১৪.২ ভাগ), বিদ্যুৎ ১,৩০৭.৭২ কোটি টাকা (শতকরা ১১.৯ ভাগ), বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি সম্পদ ৯৬০.৩৫ কোটি টাকা (শতকরা ৮.৭ ভাগ), কৃষি ৬৮১.০০ কোটি টাকা (শতকরা ৬.২ ভাগ), পল্লী উন্নয়ন ৬৩৬.০০ কোটি টাকা (শতকরা ৫.৮ ভাগ), ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন ৬১২.০০ কোটি টাকা (শতকরা ৫.৬ ভাগ), জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা ৫২০.০০ কোটি টাকা (শতকরা ৪.৭ ভাগ), স্বাস্থ্য ৩৭৩.৪৬ কোটি টাকা (শতকরা ৩.৪ ভাগ), তেল, গ্যাস এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ৩৫৭.৫৯ কোটি টাকা (শতকরা ৩.৩ ভাগ), অ-বরাদ্দকৃত থোক বরাদ্দ ৩৩৪.৫৬ কোটি টাকা (শতকরা ৩.০ ভাগ), যোগাযোগ ৩৩০.৬০ কোটি টাকা (শতকরা ৩.০ ভাগ), শিল্প ১৮৯.৯২ কোটি টাকা, (শতকরা ১.৭ ভাগ), সমাজ কল্যাণ, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন ১৮২.৭৬ কোটি টাকা (শতকরা ১.৬ ভাগ), ঢাকা মহানগর বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (থোক) ১৬০.০০ কোটি টাকা (শতকরা ১.৫ ভাগ), থানাসমূহর জন্য উন্নয়ন সহায়তা ১৫০.০০ কোটি টাকা (শতকরা ১.৪ ভাগ), আমদানী-রপ্তানী শুল্ক ও বিক্রয় কর (থোক) ১৫০.০০ কোটি টাকা (শতকরা ১.৪ ভাগ)এবং অন্যান্য খাতে মোট ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ৬৯২.২৩ কোটি টাকা (শতকরা ৬.৩ ভাগ)। ১৯৯৪-৯৫ সালে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ধরা হয়েছে ৬,৮৩০.০০ কোটি টাকা বা মোট বরাদ্দের শতকরা ৬২.১ ভাগ। পূর্ববর্তী বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে এর পরিমাণ ছিল ৬,১৬০.০০ কোটি টাকা বা মোট বরাদ্দের শতকরা ৬৪.২ ভাগ।

সরকারের ঋণ

শতকরা ৯ ভাগ সুদযুক্ত বাংলাদেশ সরকার ঋণ- ২০০২

৮.১০। বার্ষিক শতকরা ৯ ভাগ সুদযুক্ত বাংলাদেশ সরকার ঋণ-২০০২ এর স্থিতির পরিমাণ ১৯৯৪ সালের জুন শেষে পূর্ববর্তী বছরের ৬৩.৭৫ কোটি টাকায় অপরিবর্তিত থাকে।

শতকরা ৭ ভাগ সুদযুক্ত অ-ব্যাংক ট্রেজারী বিল

৮.১১। বার্ষিক শতকরা ৭ ভাগ সুদযুক্ত অ-ব্যাংক ট্রেজারী বিলের স্থিতির পরিমাণ ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে ৩৮৭.৩৭ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৩ সালের ৩০শে জুনে এর পরিমাণ ছিল ৫৫.৭২ কোটি টাকা এবং এর সুদের হার ছিল শতকরা ৮.৫ ভাগ।

ব্যাংক বহির্ভূত বিনিয়োগকারীদের জন্য "ন্যাশনাল বন্ড"

৮.১২। ব্যাংক বহির্ভূত বিনিয়োগকারীদের জন্য মেয়াদোত্তীর্ণ "ন্যাশনাল বন্ড"এর স্থিতির পরিমাণ ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে পূর্ববর্তী বছরের ০.৪২ কোটি টাকায় অপরিবর্তিত থাকে।

শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত "ইনকাম ট্যাক্স বন্ড"

৮.১৩। বাংলাদেশী নাগরিক ও সংস্থা কর্তৃক ধারণকৃত সাবেক পাকিস্তান সরকারের শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত পুনঃবৈধকরণকৃত " ইনকাম ট্যাক্স বন্ড" এর স্থিতির পরিমাণ ১৯৯৪ সালের জুন শেষে পূর্ববর্তী বছরের ০.৭৬ কোটি টাকায় অপরিবর্তিত থাকে।

জিপি নোট/ স্টক সার্টিফিকেট

৮.১৪। বাংলাদেশী নাগরিক ও সংস্থার কাছে মূল্য পরিশোধের জন্য অপেক্ষমাণ সাবেক পাকিস্তান ও তার প্রাদেশিক সরকার প্রবর্তিত এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক দায় স্বীকৃত শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত প্রতিরক্ষা বন্ড সহ জিপি নোট/স্টক সার্টিফিকেট এর স্থিতির পরিমাণ ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে পূর্ববর্তী বছরের ৩০শে জুন শেষের ২.২৯ কোটি টাকায় অপরিবর্তিত থাকে।

শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত "নন-নেগোশিয়েবল বন্ড"

৮.১৫। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের সাবেক শেয়ার মালিকদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত "নন- নেগোশিয়েবল বন্ড" এর স্থিতির পরিমাণ ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে পূর্ববর্তী বছরের ০.৪০ কোটি টাকায় অপরিবর্তিত থাকে।

শতকরা ৮ ভাগ সুদযুক্ত "সেভিংস বন্ড"

৮.১৬। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ১০০ টাকা অচল ঘোষিত নোটের বিপরীতে ইস্যুকৃত শতকরা ৮ ভাগ সুদযুক্ত "সেভিংস বন্ড" এর স্থিতির পরিমাণ ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে ১৯৯৩ সালের জুন শেষের ০.১১ কোটি টাকায় অপরিবর্তিত থাকে।

২ বছর মেয়াদী বিশেষ ট্রেজারী বন্ড

৮.১৭। ২ বছর মেয়াদী বিশেষ ট্রেজারী বন্ডের বিপরীতে সরকার কর্তৃক গৃহীত ঋণের বকেয়া স্থিতি ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে পূর্ববর্তী বছরের ০.৯৩ কোটি টাকায় অপরিবর্তিত থাকে।

শতকরা ৪ ভাগ সুদযুক্ত ১ বছর মেয়াদী ট্রেজারী বন্ড- ১৯৯৪

৮.১৮। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক, বাংলাদেশ গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থা এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের বিনিয়োগযোগ্য তহবিলে সহায়তাদানের লক্ষ্যে তাদের অনুকূলে ১৯৯৩ সালের ২রা মে শতকরা ৪ ভাগ সুদযুক্ত ১ বছর মেয়াদী ট্রেজারী বন্ড বাবদ ১৭৫.০০ কোটি টাকার বন্ড ইস্যু করা হয়। ১৯৯৪ সালের ২রা মে উক্ত বন্ডের মেয়াদ পূর্ণতা লাভ করায় বন্ডে বিনিয়োগ-কারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ১৭৫.০০ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়।

সুদবিহীন বিশেষ ট্রেজারী বন্ড

৮.১৯। সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক এবং রূপালী ব্যাংক লিঃ এর পুনঃমূলধনীকরণ ও সরকারী পাওনার বিপরীতে ১৯৯৩ সালের ৩০শে জুনে ইস্যুকৃত সুদবিহীন ১,৫০০.০০ কোটি টাকার ১ বছর মেয়াদী বিশেষ ট্রেজারী বন্ড সরকার ১২ই অক্টোবর, ১৯৯৩ তারিখে প্রত্যাহার করে।

শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত ২ বছর মেয়াদী ট্রেজারী বন্ড- ১৯৯৫

৮.২০। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক, বাংলাদেশ গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থা এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক এর বিনিয়োগযোগ্য তহবিলে সহায়তাদানের লক্ষ্যে তাদের অনুকূলে

১৯৯৩ সালের ১৫ই জুলাই, শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত ২ বছর মেয়াদী ১৫০.০০ কোটি টাকার ট্রেজারী বন্ড ইস্যু করায় ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুন তারিখে উক্ত ট্রেজারী বন্ডের স্থিতির পরিমাণ ১৫০.০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত ৩ বছর মেয়াদী (টি এন্ড টি) ট্রেজারী বন্ড- ১৯৯৬

৮.২১। ১,৩০,০০০ ডিজিটাল টেলিফোন লাইন স্থাপনের জন্য অর্থায়নের লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালের ২৯শে ডিসেম্বর বিভিন্ন ব্যাংকের অনুকূলে বার্ষিক শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত ৩ বছর মেয়াদী (টি এন্ড টি) ট্রেজারী বন্ড নামে ২৭৫.০০ কোটি টাকার ট্রেজারী বন্ড ইস্যু করায় ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে উক্ত বন্ডের স্থিতির পরিমাণ ২৭৫.০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত ১৫ বছর মেয়াদী ট্রেজারী বন্ড- ২০০৮

৮.২২। সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক এবং রূপালী ব্যাংক লিঃ এর কৃষি ঋণ মওকুফজনিত ঘাটতি এবং মূলধন ও সঞ্চিতির ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালের ১৬ই অক্টোবর উক্ত ব্যাংকসমূহকে ৫০০.০০ কোটি টাকা মূল্যমানের শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত ১৫ বছর মেয়াদী ট্রেজারী বন্ড ইস্যু করায় ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে স্থিতির পরিমাণ ৫০০.০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

২৫ বছর মেয়াদী ট্রেজারী বন্ড- ২০১৮

৮.২৩। পাট খাতে প্রদত্ত ঋণ অবসায়নের বিপরীতে সহায়তাদানের লক্ষ্যে সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক লিঃ, উত্তরা ব্যাংক লিঃ এবং পূবালী ব্যাংক লিঃ এর অনুকূলে ১৯৯৩ সালের ১লা নভেম্বর ৫৯৩.২৯ কোটি টাকা মূল্যমানের ২৫ বছর মেয়াদী ট্রেজারী বন্ড ইস্যু করা হয়। ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে উক্ত বন্ডের স্থিতির পরিমাণ ৫৯০.৯৯ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত ৩ বছর মেয়াদী বি, এস, আর, এস ট্রেজারী বন্ড-১৯৯৭

৮.২৪। বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থাকে পুনর্গঠন এবং লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরকরণের লক্ষ্যে ১৯৯৪ সালের ১৬ই এপ্রিল বিভিন্ন ব্যাংকের অনুকূলে ১৭৫.০০ কোটি টাকা মূল্যমানের শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত ৩ বছর মেয়াদী (বি, এস, আর, এস) ট্রেজারী বন্ড ইস্যু করায় ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে স্থিতির পরিমাণ ১৭৫.০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

সুদবিহীন ট্রেজারী বন্ড

৮.২৫। পাট খাতে প্রদত্ত অন্তর্বর্তীকালীন চলতি মূলধনের লোকসান পুনর্ভরণের জন্য সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক লিঃ এবং উত্তরা ব্যাংক লিঃ এর অনুকূলে ১৯৯৪ সালে ৩০শে জুনে ৫৫০.০০ কোটি টাকা মূল্যমানের সুদবিহীন ট্রেজারী বন্ড ইস্যু করায় ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে এ খাতে স্থিতির পরিমাণ ৫৫০.০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

২৫ বছর মেয়াদী ট্রেজারী বন্ড- ২০১৯

৮.২৬। পাট খাতে প্রদত্ত ঋণ অবসায়নের বিপরীতে সহায়তাদানের লক্ষ্যে সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক এবং রূপালী ব্যাংক লিঃ এর অনুকূলে ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে ৪০৯.৮০ কোটি টাকা মূল্যমানের ২৫ বছর মেয়াদী ট্রেজারী বন্ড ইস্যু করায় ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে স্থিতির পরিমাণ ৪০৯.৮০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

সুদবিহীন ট্রেজারী বন্ড

৮.২৭। কৃষি ঋণ মওকুফজনিত ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক এর অনুকূলে ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে ৪০৯.০০ কোটি টাকা মূল্যমানের সুদবিহীন ট্রেজারী বন্ড ইস্যু করায় ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে এ খাতে স্থিতির পরিমাণ ৪০৯.০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ড

৮.২৮। ১৯৯৩-৯৪ সালে বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ড এর নীট্ বিক্রয়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২০১.৯০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৫৭.৭২ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে উক্ত বন্ডের বিক্রয় এবং ভাঙ্গানোর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২১৪.১৮ কোটি টাকা এবং ১২.২৮ কোটি টাকা। ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ডের উপর সুদের হার স্থায়ী আমানতের উপর সুদের হারের চেয়ে অনেক বেশী হওয়ায় এবং ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ডের ব্যাপক প্রচারণাহেতু ওয়েজ আর্নারবৃন্দ কর্তৃক উক্ত বন্ডের অধিক হারে বিনিয়োগ করার আগ্রহবোধের কারণে বিগত বছরের তুলনায় আলোচ্য বছরে ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ডে বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

৮ বছর মেয়াদী প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র

৮.২৯। ব্যাংকিং সেক্টর, ডাকঘর ও সঞ্চয় ব্যুরোর মাধ্যমে প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্রের সর্বমোট নীট্ বিক্রয়ের পরিমাণ জুন, ১৯৯৩ শেষের ৮৮৯.০২ কোটি টাকা থেকে ৫৭৭.২৫ কোটি টাকা বা শতকরা ৬৪.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে ১,৪৬৬.২৭ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৩-৯৪ সালে প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্রের বিক্রয় ও ভাঙ্গানোর পরিমাণ যথাক্রমে ৭০৪.৬০ কোটি টাকা এবং ৫৭৭.২৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

৬ বছর মেয়াদী বোনাস সঞ্চয় পত্র

৮.৩০। ব্যাংকিং সেক্টর, ডাকঘর ও সঞ্চয় ব্যুরোর মাধ্যমে বোনাস সঞ্চয় পত্রের সর্বমোট নীট্ বিক্রয়ের পরিমাণ জুন, ১৯৯৩ শেষের ৭৪.৬৬ কোটি টাকা থেকে ১৭.৭২ কোটি টাকা বা শতকরা ২৩.৭ ভাগ হ্রাস পেয়ে ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে ৫৬.৯৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে বোনাস সঞ্চয়পত্র ভাঙ্গানোর পরিমাণ ১৭.৭২ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। উল্লেখ্য, বোনাস সঞ্চয় পত্রের বিক্রয় ৩রা জুন, ১৯৯২ তারিখ থেকে বন্ধ করে দেয়া হয়।

৫ বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র

৮.৩১। ব্যাংকিং সেক্টর, ডাকঘর ও সঞ্চয় ব্যুরোর মাধ্যমে ৫ বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয় পত্রের সর্বমোট নীট্ বিক্রয়ের পরিমাণ ১৯৯৩ সালের জুন শেষের ৬৯৪.৫১ কোটি টাকা থেকে ৫১৩.৯৫ কোটি টাকা বা শতকরা ৭৪.০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে জুন, ১৯৯৪ শেষে ১,২০৮.৪৬ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৩-৯৪ সালে ৫ বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র বিক্রয় ও ভাঙ্গানোর পরিমাণ যথাক্রমে ৬৪৩.৯১ কোটি টাকা এবং ১২৯.৯৬ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

৩ বছর মেয়াদী সঞ্চয়পত্র

৮.৩২। ব্যাংকিং সেক্টর, ডাকঘর ও সঞ্চয় ব্যুরোর মাধ্যমে ৩ বছর মেয়াদী সঞ্চয় পত্রের সর্বমোট নীট্ বিক্রয়ের পরিমাণ জুন, ১৯৯৩ শেষের ১,২৭৬.৩৭ কোটি টাকা থেকে ৩০০.৬৪ কোটি টাকা বা শতকরা ২৩.৬ ভাগ হ্রাস পেয়ে ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে ৯৭৫.৭৩ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৩-৯৪ সালে ৩ বছর মেয়াদী সঞ্চয়পত্র বিক্রয় ও ভাঙ্গানোর পরিমাণ যথাক্রমে ৩২৪.০৩ কোটি টাকা এবং ৬২৪.৬৭ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। উল্লেখ্য, ১৯৯৩ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর হতে ৩ বছর মেয়াদী সঞ্চয় পত্রের বিক্রয় বন্ধ করে দেয়া হয়।

বাংলাদেশ প্রাইজ বন্ড

৮.৩৩। ১০ টাকা মূল্যমানের প্রাইজ বন্ডের সর্বমোট নীট্ বিক্রয়ের পরিমাণ জুন, ১৯৯৩ শেষের ১৪.৩৩ কোটি টাকা থেকে ৩.২১ কোটি টাকা বা শতকরা ২২.৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে ১৭.৫৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৩-৯৪ সালে ১০ টাকা মূল্যমানের প্রাইজ বন্ডের বিক্রয় ও ভাঙ্গানোর পরিমাণ যথাক্রমে ১১.১৭ কোটি টাকা এবং ৭.৯৬ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। উল্লেখ্য, ১৯৭৪ সালে ১০ টাকা মূল্যমানের প্রাইজ বন্ড চালুর পর থেকে ৩০শে জুন, ১৯৯৪

পর্যন্ত ৭৯টি সিরিজে একক অভিন্ন ড্র পদ্ধতিতে প্রতি দু'মাস অন্তর বন্ডের ১১৬টি ড্র অনুষ্ঠিত হয়।

৮.৩৪। ৫০ টাকা মূল্যমানের প্রাইজ বন্ডের সর্বমোট নীট বিক্রয়ের পরিমাণ জুন, ১৯৯৩ শেষের ৬১.১৭ কোটি টাকা থেকে ১২.৫০ কোটি বা শতকরা ২০.৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে ৭৩.৬৭ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে ৫০ টাকা মূল্যমানের প্রাইজ বন্ডের বিক্রয় ও ভাঙ্গানোর পরিমাণ যথাক্রমে ৩৩.৩৪ কোটি টাকা এবং ২০.৮৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। উল্লেখ্য, ১৯৮৫ সালে ৫০ টাকা মূল্যমানের প্রাইজ বন্ড চালুর পর থেকে ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ২৯টি সিরিজে একক অভিন্ন ড্র পদ্ধতিতে দু'মাস অন্তর এ বন্ডের ৫২টি ড্র অনুষ্ঠিত হয়।

৮.৩৫। বাংলাদেশ প্রাইজ বন্ডের ৫০ টাকা ও ১০ টাকা মূল্যমানের দু'টি সিরিজে নীট বিক্রয়ের মোট পরিমাণ জুন, ১৯৯৩ শেষের ৭৫.৫০ কোটি টাকা থেকে ১৫.৭১ কোটি টাকা বা শতকরা ২০.৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে ৯১.২১ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

৩ বছর মেয়াদী জাতীয় বিনিয়োগ বন্ড

৮.৩৬। ১৯৯৩ সালের ডিসেম্বরে চালুকৃত ৩ বছর মেয়াদী জাতীয় বিনিয়োগ বন্ডের মোট বিক্রয়ের পরিমাণ ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে 'ক' শ্রেণী ৯৩০.৬৩ কোটি টাকা এবং 'খ' শ্রেণী ১.৪৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী নাগরিকদের নিকট বিভিন্ন সঞ্চয়পত্র বিক্রয় প্রসংগে

৮.৩৭। নভেম্বর, ১৯৭৯ ও অক্টোবর, ১৯৮০ থেকে যথাক্রমে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও যুক্তরাজ্যে জনতা ব্যাংক ও সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে সঞ্চয়পত্র ও প্রাইজবন্ড বিক্রয়ের প্রথা চালু হয়। ১৯৯৪ সালের জুন শেষে উক্ত দেশসমূহে সঞ্চয়পত্র ও প্রাইজবন্ড বিক্রয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ১.০২ লক্ষ টাকা এবং ৫.০৩ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়।

Net Sale — 1144 (J–M)
928

বহির্বাণিজ্য ও লেনদেন ভারসাম্য

বাণিজ্যের ভারসাম্য*

৯.১। ১৯৯৩-৯৪ সালে দেশের বহির্বাণিজ্যের ভারসাম্যে (দৃশ্যমান রপ্তানী-দৃশ্যমান আমদানী) ঘাটতি হ্রাস পরিলক্ষিত হয়। বহির্বাণিজ্যের ঘাটতির পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৯৯৩-৯৪ সালে ৩১.০ মিলিয়ন ডলার হ্রাস পেয়ে ১,৬৫৭.০ মিলিয়ন ডলারে (৬,৬৬৮.৪ কোটি টাকায়) দাঁড়ায়। ১৯৯৩-৯৪ সালে আমদানী ব্যয় ১২০.০ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ২.৯ ভাগ বৃদ্ধি সত্ত্বেও রপ্তানী আয় পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৫১.০ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ৬.৩ ভাগ বৃদ্ধি পাওয়ায় বহির্বাণিজ্যের ভারসাম্য ঘাটতির পরিমাণ হ্রাস পায়। ১৯৯৩-৯৪ সালে রপ্তানী আয় ও আমদানী ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২,৫৩৪.০ মিলিয়ন ডলার ও ৪,১৯১.০ মিলিয়ন ডলার, যেখানে ১৯৯২-৯৩ সালে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২,৩৮৩.০ মিলিয়ন ডলার ও ৪,০৭১.০স মিলিয়ন ডলার। বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যের সার্বিক পরিস্থিতি পরিশিষ্টের ১২ নম্বর সারণীতে দেয়া হয়েছে।

আমদানী ব্যয়

৯.২। ১৯৯৩-৯৪ সালে আমদানী ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬,৭৬৬.০[১] কোটি টাকা যা ১৯৯২-৯৩ সালের আমদানী ব্যয় ১৫,৯৩৩.৯স কোটি টাকার তুলনায় ৮৩২.১ কোটি টাকা বা শতকরা ৫.২** ভাগ বেশী। লেনদেনের প্রকার অনুযায়ী আলোচ্য সালে নগদ (এস,ই,এম/ ওয়েজ আর্নার্সসহ), বিনিময় ও বিশেষ বাণিজ্য এবং ধার/ঋণ/অনুদানের আওতায় আমদানীর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১১,৯৫৮.৫ কোটি টাকা (শতকরা ৭১.৩ ভাগ), ১৪৬.৩ কোটি টাকা (শতকরা ০.৯ ভাগ) এবং ৪,৬৬১.২ কোটি টাকা (শতকরা ২৭.৮ ভাগ)। ১৯৯২-৯৩ এবং ১৯৯৩-৯৪ সালের প্রধান প্রধান খাতে আমদানী ব্যয়ের পরিমাণ পরিশিষ্টের ১৪ নম্বর সারণীতে দেয়া হয়েছে।

আমদানী নীতি ও কর্মসূচী

৯.৩। সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সঙ্গতি রেখে একটি উদার, সহজতর ও বর্তমান সময়োপযোগী নীতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে দেশের দ্বিতীয় দ্বিবার্ষিক আমদানী নীতি ১৯৯৩-৯৫ প্রণয়ন করা হয়। দ্বিবার্ষিক আমদানী নীতি ১৯৯৩-৯৫ এর আওতায় ১৯৯৩-৯৪ সালের জন্য আমদানী ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয় ১২,৫০০.০ কোটি টাকা (৩,১২৪.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার),যা ১৯৯২-৯৩ সালের লক্ষ্যমাত্রা ১০,৫০০.০ কোটি টাকার (২,৬৯৩.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) তুলনায় শতকরা ১৯.০ ভাগ বেশী। আমদানীর জন্য ১৯৯৩-৯৪ সালে উপরোক্ত ব্যয় বরাদ্দের খাতওয়ারী বন্টন ছিলঃ শিল্প খাত ৬,৩৮৯.২ কোটি টাকা, বাণিজ্যিক খাত ৪,৬১০.৮ কোটি টাকা এবং পি, ও, এল ১,৫০০.০ কোটি টাকা।

৯.৪। আমদানী ব্যবস্থাকে সহজতর ও উদারভিত্তিক করার লক্ষ্যে দ্বিবার্ষিক আমদানী নীতি ১৯৯৩-৯৫ এর আওতায় ঘোষিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিম্নে দেয়া হ'লঃ

১। ভিন্নতরভাবে উল্লেখিত না হলে, নিয়ন্ত্রণ তালিকা বহির্ভূত যে কোন পণ্য অবাধে

---

* উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক ও রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো।

১ এতে যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের বিদেশী ঠিকাদারদেরকে অগ্রিম হিসেবে প্রদত্ত ৯৯.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ অর্থ অন্তর্ভুক্ত আছে।

** ডলারের হিসেবে আমদানী ব্যয় শতকরা ২.৯ ভাগ বেশী।

স সংশোধিত।

আমদানীযোগ্য হবে, তবে স্থানীয় কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বিশেষ কোন পণ্যের আমদানী নিষিদ্ধ করা হলে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পোষক/ট্যারিফ কমিশন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্যের বিষয়টি কঠোরভাবে মনিটর করবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান যদি নির্ধারিত পরিমাণ উৎপাদন, পণ্যের গুণগত মান ও সন্তোষজনক মূল্য রক্ষায় ব্যর্থ হয় তাহলে উপরোক্ত কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে আমদানীর ক্ষেত্রে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা যেতে পারে;

২। সরকারী খাতের আমদানীকারকদের অবাধে আমদানীযোগ্য কোন পণ্য আমদানীর জন্য কোন কর্তৃপক্ষের 'আর, ও, আর' (Right of Refusal) ভিত্তিক অনাপত্তিগ্রহণের প্রয়োজন নেই। তবে, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট অনুমোদিত প্রকল্পের জন্য নিষিদ্ধ/শর্তযুক্ত পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা সম্বলিত আমদানীতব্য পণ্যের বিবরণ, পরিমাণ/সংখ্যা, মূল্য ও এইচ, এস, কোড নম্বর উল্লেখ সাপেক্ষে আমদানী ও রপ্তানী প্রধান নিয়ন্ত্রকের অনুমতির প্রয়োজন হবে। অন্যভাবে নির্ধারণ করা না হলে, বেসরকারী খাতে আমদানীর জন্য পণ্য জাহাজীকরণের পূর্বে পরিদর্শন বাধ্যতামূলক হবে না;

৩। কোন পণ্য আমদানীর জন্য আমদানী লাইসেন্স প্রয়োজন হবে না। তাছাড়া, ঋণপত্র না খুলে এল, সি, এ ফরমের মাধ্যমে সাইট ড্রাফট অথবা ইউজেন্স বিলের ভিত্তিতে পুস্তক, জার্নাল, ম্যাগাজিন ও সাময়িকী এবং বাংলাদেশ থেকে মূল্য পরিশোধ করে বার্ষিক অনধিক ২,৫০০.০ মার্কিন ডলার মূল্যের যে কোন আমদানীযোগ্য পণ্য আমদানী করা যাবে;

৪। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিধিবদ্ধ পদ্ধতির ভিত্তিতে বিলম্বিত মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে অথবা সরবরাহকারী ঋণের বিপরীতে মালামাল আমদানীযোগ্য হবে;

৫। অর্থের উৎস নির্বিশেষে ৩১-১০-৯৩ তারিখ পর্যন্ত খোলা ঋণপত্রের বিপরীতে ০.৭৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত এবং পরবর্তী সময়ে খোলা ঋণপত্রের বিপরীতে ১.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূল্যের পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে এল,সি,এ/ পারমিট ফিস প্রদান করার প্রয়োজন হবে না;

৬। সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী একই শ্রেণীর আমদানীকারকগণ তাঁদের সুবিধামত এক বা একাধিক দলে যৌথভাবে পণ্য আমদানী করতে পারবেন;

৭। আমদানীকারক হিসেবে নিবন্ধিত নয় এমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র তাঁদের ব্যবহারের জন্য কোনরূপ অনুমতি ব্যতীত সর্বোচ্চ ২,০০০.০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত আমদানীযোগ্য পণ্য নগদ বৈদেশিক মুদ্রায় আমদানী করতে পারবেন। তবে, ৫,০০০.০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে আঞ্চলিক আমদানী নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের এবং তদূর্ধ্ব পরিমাণ মূল্যের পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে প্রধান নিয়ন্ত্রকের পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে;

৮। আমদানী নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াই প্রবাসী বাংলাদেশী পেশাজীবিগণ (ডাক্তার, প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী ইত্যাদি) বিদেশে উপার্জিত নিজ অর্থ হতে মূল্যসীমা নির্বিশেষে নিজ পেশাগত কর্মের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আমদানী করতে পারবেন;

৯। রপ্তানীমুখী শিল্প স্থাপনের উদ্দেশ্যে এবং দেশের অনুন্নত/স্বল্পোন্নত এলাকায় শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের আমদানীর ক্ষেত্রে এল,সি,এ/ আই,পি ফিস মওকুফের জন্য প্রধান নিয়ন্ত্রক, আমদানী ও রপ্তানী দপ্তরের অনুমোদন প্রয়োজন হবে না। এরূপ ক্ষেত্রে এল,সি,এ/আই,পি ফিস সরাসরি শুল্ক কর্তৃপক্ষ মওকুফ করবেন;

১০। বাণিজ্যিক আমদানীকারকগণ নিয়ন্ত্রণ তালিকা বহির্ভূত সকল শিল্পের কাঁচামাল, মোড়ক সামগ্রী ও খুচরা যন্ত্রাংশ অবাধে আমদানী করতে পারবেন;

১১। নিবন্ধিত স্থানীয় ইনডেন্টর কর্তৃক জারীকৃত ইনডেন্ট অথবা বিদেশী উৎপাদনকারী/বিক্রেতা/সরবরাহকারী কর্তৃক জারীকৃত প্রোফর্মা ইনভয়েসের বিপরীতে ঋণপত্র প্রতিষ্ঠা করা যাবে; এবং

১২। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রণীত নীতিমালার আলোকে নিশ্চয়কৃত ও অপ্রত্যাহারযোগ্য ঋণপত্রের ভিত্তিতে তৈরী পোশাক রপ্তানীর জন্য বন্ডেড-অয়্যার-হাউজ পদ্ধতির অধীনে পরিচালিত স্বীকৃত তৈরী পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণের কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী (নিয়ন্ত্রণ তালিকাভুক্ত পণ্যসহ) আমদানীর সুযোগ প্রদান করা হবে।

৯.৫। ১৯৯৩-৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত ঋণপত্রের* মূল্য দাঁড়ায় ১২,৬৮৫.৩ কোটি টাকা যা আমদানী লক্ষ্যমাত্রার শতকরা ১০১.৫ ভাগ। পূর্ববর্তী বছরে প্রতিষ্ঠিত ঋণপত্রের মূল্য ছিল ১০,৮২৫.৬ কোটি টাকা। আলোচ্য বছরে প্রতিষ্ঠিত ঋণপত্রের খাতওয়ারী বন্টন ছিলঃ শিল্প খাত ৪,৮৪২.৫ কোটি টাকা(শতকরা ৩৮.২ ভাগ), বাণিজ্যিক খাত ৬,৩০৫.৭ কোটি টাকা (শতকরা ৪৯.৭ ভাগ) এবং পি,ও,এল খাত ১,৫৩৭.১ কোটি টাকা (শতকরা ১২.১ ভাগ)।

রপ্তানী আয়**

৯.৬। ১৯৯৩-৯৪ সালে রপ্তানী আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০,০৯৭.৬ কোটি টাকা, যা ছিল ১৯৯২-৯৩ সালের অর্জিত ৯,২৫৭.৫ কোটি টাকার তুলনায় ৮৪০.১ কোটি টাকা বা শতকরা ৯.১@ ভাগ বেশী। প্রধানত তৈরী পোশাক খাত থেকে রপ্তানী আয়ের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির ফলেই আলোচ্য সালে রপ্তানী আয় বৃদ্ধি পায়। এ খাতে রপ্তানী আয় পূর্ববর্তী বছরের ৫,৬১৪.০ কোটি টাকা হতে ৫৮৫.৮ কোটি টাকা বা শতকরা ১০.৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৬,১৯৯.৮ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯২-৯৩ এবং ১৯৯৩-৯৪ সালে প্রধান প্রধান খাতে রপ্তানী আয়ের পরিমাণ পরিশিষ্টের ১৩ নম্বর সারণীতে দেয়া হয়েছে।

রপ্তানী নীতি ও কর্মসূচী

৯.৭। দেশের রপ্তানী আয় ও আমদানী ব্যয়ের মধ্যে বিদ্যমান ব্যবধান দ্রুত সংকোচন, রপ্তানী পণ্যের বহুমুখীকরণ, পণ্যের গুণগতমান উন্নয়নের মাধ্যমে অধিকতর বাজারোপযোগীকরণ, আগ্রহী উদ্যোক্তাগণকে রপ্তানীমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠায় আকৃষ্টকরণ, রপ্তানী বাজার সম্প্রসারণ, সুসংহতকরণ এবং নতুন বাজার সৃষ্টি ইত্যাদি লক্ষ্যকে সামনে রেখে দ্বিবার্ষিক রপ্তানী নীতি ১৯৯৩-৯৫ ঘোষণা করা হয়। ১৯৯৩-৯৫ সময়কালের জন্য ঘোষিত দ্বিবার্ষিক রপ্তানী নীতিতে ১৯৯৩-৯৪ সালের জন্য ১১,৬০০.০ কোটি টাকার (২,৯০০.০ মিলিয়ন ডলার) রপ্তানী লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী ১৯৯৩-৯৪ সালে রপ্তানীকৃত পণ্যের মূল্য দাঁড়ায় ১০,০৯৭.৬ কোটি টাকা (২,৫৩৪.০ মিলিয়ন ডলার), যা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় শতকরা ১৩.০ ভাগ কম হলেও পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত রপ্তানী আয় ৯,২৫৭.৫ কোটি টাকার (২,৩৮৩.০ মিলিয়ন ডলার) চেয়ে ৮৪০.১ কোটি টাকা বা শতকরা ৯.১ ভাগ বেশী।

৯.৮। দ্বিবার্ষিক রপ্তানী নীতি ১৯৯৩-৯৫ এর আওতায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলো নিম্নে দেয়া হ'ল ঃ

১। বাণিজ্য মেলা ব্যতীত অন্যান্য সময়ে রপ্তানী পণ্যের নমুনা বিদেশে প্রেরণের ক্ষেত্রে বার্ষিক আর্থিক সীমা এক হাজার টাকা হতে দু'হাজার টাকায় বৃদ্ধিকরণ;

---

* উৎস ঃ আমদানী ও রপ্তানী প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর।
** উৎস ঃ রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো।
@ ডলারের হিসেবে রপ্তানী আয় শতকরা ৬.৩ ভাগ বেশী।

২। প্রতিযোগিতার স্বার্থে ইপিজেড (EPZ) বহির্ভূত শতকরা ১০০ ভাগ রপ্তানীমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে (সতর্কতামূলক ব্যবস্থাধীনে) শুল্কমুক্ত মূলধন যন্ত্রপাতি আমদানীর ক্ষেত্রে ইপিজেড-এ অবস্থিত শিল্পসমূহে প্রদত্ত অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা প্রদান;

৩। দেশে স্থাপিত ফিনিশড্ চামড়াজত পণ্য উৎপাদনকারী শিল্পে উৎপাদন ক্ষমতার পরিপূর্ণ ব্যবহারের লক্ষ্যে কাঁচা চামড়া উৎপাদন ও রপ্তানীকারী প্রতিষ্ঠানকে যথাযথ ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান সাপেক্ষে শুল্কমুক্তভাবে কাঁচা চামড়া আমদানীর সুযোগ প্রদান;

৪। তৈরী পোশাক, হোসিয়ারী পণ্য এবং বিশেষায়িত বস্ত্র রপ্তানীর অনুকূলে এফওবি মূল্যের শতকরা ১৫ ভাগ বিকল্প নগদ আর্থিক সুবিধা প্রদানের বিরাজমান ব্যবস্থার আওতায় তাঁত শিল্পজাত পণ্য রপ্তানীকেও অন্তর্ভুক্তকরণ, নগদ আর্থিক সহায়তার পরিমাণ শতকরা ২৫ ভাগে উন্নীতকরণ এবং প্রত্যক্ষ রপ্তানীকারকদের পরিবর্তে পরোক্ষ রপ্তানীকারক হিসেবে বস্ত্র উৎপাদন/সরবরাহকারীদের অনুকূলে উক্ত সুবিধা প্রদান;

৫। হিমায়িত খাদ্য, চা ও চামড়া রপ্তানীর ক্ষেত্রে রপ্তানী ঋণ প্রাপ্তির জন্য ফার্ম কন্ট্রাক্ট/ঋণপত্র দাখিলের শর্ত শিথিলকরণের এবং চলতি মূলধনকে রপ্তানী ঋণ হিসেবে বিবেচনা করে রেয়াতী সুদ হারে পরিশোধের সময়সীমা ১৮০ দিনের পরিবর্তে ২৭০ দিনে বর্ধিতকরণ;

৬। সরকারের রপ্তানী-চালিত (Export-led) উন্নয়ন কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে উদার বাজার অর্থনীতি প্রবর্তনের সুবিধার্থে টাকাকে সম্পূর্ণ রূপান্তরযোগ্যকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

৭। সরকার সৃষ্ট রপ্তানী উন্নয়ন তহবিলের সুবিধার আওতায় ক্রাশ প্রোগ্রামভুক্ত ১২টি পণ্যসহ অন্যান্য নতুন অপ্রচলিত পণ্যের উন্নয়ন, বহুমুখীকরণ, বাজার উপযোগীকরণ এবং বিপণন ক্ষেত্রে উৎপাদক/ রপ্তানীকারকদের অনুকূলে সাহায্য/ সহায়তা প্রদান;

৮। সিআইএস দেশসমূহে বাংলাদেশী পণ্যের রপ্তানীর সম্ভাবনা, বাজারের পরিধি ও পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে প্রস্তাবিত ক্রেডিট লাইনটি ৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে বৃদ্ধি করে ২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে নির্ধারণ;

৯। দেশীয় শিল্পের স্বার্থে বিঘ্নের সৃষ্টি না হয়, এরূপ পণ্য যথাঃ তৈরী পোশাক/বস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য সকল পণ্যকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক কেইস-টু-কেইস ভিত্তিতে দেশে পণ্য আমদানীপূর্বক অথবা সরাসরি এক দেশ থেকে অন্য দেশে পুনঃরপ্তানীর অনুমোদন প্রদান;

১০। অপ্রচলিত খাতের রপ্তানীকারকগণকে পণ্য জাহাজীকরণের পর বিশেষ রেয়াতী হারে অগ্নি ও নৌ-বীমা প্রিমিয়াম প্রদানের ব্যবস্থাকরণ;

১১। প্রচ্ছন্ন রপ্তানীর পরিধি ব্যাপক ভিত্তিক করে এর অধীনে রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে পণ্য সরবরাহ এবং "টার্ণ কি" যথা ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস কন্ট্রাক্ট, কনসালটিং সার্ভিসেস কন্ট্রাক্ট এবং বিভিন্ন কনস্ট্রাকশন কন্ট্রাক্টের ন্যায় "প্রকল্প রপ্তানী" কে অন্তর্ভুক্তকরণ; এবং

১২। দেশে রপ্তানীমুখী শিল্পের দ্রুত প্রসার এবং উদ্যোক্তাদেরকে অধিকতর উৎসাহ প্রদানকল্পে শিল্প নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ট্যাক্স হলিডে সুবিধা প্রদান।

প্রধান রপ্তানী পণ্যসমূহ*
প্রচলিত রপ্তানী পণ্য
কাঁচা পাট

৯.৯। ১৯৯৩-৯৪ সালে ১০.০৯ লাখ বেল কাঁচা পাট রপ্তানী থেকে আয় হয়েছে ২২৭.২ কোটি টাকা

* উৎস : রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো।

(৫৭.০ মিলিয়ন ডলার) যা ১৯৯২-৯৩ সালে ১৩.৫৬ লাখ বেল কাঁচা পাট রপ্তানী থেকে অর্জিত ২৮৮.৮ কোটি টাকা (৭৪.৩ মিলিয়ন ডলার) এবং আলোচ্য বছরে এ খাতে রপ্তানী আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৩১৩.৮ কোটি টাকার (৮০.০ মিলিয়ন ডলার) তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ২১.৩ ভাগ ও শতকরা ২৭.৬ ভাগ কম। আন্তর্জাতিক বাজারে পাটের মূল্য সামান্য বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও পাটের বিকল্প হিসেবে কৃত্রিম তন্তু অব্যাহতভাবে অধিক পরিমাণে ব্যবহারের ফলে ১৯৯২-৯৩ সালের তুলনায় আলোচ্য বছরে কাঁচা পাট রপ্তানীর পরিমাণ কম হওয়ায় এ খাতে রপ্তানী আয় হ্রাস পায়।

পাটজাত দ্রব্য

৯.১০। ১৯৯৩-৯৪ সালে ৫.০ লাখ টন পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী থেকে আয় হয়েছে ১,১৩০.৯ কোটি টাকা (২৮৪.০ মিলিয়ন ডলার) যা ১৯৯২-৯৩ সালে ৫.০ লাখ টন পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী থেকে অর্জিত ১,১৩৫.৯ কোটি টাকার (২৯২.০ মিলিয়ন ডলার) তুলনায় শতকরা ০.৪ ভাগ কম। আন্তর্জাতিক বাজারে পাটজাত দ্রব্যের দামে কিছুটা হ্রাস প্রাপ্তি এবং সেই সাথে পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী ও রপ্তানীকারী প্রতিযোগী দেশসমূহের তুলনায় বাংলাদেশের শ্রমিক উৎপাদনশীলতা উল্লেখযোগ্য হারে কম হওয়ার কারণে পাটজাত দ্রব্যের অভ্যন্তরীণ মূল্য তুলনামূলকভাবে অধিক হওয়ায় বাংলাদেশ পাটজাতদ্রব্য বাজারজাতকরণে সমস্যার সম্মুখী হয়। এছাড়া, সরকারী মালিকানাধীন বিজেএমসি এর বিপণন ব্যবস্থার অদক্ষতার কারণে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় কম পরিমাণে পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী হয়। ফলে, আলোচ্য বছরে এ খাত থেকে রপ্তানী আয় হ্রাস পেয়েছে।

চা

৯.১১। ১৯৯৩-৯৪ সালে ২৭.৪ মিলিয়ন কেজি চা রপ্তানী থেকে আয় হয়েছে ১৫২.১ কোটি টাকা (৩৮.২ মিলিয়ন ডলার) যা ১৯৯২-৯৩ সালে রপ্তানীকৃত ৩২.৮ মিলিয়ন কেজি চা থেকে অর্জিত ১৫৯.৮ কোটি টাকার (৪১.১ মিলিয়ন ডলার) তুলনায় শতকরা ৪.৮ ভাগ কম। আলোচ্য বছরে এ খাতে রপ্তানী আয়ের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ১৫৮.০ কোটি টাকার (৩৯.৫ মিলিয়ন ডলার) তুলনায়ও এ আয় শতকরা ৩.৭ ভাগ কম। ১৯৯৩-৯৪ সালে বাংলাদেশের চায়ের উৎপাদন বেশ কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও এবং আন্তর্জাতিক বাজারে চায়ের নিকট বিকল্প কফির মূল্য শতকরা ২৫-৩০ ভাগে বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষিতে চা রপ্তানীর পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার বিষয়টি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উন্নত বিপণন ব্যবস্থা, পণ্যের মান উন্নয়ন ও সহায়ক সুবিধাদি প্রদানের মাধ্যমে চা রপ্তানী ব্যবস্থাকে আরও সক্রিয় করে তুললে এখানে রপ্তানী বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সার্কভুক্ত দেশ শ্রীলংকা ও ভারতের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে চা বিপণনের যে প্রয়াস চলছে তা বাংলাদেশের চা রপ্তানীর জন্য সুফল বয়ে আনতে পারে।

অপ্রচলিত রপ্তানী পণ্য

তৈরী পোশাক *

৯.১২। ১৯৯৩-৯৪ সালে তৈরী পোশাক রপ্তানী থেকে ৬,১৯৯.৮ কোটি টাকা (১,৫৫৬.০ মিলিয়ন ডলার) অর্জিত হয়, যা ১৯৯২-৯৩ সালে অর্জিত ৫,৬১৪.০ কোটি টাকার (১,৪৪৫.০ মিলিয়ন ডলার) তুলনায় শতকরা ১০.৪ ভাগ বেশী। আলোচ্য বছরে বাংলাদেশের তৈরী পোশাকের প্রধান ক্রেতা দেশ ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ইসি ভুক্ত দেশসমূহ। বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানী পণ্য তৈরী পোশাক থেকে মোট রপ্তানী আয়ের শতকরা পঞ্চাশ ভাগের বেশী অর্জিত হয়ে থাকে। ১৯৯৩-৯৪ সালে তৈরী পোশাক খাত থেকে রপ্তানী আয়ের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় সে তুলনায় প্রায় ৩৪৪.০ মিলিয়ন ডলার কম আয় এ খাত থেকে হয়। লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় এত অধিক পরিমাণ রপ্তানী হ্রাস প্রাপ্তির মূল কারণ হিসেবে তুলা সরবরাহের স্বল্পতা, অন্যান্য কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হওয়াকে উল্লেখ করা যেতে পারে।

* নিটওয়্যার ও হোসিয়ারী দ্রব্যাদিসহ।

চামড়া

৯.১৩। ১৯৯৩-৯৪ সালে চামড়া (পাকা ও আধা-পাকা) রপ্তানী থেকে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ ১৯৯২-৯৩ সালে অর্জিত ৫৭৪.৬ কোটি টাকার (১৪৮.০ মিলিয়ন ডলার) তুলনায় শতকরা ১৬.৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৬৭০.২ কোটি টাকায় (১৬৮.০ মিলিয়ন ডলার) দাঁড়ায়। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আধুনিক পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াজাতকারী চামড়া শিল্প ইউনিট প্রতিষ্ঠা এবং চামড়াজাত দ্রব্যের মূল্য সংযোজনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষিতে চামড়া থেকে রপ্তানী আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

হিমায়িত খাদ্য

৯.১৪। হিমায়িত খাদ্য (মাছ ও চিংড়ি) রপ্তানী করে আলোচ্য বছরে মোট ৮৮১.৮ কোটি টাকা (২২১.০ মিলিয়ন ডলার) আয় হয় যা ১৯৯২-৯৩ সালে অর্জিত ৬৬৪.৪[স] কোটি টাকার (১৭১.০ মিলিয়ন ডলার) তুলনায় শতকরা ৩২.৭ ভাগ বেশী। সাম্প্রতিককালে, আধানিবিড় পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষের প্রসারের ফলে চিংড়ি উৎপাদনে যে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি এসেছে মূলতঃ সে কারণেই হিমায়িত খাদ্য রপ্তানী খাতে দৃষ্টি আকর্ষণকারী উন্নতি সংঘটিত হয়েছে।

নিটওয়্যার ও হোসিয়ারী দ্রব্যাদি

৯.১৫। নিটওয়্যার ও হোসিয়ারী দ্রব্যাদি রপ্তানী থেকে ১৯৯৩-৯৪ সালে ১,০৫২.৬ কোটি টাকা (২৬৪.১ মিলিয়ন ডলার) আয় হয়, যা ১৯৯২-৯৩ সালে অর্জিত ৭৯৪.৭ কোটি টাকার (২০৪.৫ মিলিয়ন ডলার) তুলনায় শতকরা ৩২.৫ ভাগ বেশী। আলোচ্য বছরে বাংলাদেশের শ্রমিক মজুরীর ক্ষেত্রে তুলনামূলক সুবিধাজনক অবস্থার প্রেক্ষিতে ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক চাহিদা পূরণের প্রয়াসস্বরূপ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নিটওয়্যার ও হোসিয়ারী ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য বিপণনে বিশেষ সফলতা অর্জনের প্রেক্ষাপটে এক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে।

স সংশোধিত।

নিউজপ্রিন্ট

৯.১৬। নিউজপ্রিন্ট রপ্তানী থেকে আলোচ্য বছরে আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১.৪ কোটি টাকা (০.৪ মিলিয়ন ডলার), যা ১৯৯২-৯৩ সালে এ খাত থেকে অর্জিত ২.৭ কোটি টাকার (০.৭ মিলিয়ন ডলার) তুলনায় শতকরা ৪৮.১ ভাগ কম।

হস্তশিল্পজাত দ্রব্য

৯.১৭। ১৯৯৩-৯৪ সালে হস্তশিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানী থেকে আয় হয় ২৯.২ কোটি টাকা (৭.৩ মিলিয়ন ডলার), যা পূর্ববর্তী বছরে অর্জিত ২১.১ কোটি টাকার (৫.৪ মিলিয়ন ডলার) তুলনায় শতকরা ৩৮.৪ ভাগ বেশী।

সেবা খাতের হিসাব[*]

৯.১৮। আলোচ্য বছরে সেবা খাতে নীট্ ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৭.৫ কোটি টাকা (১০.০ মিলিয়ন ডলার)। ১৯৯২-৯৩ সালে উক্ত খাতে নীট্ উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ১২.৬ কোটি টাকা (৩.০ মিলিয়ন ডলার)। প্রধানতঃ ভ্রমণ, বিনিয়োগ এবং অন্যান্য পণ্য ও সেবা খাতে ব্যয় বৃদ্ধির ফলেই ১৯৯৩-৯৪ সালে সেবা খাতের হিসাবে ঘাটতি দেখা যায়।

সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য[*]

৯.১৯। ১৯৯৩-৯৪ সালে দেশের বৈদেশিক লেনদেনের সার্বিক ভারসাম্য ২,৮২৯.৮ কোটি টাকা (৭০৭.০ মিলিয়ন ডলার) উদ্বৃত্ত পরিলক্ষিত হয়। পূর্ববর্তী বছরে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ২,৩৩০.৩ কোটি টাকা (৫৯৫.০ মিলিয়ন ডলার) উদ্বৃত্ত ছিল। অপরিশোধেয় বেসরকারী হস্তান্তর (Private Unrequited Transfers) খাতে নীট্ প্রাপ্তির পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের ৪,১৬৯.৪ কোটি টাকা (১,০৬৭.০ মিলিয়ন ডলার) থেকে ৮১৫.৪ কোটি টাকা (১৮০.০ মিলিয়ন ডলার) বৃদ্ধি পেয়ে ৪,৯৮৪.৮ কোটি টাকায় (১,২৪৭.০ মিলিয়ন ডলার) দাঁড়ায়। নীট্ মূলধনের অন্তর্মুখী প্রবাহ ১৯৯২-৯৩ সালের ৪,৯৯৭.৮ কোটি টাকা (১,২৭৭.০ মিলিয়ন ডলার) থেকে ৪৯.৯ কোটি টাকা (১৫.০ মিলিয়ন

* উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক ও রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো।

ডলার) বৃদ্ধি পেয়ে ৫,০৪৭.৭ কোটি টাকায় (১,২৬২.০ মিলিয়ন ডলার) দাঁড়ায়। সেবা খাতে ঘাটতি সত্ত্বেও নীট্ মূলধনের অন্তর্মুখী প্রবাহ বৃদ্ধি, অপরিশোধেয় বেসরকারী হস্তান্তর খাতে নীট্ প্রাপ্তি বৃদ্ধি এবং বহির্বাণিজ্যের ভারসাম্যে ঘাটতি হ্রাসের ফলে আলোচ্য বছরে বৈদেশিক লেনদেনের সামগ্রিক ভারসাম্যে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। বহির্বাণিজ্য ও লেনদেন ভারসাম্যের বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্টের ১২ নম্বর সারণীতে দেয়া হয়েছে।

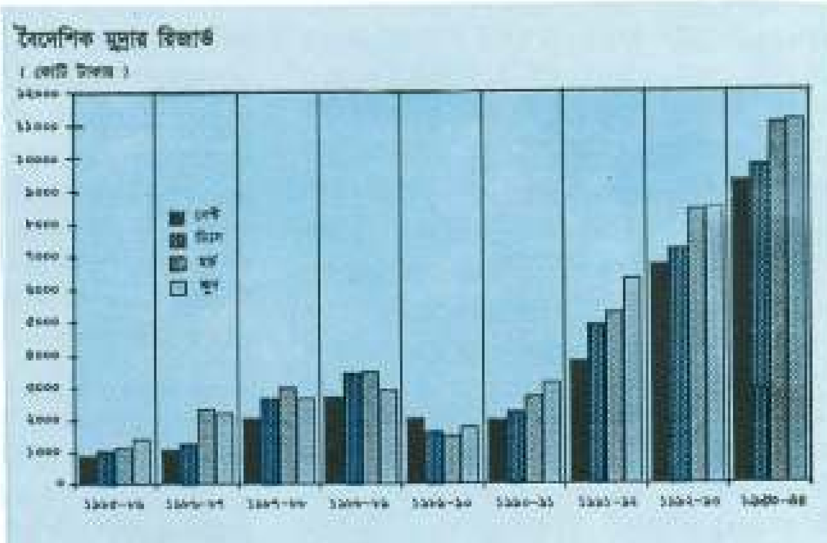

প্রবাসী বাংলাদেশীদের অর্থ প্রেরণ

৯.২০। ১৯৯৩-৯৪ সালে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ১৯৯২-৯৩ সালের ৩,৬৯৮.৪ কোটি টাকা (৯৪৪.০ মিলিয়ন ডলার) থেকে ৬৫৬.৫ কোটি টাকা (১৪৫.০ মিলিয়ন ডলার) বৃদ্ধি পেয়ে ৪,৩৫৪.৯ কোটি টাকায় (১,০৮৮.৮ মিলিয়ন ডলার) দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে প্রবাসী বাংলাদেশী কর্তৃক প্রেরিত মোট অর্থের মধ্যে প্রধান পাঁচটি দেশ থেকে প্রেরিত অর্থের পরিমাণ নিম্নরূপঃ সৌদী আরব ১,৭৭২.৬ কোটি টাকা(৪৪৩.১ মিলিয়ন ডলার), কুয়েত ৭৪০.৭ কোটি টাকা (১৮৫.২ মিলিয়ন ডলার), সংযুক্ত আরব আমিরাত ৩৫২.৪ কোটি টাকা (৮৮.১ মিলিয়ন ডলার), যুক্তরাষ্ট্র ৩১৪.৭ কোটি টাকা (৭৮.৭ মিলিয়ন ডলার) ও ওমান ২৮৮.১ কোটি টাকা (৭২.০ মিলিয়ন ডলার)। বিগত কয়েক বছরে প্রবাসী বাংলাদেশীদের অর্থ প্রেরণের বিবরণ পরিশিষ্টের ১৮ নম্বর সারণীতে দেয়া হয়েছে।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

৯.২১। ১৯৯৩-৯৪ সালে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিনিময়যোগ্য বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলে রক্ষিত রিজার্ভসহ) ১৯৯৩ সালের জুন শেষের ৮,৪৪০.৭ কোটি টাকা (২,১২১.০ মিলিয়ন ডলার) থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৪ সালের জুন শেষে ১১,১২৮.৯ কোটি টাকায় (২,৭৬৫.০ মিলিয়ন ডলার)দাঁড়ায়। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের বিবরণ পরিশিষ্টের ১৬ নম্বর সারণীতে দেয়া হয়েছে।

পণ্য-বাণিজ্য শর্ত

৯.২২। ১৯৯২-৯৩ সালের তুলনায় ১৯৯৩-৯৪ সালে রপ্তানী পণ্যের মূল্য সূচক অপরিবর্তিত থাকায় এবং আমদানী পণ্যের মূল্য সূচক শতকরা ৩.০[সা] ভাগ বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলাদেশের পণ্য-বাণিজ্য শর্তে শতকরা ২.৯[সা] ভাগ অবনতি ঘটে। পূর্ববর্তী বছরে পণ্য-বাণিজ্য শর্তে শতকরা ৪.৪[সা] ভাগ অবনতি ঘটেছিল। বিগত কয়েক বছরের বাংলাদেশের পণ্য-বাণিজ্য শর্তের গতিধারা ৯.১ নম্বর সারণীতে দেখানো হ'ল।

সা সাময়িক।

সারণী-৯.১

বাংলাদেশের পণ্য-বাণিজ্য শর্ত
(ভিত্তিঃ ১৯৭৯-৮০ = ১০০)

বছর	রপ্তানী মূল্য সূচক (ক)	আমদানী মূল্য সূচক (খ)	পণ্য-বাণিজ্য শর্ত (গ)*
১	২	৩	৪
১৯৭৯-৮০	১০০.০	১০০.০	১০০.০
১৯৮০-৮১	৮৬.৮	১১৩.৫	৭৬.৫
	(-১৩.২)	(১৩.৫)	(-২৩.৫)
১৯৮১-৮২	৭৪.৭	১১৮.৭	৬২.৯
	(-১৩.৯)	(৪.৬)	(-১৭.৮)
১৯৮২-৮৩	৭৬.১	১১২.৫	৬৭.৬
	(১.৯)	(-৫.২)	(৭.৫)
১৯৮৩-৮৪	৮৯.৮	১১০.৯	৮১.০
	(১৮.০)	(-১.৪)	(১৯.৮)
১৯৮৪-৮৫	১০৮.৮	১১০.৮	৯৮.২
	(২১.২)	(-০.১)	(২১.২)
১৯৮৫-৮৬	৭৮.৯	৯৮.৫	৮০.১
	(-২৭.৫)	(-১১.১)	(-১৮.৪)
১৯৮৬-৮৭	৮১.৮	৮৯.৯	৯১.০
	(৩.৭)	(-৮.৭)	(১৩.৬)
১৯৮৭-৮৮	৯৫.৭	৯১.৪	১০৪.৭
	(১৭.০)	(১.৭)	(১৫.১)
১৯৮৮-৮৯	৯২.৬	৯৭.২	৯৫.৩
	(-৩.২)	(৬.৩)	(-৯.০)
১৯৮৯-৯০	৯৫.৬	১০৩.০	৯২.৮
	(৩.২)	(৬.০)	(-২.৬)
১৯৯০-৯১ সা	১০১.৯	১০৭.৪	৯৪.৯
	(৬.৬)	(৪.৩)	(২.৩)
১৯৯১-৯২ সা	৯৮.০	১০৪.৪	৯৩.৯
	(-৩.৮)	(-২.৮)	(-১.১)
১৯৯২-৯৩ সা	৯৬.৬	১০৭.৬	৮৯.৮
	(-১.৪)	(৩.১)	(-৪.৪)
১৯৯৩-৯৪ সা	৯৬.৬	১১০.৮	৮৭.২
	(০.০)	(৩.০)	(-২.৯)

* পণ্য বাণিজ্য শর্ত, গ = $\frac{ক}{খ}$ X ১০০।

উৎস ঃ পরিকল্পনা কমিশন।

নোট ঃ ১। বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাসমূহ বার্ষিক পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক।

২। পণ্য-বাণিজ্য শর্তের রপ্তানী ও আমদানী মূল্য সূচকগুলোতে যথাক্রমে মোট রপ্তানী ও আমদানী মূল্যের শতকরা ৮৩ ও ১০০ ভাগ মূল্য ১৯৯২-৯৩ সালে এবং শতকরা ৮৩ ও ৬৩ ভাগ মূল্য ১৯৯৩-৯৪ সালে বিবেচনা করা হয়।

সা সাময়িক।

বৈদেশিক সাহায্য

১০.১। ১৯৯৩-৯৪ সালে বাংলাদেশের জন্য প্রতিশ্রুত বৈদেশিক সাহায্যের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ২,৫৭৭ মিলিয়ন ডলার, যা ১৯৯২-৯৩ সালে প্রতিশ্রুত ১,২৬৫ মিলিয়ন ডলারের তুলনায় শতকরা ১০৩.৭ ভাগ বেশী। ১৯৯৩-৯৪ সালে প্রতিশ্রুত সাহায্যের মধ্যে ৪৮১ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ১৮.৭ ভাগ ছিল অনুদান এবং ২,০৯৬ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ৮১.৩ ভাগ ছিল ঋণ। স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত প্রতিশ্রুত সর্বমোট ৩৩,০৭৯ মিলিয়ন ডলার বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে ১৪,৯৩৪ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ৪৫.১ ভাগ ছিল অনুদান।

১০.২। ১৯৯৩-৯৪ সালে অবমুক্ত সাহায্যের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৫৫৯ মিলিয়ন ডলার, যা পূর্ববর্তী বছরের ১,৬৭৫ মিলিয়ন ডলার থেকে ১১৬ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ৬.৯ ভাগ কম। স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৯৪ সালের জুন শেষে অবমুক্ত সাহায্যের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ২৭,৩০৬ মিলিয়ন ডলার, যা মোট প্রতিশ্রুত বৈদেশিক সাহায্যের শতকরা ৮২.৫ ভাগ। মোট অবমুক্ত সাহায্যের মধ্যে ১৩,২৭৮ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ৪৮.৬ ভাগ ছিল অনুদান এবং অবশিষ্ট ১৪,০২৮ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ৫১.৪ ভাগ ছিল ঋণ।

১০.৩। ১৯৯৩-৯৪ সালের অবমুক্ত মোট সাহায্যের মধ্যে (ক) খাদ্য সাহায্যের পরিমাণ ছিল ১১৮ মিলিয়ন ডলার, যা পূর্ববর্তী বছরে প্রাপ্ত ১২১ মিলিয়ন ডলারের তুলনায় শতকরা ২.৫ ভাগ কম; (খ) পণ্য সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৪৫১ মিলিয়ন ডলার, যা পূর্ববর্তী বছরের প্রাপ্ত ৩৭২ মিলিয়ন ডলারের তুলনায় শতকরা ২১.২ ভাগ বেশী; এবং (গ) প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৯৯০ মিলিয়ন ডলার, যা পূর্ববর্তী বছরের ১,১৮২ মিলিয়ন ডলারের তুলনায় শতকরা ১৬.২ ভাগ কম।

১০.৪। ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত বাংলাদেশের মোট বকেয়া বৈদেশিক ঋণের স্থিতি ছিল ১২,১৩৯ মিলিয়ন ডলার, যা ১৯৯৩ সালের জুন শেষের স্থিতি ১১,৫৫৮[স] মিলিয়ন ডলারের চেয়ে ৫৮১ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ৫.০ ভাগ বেশী।

১০.৫। ১৯৯৩-৯৪ সালে বাংলাদেশ মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী বৈদেশিক ঋণের বিপরীতে আসল এবং সুদ বাবদ পরিশোধ করে যথাক্রমে ২৬৩ মিলিয়ন ডলার এবং ১৩৯ মিলিয়ন ডলার (আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল থেকে গৃহীত ঋণের পরিশোধ এতে অন্তর্ভুক্ত নয়)। ফলে, ১৯৯৩-৯৪ সালে বৈদেশিক সাহায্যের অন্তঃপ্রবাহের নীট পরিমাণ দাঁড়ায় ১,১৫৭ মিলিয়ন ডলার, যা পূর্ববর্তী বছরের ১,৩০১ মিলিয়ন ডলারের তুলনায় ১৪৪ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ১১.১ ভাগ কম। ১০.১ নম্বর সারণীতে বৈদেশিক সাহায্যের প্রাপ্তি ও দায় পরিশোধের বিবরণ দেখানো হ'ল।

স সংশোধিত।

সারণী- ১০.১

বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তি ও দায় পরিশোধ

(মিলিয়ন ডলার)

বিবরণ	বছর		
	১৯৯২-৯৩	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫ (অভিক্ষেপ)
১	২	৩	৪
১। প্রাপ্তি	১,৬৭৫	১,৫৫৯	১,৮৮৩
(ক) খাদ্য সাহায্য	১২১	১১৮	১৫০
(খ) পণ্য সাহায্য	৩৭২	৪৫১	৪৫৬
(গ) প্রকল্প সাহায্য	১,১৮২	৯৯০	১,২৭৭
২। পরিশোধ *	৩৭৪	৪০২	৪৭৬
(ক) আসল	২৩৯	২৬৩	৩৩২
(খ) সুদ	১৩৫	১৩৯	১৪৪
৩। নীট্ প্রাপ্তি (১-২)	১,৩০১	১,১৫৭	১,৪০৭

* আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের ঋণ পরিশোধ এতে অন্তর্ভুক্ত নয়।

উৎস ঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সাথেলেনদেন

১১.১। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের বিভিন্ন সুবিধার আওতায় বাংলাদেশ ১৯৯৩-৯৪ সালে কোন অর্থ উত্তোলন করেনি। তবে, ইতোপূর্বে উত্তোলিত অর্থের বিপরীতে ১৯৯৩-৯৪ সালে বাংলাদেশ মোট ৫০.৬০ মিলিয়ন এস, ডি, আর পরিশোধ করে। এর মধ্যে ১৯৮৭ সালে গৃহীত স্ট্রাকচারাল এ্যাডজাস্টমেন্ট ফেসিলিটির (সাফ) আওতায় গৃহীত উত্তোলনের বিপরীতে মোট ৩২.৬৩ মিলিয়ন এস, ডি, আর এবং ১৯৮৮ সালে ইমারজেন্সী এ্যাসিস্ট্যান্স (ইএ) এর আওতায় গৃহীত উত্তোলনের বিপরীতে মোট ১৭.৯৭ মিলিয়ন এস, ডি, আর পরিশোধ করে। এছাড়া, আলোচ্য বছরে বাংলাদেশ চার্জ হিসেবে মোট ৪.৭৮ মিলিয়ন এস, ডি, আর আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলকে প্রদান করে। ১৯৯৩-৯৪ সালে বাংলাদেশের সাথে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের লেনদেনের একটি চিত্র ১১.১ নম্বর সারণীতে দেখানো হ'ল।

সারণী-১১.১

আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সাথে লেনদেন

(মিলিয়ন এস, ডি, আর)*

সুবিধাসমূহ	ক্রমপুঞ্জিত উত্তোলন/ক্রয়	বকেয়া (৩০-৬-৯৩ পর্যন্ত)	১৯৯৩-৯৪ সালে ক্রয়ের পরিমাণ	১৯৯৩-৯৪ সালে পরিশোধের পরিমাণ	বকেয়া (৩০-৬-৯৪ পর্যন্ত)
১	২	৩	৪	৫	৬
১। স্ট্রাকচারাল এ্যাডজাস্টমেন্ট ফ্যাসিলিটি (সাফ), ১৯৮৭	২০১.২৫	১৮১.১৩	নেই	৩২.৬৩	১৪৮.৫০
২। ইমারজেন্সী এ্যাসিসট্যান্স, ১৯৮৮	৭১.৮৭	১৭.৯৭	নেই	১৭.৯৭	নেই
৩। এনহ্যান্সড স্ট্রাকচারাল এ্যাডজাস্টমেন্ট ফ্যাসিলিটি (ইসাফ), ১৯৯০	৩৪৫.০০	৩৪৫.০০	নেই	নেই	৩৪৫.০০
মোট ঃ	৬১৮.১২	৫৪৪.১০	নেই	৫০.৬০	৪৯৩.৫০

* এস, ডি, আর ১ = ১.৪৫ মার্কিন ডলার (৩০শে জুন, ১৯৯৪ তারিখে)।

১১.২। উপরোক্ত লেনদেনের ফলে ১৯৯৪ সালের জুনের শেষ নাগাদ আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের নিকট বাংলাদেশের বকেয়া দায়ের পরিমান দাঁড়ায় ৪৯৩.৫০ মিলিয়ন এস, ডি, আর (৭১৫.৫৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), পূর্ববর্তী বছরের জুন শেষে এর পরিমাণ ছিল ৫৪৪.১০ মিলিয়ন এস, ডি, আর (৭৭৮.৬১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)।

১১.৩। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সদস্যপদ লাভের পর হতে ১৯৯৪ সালের জুন শেষ নাগাদ সময়কালে লেনদেনের একটি বিবরণ সারণী ১১.২-এ দেখানো হ'ল।

সারণী-১১.২
বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলে সদস্যপদ লাভকরণের পর হতে ১৯৯৪ সালের জুন শেষ নাগাদ সময় কালে লেনদেনের বিবরণ

(মিলিয়ন এস ডি আর)

ক্রমিক নং	ঋণের বিবরণ এবং অনুমোদনের তারিখ	সুদ/চার্জের হার	গ্রেস পিরিয়ড	পরিশোধ সময়	উত্তোলনের পরিমাণ	স্থিতির পরিমাণ (৩০শে জুন, ১৯৯৪ তারিখে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	কমপেনসেটরী ফাইনান্সিং ফ্যাসিলিটিস (সিএফএফ) ফর এক্সপোর্ট শর্টফল, ডিসেম্বর, ১৯৭২	বেসিক রেট অব চার্জ [1]	৩ ১/৪ বছর	১ ৩/৪ বছর (৮টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে)	৬২.৫০	-
২।	স্ট্যান্ড-বাই এ্যারেঞ্জমেন্ট, জুন, ১৯৭৪	-ঐ-	-ঐ-	-ঐ-	৩১.২৫	-
৩।	স্ট্যান্ড-বাই এ্যারেঞ্জমেন্ট, জুলাই, ১৯৭৫	-ঐ-	-ঐ-	-ঐ-	৬২.৫০	-
৪।	সিএফএফ ফর এক্সপোর্ট শর্টফল, আগস্ট, ১৯৭৬	-ঐ-	-ঐ-	-ঐ-	৩৯.০৯	-
৫।	অয়েল ফ্যাসিলিটিস, ১৯৭৪ এবং ১৯৭৫	২/	-ঐ-	৩ ৩/৪ বছর (১৬টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে)	৯১.৯৭	-
৬।	ট্রাস্ট ফান্ড জুলাই, ১৯৭৭-মার্চ, ১৯৮১	০.৫০	৫ ১/২ বছর	৪ ১/২ বছর (১০টি ষান্মাসিক কিস্তিতে)	১২২.১৯	-
৭।	স্ট্যান্ড-বাই এ্যারেঞ্জমেন্ট, জুলাই, ১৯৭৯	বেসিক রেট অব চার্জ [1]	৩ ১/৪ বছর	১ ৩/৪ বছর (৮টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে)	৮৫.০০	-
৮।	এক্সটেন্ডেড ফান্ড ফ্যাসিলিটিস,[3] ডিসেম্বর, ১৯৮০				২২০.০০	-
	(ক) অর্ডিনারী/জেনারেল রিসোর্সেস	-ঐ-	৪ ১/২ বছর	৫ ১/২ বছর (১২টি ষান্মাসিক কিস্তিতে)	১১০.০০	-
	(খ) বরোড রিসোর্সেস	২/	৩ ১/২ বছর	৩ ১/২ বছর (৮টি ষান্মাসিক কিস্তিতে)	১১০.০০	-
৯।	সি এফ এফ ফর এক্সপোর্ট শর্টফল, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২	বেসিক রেট অব চার্জ [1]	৩ ১/৪ বছর	১ ৩/৪ বছর (৮টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে)	৬০.০০	-
১০।	কম্বাইন্ড সিএফএফ ফর এক্সপোর্ট শর্টফল এন্ড এক্সেসিভ সিরিয়াল ইম্পোর্ট কস্ট, আগস্ট, ১৯৮২	-ঐ-	-ঐ-	-ঐ-	৭১.২০	-
১১।	স্ট্যান্ড-বাই এ্যারেঞ্জমেন্ট, মার্চ, ১৯৮৩	-ঐ-	-ঐ-	-ঐ-	৬৮.৪০	-
১২।	সিএফএফ ফর এক্সেসিভ সিরিয়াল ইম্পোর্ট কস্ট, এপ্রিল, ১৯৮৩	-ঐ-	-ঐ-	-ঐ-	৫৪.১৫	-
১৩।	স্ট্যান্ড-বাই এ্যারেঞ্জমেন্ট, ডিসেম্বর, ১৯৮৩	-ঐ-	-ঐ-	-ঐ-	১৮০.০০	-
১৪।	সিএফএফ ফর এক্সপোর্ট শর্টফল, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭	-ঐ-	-ঐ-	-ঐ-	৮৮.৯০	-
১৫।	স্ট্রাকচারাল এ্যাডজাস্টমেন্ট ফ্যাসিলিটিস (স্যাফ), ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭	০.৫০	৫ ১/২ বছর	৪ ১/২ বছর (১০টি ষান্মাসিক কিস্তিতে)	২০১.২৫	১৪৬.৫০
১৬।	ইমার্জেন্সি এসিস্ট্যান্স, নভেম্বর, ১৯৮৮	বেসিক রেট অব চার্জ [1]	৩ ১/৪ বছর	১ ৩/৪ বছর (৮টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে)	৭১.৮৭	-
১৭।	এনহ্যান্সড স্ট্রাকচারাল এ্যাডজাস্টমেন্ট ফ্যাসিলিটিস, আগস্ট, ১৯৯০	০.৫০	৫ ১/২ বছর	৪ ১/২ বছর (১০টি ষান্মাসিক কিস্তিতে)	৩৪৪.০০[4]	৩৪৪.০০
	মোট :				১,৮৭৭.০১[5]	৪৯০.৫০

নোট :

১ বেসিক রেট অব চার্জ যে সব সুবিধার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা ফান্ডের জেনারেল রিসোর্স থেকে উত্তোলন করা হয়, যেমন স্ট্যান্ড-বাই, সিএফএফ, সিরিয়াল ইম্পোর্ট কস্ট, ইএফএফ, বাফার স্টক, কনটিনজেন্সি ফাইনান্সিং ইত্যাদি। বিভিন্ন বছরে বেসিক রেট অব চার্জ ৪% -৮.৫% পরিসীমায় পরিবর্তিত হয়েছিল। আই.এম.এফ কর্তৃক বছরের প্রত্যেক ত্রৈমাসিকে এ হার নির্ধারিত হয়ে থাকে। বর্তমানে বেসিক রেট অব চার্জ এসডিআর-এর সুদ হারের শতকরা হিসেবে নির্ধারিত হয়ে থাকে। ১৯৯৪ সালের ২৭শে জুন তারিখে বেসিক রেট অব চার্জ ছিল ৪.৭৫।

২ অয়েল ফ্যাসিলিটি এবং সাপ্লিমেন্টারী ফাইনান্সিং ফ্যাসিলিটির চার্জ/সুদের হার বাজার হারের সাথে সম্পর্কিত (যা সাবসিডি ব্যতীত বরোয়িং রেট)।

৩ মোট ৮০০ মিঃ এসডিআর অনুমোদিত হয়; এর মধ্যে ৩১১.৩০ মিঃ এসডিআর অনুমোদিত হয় ইএফএফ-এর অধীনে এবং অবশিষ্টাংশ এসএফএফ-এর অধীনে। যাহোক, বিতরণকৃত এসডিআর-এর পরিমাণ হ'ল ২২০.০০ মিঃ।

৪ ইসাফের অধীনে উত্তোলন ৩১শে মার্চ, ১৯৯৩ তারিখে সম্পন্ন হয়।

৫ এছাড়া, পরিশোধযোগ্য নয় এমন সুবিধাসমূহের আওতায়ও বাংলাদেশ সাহায্য পেয়েছে। এগুলো হল : (ক) এসডিআর বন্টনের অধীনে ৪৭.১০ মিঃ এসডিআর; (খ) গোল্ড সেল প্রফিট, রেস্টিটিউশন এবং গোল্ড ডিস্ট্রিবিউশন এর মাধ্যমে যথাক্রমে ১৭.৩৪ মিঃ এসডিআর এবং ৩.৭২মিঃ এসডিআর; (গ) অয়েল ফ্যাসিলিটি এবং এসএফএফ সাবসিডি হিসেবে যথাক্রমে ১০.৩৬ মিঃ এসডিআর এবং ১৩.৯৪ মিঃ এসডিআর। ১৯৮৯-৯০ সালে বাংলাদেশ তার রিজার্ভ ট্রাঞ্চ ২২.৪০ মিঃ এসডিআর তুলে নেয়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার নীতি এবং বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার নীতি

১২.১। বহির্মুখী বাজার অর্থনীতির অনুসরণে বিদেশী বিনিয়োগ ও বেসরকারী খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে দ্রুত ও স্থায়ী অর্থনৈতিক উন্নয়নের সরকারী নীতির সাথে সঙ্গতি রেখে ১৯৯৩-৯৪ সালেও বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সংস্কার ও উদারীকরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। উদারীকরণ প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতায় বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনে বিরাজমান বিধি-নিষেধ পর্যায়ক্রমে অপসারণ করে ২৪শে মার্চ, ১৯৯৪ তারিখে চূড়ান্তভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চলতি হিসাবের (Current Account) লেনদেনের জন্য টাকাকে পূর্ণ রূপান্তরযোগ্য (Fully Convertible) ঘোষণা করা হয়। একই সঙ্গে একটি সক্রিয় ও প্রতিযোগিতামূলক বৈদেশিক মুদ্রা বাজার গড়ে তোলার জন্য পদক্ষেপসমূহও গৃহীত হয়। ১৯৯৩-৯৪ সালে দেশের মধ্যস্থতাকারী মুদ্রা (Intervention Currency) মার্কিন ডলারের সাথে টাকার বিনিময় হার ৭ বার পুনঃনির্ধারণ করায় টাকা-ডলার বিনিময় হার* ১৯৯৩ সালের জুন শেষের ৩৯.৮০ টাকা থেকে ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে ৪০.২৫ টাকায় দাঁড়ায়। ফলে, আলোচ্য বছরে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মানে শতকরা ১.১ ভাগ অবমূল্যায়ন ঘটে। ১৯৯৩-৯৪ সালের শেষে অনুমোদিত ডিলারদের সঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রয় ও বিক্রয়ের হার প্রতি মার্কিন ডলারে যথাক্রমে ৪০.১৫ টাকা ও ৪০.৩৫ টাকায় দাঁড়ায়। বাজারমুখীন অর্থনীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে বিনিময় হার নির্ধারণের দায়িত্ব ৮ই আগস্ট, ১৯৯৩ তারিখ থেকে অনুমোদিত ডিলারগণের উপর ন্যস্ত করা হয়। উক্ত তারিখ হতে বাংলাদেশ ব্যাংক শুধুমাত্র যে বিনিময় হারে অনুমোদিত ডিলারদের সাথে মার্কিন ডলার (স্পট) ও এসিইউ (Asian Clearing Union) ভুক্ত দেশসমূহের মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করবে তা ঘোষণা করছে। অনুমোদিত ডিলাররা নিজেরাই রিটেইল রেটস (Retail Rates) ঘোষণা করলেও এসিইউ ব্যবস্থার বাধ্যবাধকতার কারণে বাংলাদেশ ব্যাংক এসিইউ দেশসমূহের মুদ্রার তাৎক্ষণিক এবং অগ্রিম উভয় বিনিময় হারই ঘোষণা করছে।

বৈদেশিক মুদ্রা বাজার ব্যবস্থা

১২.২। বৈদেশিক মুদ্রা বাজারকে গতিশীল, প্রতিযোগিতামূলক ও অধিকতর সক্রিয় করে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৯৩-৯৪ সালে যে সব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ/ সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তা নিম্নে উল্লেখ করা হ'লঃ

(ক) একটি সক্রিয় আন্তব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মার্কিন ডলার এবং এসিইউ কারেন্সী ব্যতীত অন্য কোন বৈদেশিক মুদ্রায় তাৎক্ষণিক ক্রয় -বিক্রয় বন্ধ করা হয়। আন্তব্যাংক লেনদেন উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ১০,০০০ মার্কিন ডলার এর গুণিতক অংকে লেনদেন করছে এবং এর জন্য ন্যূনতম অংক নির্ধারণ করা হয়েছে ৫০,০০০ মার্কিন ডলার। আন্তপ্রবাহ বৈদেশিক মুদ্রা বাজারের গভীরতা (Depth) বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় হারের ব্যবধান (Spread) ০.১০ টাকা হতে ০.২০ টাকায় উন্নীত করা হয়।

(খ) অগ্রিম বৈদেশিক মুদ্রা বাজার (Forward Market) গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এসিইউ কারেন্সী ছাড়া আর সব

* ক্রয়-বিক্রয় হারের মধ্যমানের ভিত্তিতে।

বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করা হয়। অনুমোদিত ডিলারদেরকে তাদের প্রকৃত লেনদেনের ঝুঁকি আবৃত করার জন্য ফরওয়ার্ড ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দেয়া হয়। সোয়াপ (SWAP) লেনদেনের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। ব্যাংকগুলো ফরওয়ার্ড কভার সুবিধা প্রদানে যাতে ঊর্ধ্বসীমার কারণে কোন অসুবিধায় না পড়ে সে লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহের বৈদেশিক মুদ্রা ধারণসীমা তাদের ঋণপত্র দায়ের শতকরা ১৫ ভাগ হতে শতকরা ২০ ভাগ এ উন্নীত করা হয়। এছাড়া, বৈদেশিক মুদ্রা বাজারকে গতিশীল, ব্যাপক ও সুশৃংখল করার লক্ষ্যে "বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলারস্ এসোসিয়েশন" (BAFEDA) গঠন এবং তাদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন করা হয়।

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়/নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উদারীকরণ/শিথিলকরণ

১২.৩। বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থা উদারীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯৩-৯৪ সালে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হ'লঃ

(ক) বিদেশী ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান-সমূহের মুনাফা, অনিবাসী বিনিয়োগকারীর শেয়ার সিকিউরিটিজ এর উপর অর্জিত লভ্যাংশ সরাসরি সংশ্লিষ্ট অনিবাসী বিনিয়োগকারীর হিসাবে জমাপূর্বক বিদেশে প্রেরণ, পূর্ববর্তী বছরসমূহে পুঞ্জীভূত লভ্যাংশ বিদেশে প্রেরণ এবং শিল্প উদ্যোগ ছাড়াও অন্য যে কোন খাতে (সেবামূলক খাতসহ) যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগের বিপরীতে অনিবাসী পক্ষের অনুকূলে শেয়ার ইস্যু ও হস্তান্তরের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন প্রত্যাহার করা হয়;

(খ) রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকার 'বি' টাইপ শিল্পের জন্য যৌথ প্রকল্প চুক্তি অনুযায়ী বিদেশী অংশীদারের নির্ধারিত দেয় অর্থ দ্বারা মেশিনারী আমদানী ব্যয় সংকুলান না হলে দেশীয় অংশীদারের অংশীদারিত্বের আওতায় প্রদেয় অংশ হতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে মেশিনারী আমদানীর জন্য স্থানীয় মুদ্রা বৈদেশিক মুদ্রায় রূপান্তরের ব্যবস্থা রাখা হয়;

(গ) রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকার 'সি' টাইপ শিল্পের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা রিটেনশন কোটার ব্যবস্থা চালু করা হয়;

(ঘ) যে সমস্ত দেশের দূতাবাস বাংলাদেশে নেই, সেই সমস্ত দেশের সংশ্লিষ্ট দূতাবাসে ফি প্রেরণ, রপ্তানীকারক কর্তৃক তার পণ্য বিপণনের জন্য বিদেশী পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ছাপা বাবদ খরচ, দৈনিক ভাতার অতিরিক্ত ওয়ার্কসপ / সেমিনার / কনফারেন্স ফিস প্রেরণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদনের আবশ্যকতা রহিত করা হয়;

(ঙ) কাঁচাপাট রপ্তানীকারকদের জন্য ইপিসি নিবন্ধন প্রথা বাতিল করা হয়;

(চ) ওয়েজ আর্নাররা এখন তাদের এফসি হিসাব যতদিন ইচ্ছা সংরক্ষণ করতে পারেন এবং তাদের এ হিসাব হতে যে কোন দেশে অর্থ প্রেরণ করতে পারেন;

(ছ) রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে সি আই এস (Commonwealth of Independent States) ভুক্ত দেশসমূহের জন্য ২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এর ক্রেডিট লাইন সৃষ্টি করা হয়;

(জ) পশ্চাৎ অন্বয়যুক্ত (Backward Linkage) শিল্পের প্রসারকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রপ্তানীমুখী পোশাক শিল্পের পরোক্ষ রপ্তানীকারকদেরকে সরবরাহকৃত বস্ত্র মূল্যের শতকরা ২৫ ভাগ হারে বিকল্প সুবিধা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়;

(ঝ) বিদেশে শাখা অফিস খোলা ও তার চলতি খরচ নির্বাহের জন্য বার্ষিক ৩০,০০০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন ছাড়াই বিদেশে প্রেরণের বিধান রাখা হয়;

(ঞ) প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক ভ্রমণ কোটার অতিরিক্ত বৈদেশিক মুদ্রা এবং বাংলাদেশী নাগরিকদের বিদেশে অবস্থিত পরিবারের সদস্যদের ভরণ-পোষণ বাবদ পরিমিত বৈদেশিক মুদ্রা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ছাড় করার ব্যবস্থা গ্রহণ ; এবং

(ট) প্রয়োজনে নবাগত রপ্তানীকারকদের ৬,০০০ মার্কিন ডলার এর অতিরিক্ত বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়ের বিধান প্রবর্তন । উপরন্তু, রপ্তানীকারক ব্যতীত অন্যান্য ব্যবসায়ীদের জন্যও বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়ের বিধান রাখা হয় ।

উপরোল্লেখিত উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা ছাড়াও নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহেও বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদনের আবশ্যকতা রহিত করা হয়:

(১) স্থানীয় সংবাদপত্র কর্তৃক বিদেশী সংবাদ সংস্থা/মাধ্যম হতে নিউজ আইটেম/ফিচার ইত্যাদি ক্রয় বাবদ বিদেশে অর্থ প্রেরণ;
(২) বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত শতকরা ৬ ভাগ- এর অতিরিক্ত রয়ালটি/ টেকনিক্যাল ফি বিদেশে প্রেরণ;
(৩) আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহকে স্থানীয় সরবরাহের জন্য বিড বন্ড/পারফরমেন্স বন্ড প্রদান;
(৪) ব্যাংকের ডিলিং রুমের জন্য ক্রীত রয়টার মনিটরের ফি/মূল্য প্রেরণ;
(৫) পুস্তক, জার্নাল ইত্যাদি এবং জীবনরক্ষাকারী ঔষধ এর ক্ষেত্রে অনধিক ২,৫০০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অগ্রিম প্রদান;
(৬) প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শন ফি প্রেরণ;
(৭) বিদেশী পর্যটকদের সঙ্গে আনীত বৈদেশিক মুদ্রা টাকায় নগদায়নের পর প্রত্যাবর্তনকালে অব্যয়িত সমস্ত টাকা পুনরায় বৈদেশিক মুদ্রায় রূপান্তরকরণ;
(৮) আমদানীকারকদের নিকট সরাসরি প্রেরিত অথবা ত্রুটিযুক্ত আমদানী দলিলাদির বিপরীতে বিল মূল্য বাবদ বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণ;
(৯) বিদেশে অবস্থিত আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কোন ব্যাংকের শতকরা একশত ভাগ কাউন্টার গ্যারান্টির বিপরীতে বিদেশী সরবরাহকারী/ বিক্রেতার পক্ষে অনিবাসী সরবরাহ গ্রহণকারী/ক্রেতার অনুকূলে ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু; এবং
(১০) সকল অনুমোদিত কোর্সে বিদেশে লেখা-পড়ার জন্য বৈদেশিক মুদ্রা ছাড়করণ ।

হজ্ব, ১৯৯৪

১২.৪ । ১৯৯৪ সালে সরকারী ব্যবস্থাপনায় এবং সরকারী ব্যবস্থাপনার বাইরে ব্যক্তিগত উদ্যোগে পবিত্র হজ্বব্রত পালনকারীদের সরকার নির্ধারিত ৩,৯৫০ সৌদি রিয়ালসহ আরও ৫৫০ মার্কিন ডলার বা সম পরিমাণ অবাধে বিনিময়যোগ্য অন্য বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়ের অনুমতি প্রদান করা হয় ।

বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিদর্শন

১২.৫ । ১৯৯৩-৯৪ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ ২১টি অনুমোদিত ডিলারের প্রধান কার্যালয়/মুখ্য অফিসসমূহসহ ২৪৪টি শাখায় বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত লেনদেনের পরিদর্শন কাজ পরিচালনা করে । পরিদর্শন কার্যক্রম শেষে অনিয়মসমূহ চিহ্নিতকরণ পূর্বক তা দূরীকরণের সুপারিশ এবং বাস্তবায়নের নির্দেশসহ প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন ১৭টি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়/মুখ্য অফিসে প্রেরণ করা হয় । এছাড়া, আলোচ্য বছরে অনুমোদিত ডিলারের ১২০টি ব্যাংক শাখা ও ২৬৪টি ইন্ডেন্টিং ফার্মের বিশেষ পরিদর্শন কাজ সম্পন্ন করে পরিদর্শন প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট বিভাগ/উপ-বিভাগে অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয় ।

এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন

১৩.১। ১৯৯৩-৯৪ সালে এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (Asian Clearing Union) এর আওতায় বাংলাদেশের মোট লেনদেনের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য বছরে সংঘটিত ছয়টি হিসাব নিষ্পত্তির সব ক'টিতেই পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় বাংলাদেশ নীট দেনাদার হয়। আলোচ্য বছরে ইউনিয়নভুক্ত দেশের সাথে বাংলাদেশের রপ্তানী পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় হ্রাস পায় কিন্তু আমদানীর পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। ফলে, ১৯৯৩-৯৪ সালে বাংলাদেশের নীট দেনার পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২২৯.৩৭ মিলিয়ন 'এএমইউ'[@] (AMU) বা শতকরা ৩০৭.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩০৩.৯৭ মিলিয়ন 'এএমইউ'-তে (১,৭১০.৩৫ কোটি টাকা) দাঁড়ায়।

১৩.২। ১৯৯৩-৯৪ সালে এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের আওতায় বাংলাদেশের প্রাপ্তির পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৬.৭১ মিলিয়ন 'এএমইউ' বা শতকরা ২৮.৯ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৪১.১৪ মিলিয়ন 'এএমইউ'-তে (২৩১.৩৬ কোটি টাকা) দাঁড়ায়। অপরদিকে, বাংলাদেশের পরিশোধের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২১২.৬৬ মিলিয়ন 'এএমইউ' বা শতকরা ১৬০.৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে আলোচ্য বছরে ৩৪৫.১১ মিলিয়ন 'এএমইউ'-তে (১,৯৪১.৭১ কোটি টাকা) দাঁড়ায়। বিগত তিন বছরে এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের আওতায় বাংলাদেশের প্রাপ্তি ও পরিশোধের বিবরণ ১৩.১ নম্বর সারণীতে দেখানো হ'ল।

সারণী—১৩.১

এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের আওতায়
বাংলাদেশের প্রাপ্তি ও পরিশোধ

(মিলিয়ন 'এএমইউ')

লেনদেনের খাত	১৯৯১-৯২	১৯৯২-৯৩	১৯৯৩-৯৪
১	২	৩	৪
১। প্রাপ্তি (রপ্তানী)	৭২.৩৬	৫৭.৮৫	৪১.১৪
	(৩৮০.৩২)	(৩১৮.১১)	(২৩১.৩৬)
২। পরিশোধ (আমদানী)	৩০৪.৮৮	১৩২.৪৫	৩৪৫.১১
	(১,৬১৫.৭৯)	(৭৩৩.২৩)	(১,৯৪১.৭১)
নীট উদ্বৃত্ত (+)/ঘাটতি(−)	−২৩২.৫২	−৭৪.৬০	−৩০৩.৯৭
	(−১,২৩৫.৪৭)	(−৪১৫.১২)	(−১,৭১০.৩৫)

নোট : বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাসমূহ কোটি টাকার অংকে।

@ এএমইউ = এশিয়ান মনিটারী ইউনিট (Asian Monetary Unit)
১ এএমইউ = ১ এসডিআর।

১৩.৩। এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের আওতাধীনে "কারেন্সী সোয়াপ ব্যবস্থায়" (Currency Swap Arrangement) স্টেট ব্যাংক অব্ পাকিস্তান, করাচীর সহিত ১৯৯৩-৯৪ সালে বাংলাদেশের বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১০.১৩ লক্ষ 'এএমইউ' (৫.৬৩ কোটি টাকা) এবং বিনিয়োগের বিপরীতে প্রাপ্ত সুদের পরিমাণ ছিল ৫.৭২ হাজার 'এএমইউ' (৩.১৯ লক্ষ টাকা)। পূর্ববর্তী বছরে উক্ত বিনিয়োগের পরিমাণ এবং এর বিপরীতে প্রাপ্ত সুদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২.৫২ মিলিয়ন 'এএমইউ' (১৩.৫৩ কোটি টাকা) এবং ০.০১ মিলিয়ন 'এএমইউ' (০.০৭ কোটি টাকা)।

১৩.৪। এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহের মোট বাণিজ্য ও বাণিজ্যের ভারসাম্যের তুলনামূলক অবস্থা ১৩.২ নম্বর সারণীতে দেখানো হ'ল।

সারণী-১৩.২

এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহের মোট বাণিজ্য ও বাণিজ্যের ভারসাম্য

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

দেশসমূহ	এ. সি. ইউ-তে রপ্তানী		এ. সি. ইউ থেকে আমদানী		উদ্বৃত্ত (+)/ঘাটতি(−)	
	১৯৯১*	১৯৯২	১৯৯১*	১৯৯২	১৯৯১*	১৯৯২
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
বাংলাদেশ	১১৩	৯৭	২৫৭	৩৮৫	−১৪৪	−২৮৮
মায়ানমার	৬৯	১০০	৭	১০	+ ৬২	+ ৯০
ভারত	৭৪৪	৭২১	৭৩১	৮৮৭	+ ১৩	−১৬৬
ইরান	৮৫০	৯৬০	৪৫৬	৩৯৩	+ ৩৯৪	+ ৫৬৭
নেপাল	২২	২৩	৯৮	৯৫	−৭৬	−৭২
পাকিস্তান	৩৮৯	৪৪৯	২৭০	৩৫৬	+ ১১৯	+ ৯৩
শ্রীলংকা	১২০	১২৭	৪৮০	৫৪৪	−৩৬০	−৪১৭
মোট ঃ	২,৩০৭	২,৪৭৭	২,২৯৯	২,৬৭০	+ ৮	−১৯৩

উৎস ঃ এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের বার্ষিক রিপোর্ট, ১৯৯৩।

নোট ঃ (১) রপ্তানী (এফ, ও, বি)।
(২) আমদানী (সি, আই, এফ)।

* সংশোধিত।

নোট ও ধাতব মুদ্রা

ব্যাংক নোট

১৪.১। ১৯৯৩ সালের ২৪শে জুলাই ও ১লা ডিসেম্বর এবং ১৯৯৪ সালের ২৬শে জুন থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর জনাব খোরশেদ আলমের স্বাক্ষরযুক্ত বিদ্যমান নকশা সম্বলিত যথাক্রমে দশ টাকা, পঞ্চাশ টাকা এবং পাঁচশত টাকা মূল্যমানের ব্যাংক নোট বাজারে ছাড়া হয়।

পাঁচ টাকার নোট

১৪.২। ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে বাজারে চালু ৫ টাকা মূল্যমানের নোটের পরিমাণ ১৯৯৩ সালের ৩০শে জুনের ৮৮.০১ কোটি টাকার তুলনায় ১৮.৭০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১০৬.৭১ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

দশ টাকার নোট

১৪.৩। ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে বাজারে চালু ১০ টাকা মূল্যমানের নোটের পরিমাণ ১৯৯৩ সালের ৩০শে জুনের ৩৪১.৩০ কোটি টাকার তুলনায় ৭.১৬ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৩৪৮.৪৬ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

বিশ টাকার নোট

১৪.৪। ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে বাজারে চালু ২০ টাকা মূল্যমানের নোটের পরিমাণ ১৯৯৩ সালের ৩০শে জুনের ১৩২.৮০ কোটি টাকার তুলনায় ৯.৫৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৪২.৩৯ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

পঞ্চাশ টাকার নোট

১৪.৫। ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে বাজারে চালু ৫০ টাকা মূল্যমানের নোটের পরিমাণ ১৯৯৩ সালের ৩০শে জুনের ১৯১.১৬ কোটি টাকার তুলনায় ৩১৩.০২ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৫০৪.১৮ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

একশত টাকার নোট

১৪.৬। ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে বাজারে চালু ১০০ টাকা মূল্যমানের নোটের পরিমাণ ১৯৯৩ সালের ৩০শে জুনের ১,৮৫৩.৯৯ কোটি টাকার তুলনায় ৩৭৩.০৬ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২,২২৭.০৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

পাঁচশত টাকার নোট

১৪.৭। ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে বাজারে চালু ৫০০ টাকা মূল্যমানের নোটের পরিমাণ ১৯৯৩ সালের ৩০শে জুনের ২,২৭৭.৯৮ কোটি টাকার তুলনায় ৩৫৯.৪৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২,৬৩৭.৪১ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

অন্যান্য নোট ও ধাতব মুদ্রাসমূহ

দু'টাকার নোট

১৪.৮। ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে বিদ্যমান নকশা সম্বলিত বাজারে চালু দু'টাকা মূল্যমানের নোটের পরিমাণ ১৯৯৩ সালের ৩০শে জুনের ২৫.২৯ কোটি টাকা থেকে ১১.৩২ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬.৬১ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

এক টাকার নোট ও ধাতব মুদ্রা

১৪.৯। ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে বিদ্যমান নকশা সম্বলিত বাজারে চালু এক টাকা মূল্যমানের নোট ও ধাতব মুদ্রার পরিমাণ ১৯৯৩ সালের ৩০শে জুনের ৫৯.৬১ কোটি টাকা থেকে ৪.৬৫ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ৫৪.৯৬ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

অন্যান্য ধাতব মুদ্রাসমূহ

১৪.১০। ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে বাজারে চালু এক টাকার কম মূল্যমানের ধাতব মুদ্রাসমূহর পরিমাণ ১৯৯৩ সালের ৩০শে জুনের ৪৮.৮৫ কোটি টাকা থেকে ০.৯১ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৯.৭৬ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

প্রশাসন

পরিচালক পর্ষদ পুনর্গঠন

১৫.১। ১৯৯৩-৯৪ সালে সরকার পর্যায়ক্রমে মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আবদুল হালিমকে ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ তারিখ এবং জনাব জুলমত আলী খানকে ১৬ই এপ্রিল, ১৯৯৪ তারিখ থেকে পর্ষদের পরিচালকের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন। অব্যাহতি প্রাপ্ত এ দু'জন পরিচালকের স্থলে পর্যায়ক্রমে দু'জনকে পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে সরকার মনোনয়ন দান করেন। মনোনীত দু'জন পর্ষদ পরিচালক হচ্ছেন যথাক্রমে জনাব এম, আখতার আলী (২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ তারিখ থেকে) এবং জনাব আবদুল মোমেন (১৬ই এপ্রিল, ১৯৯৪ তারিখ থেকে)।

ডেপুটি গভর্নরের দায়িত্বভার পুনঃগ্রহণ

১৫.২। জনাব এ,বি,এম, মাহবুবুল আমিন খান ১৯৯৪ সালের ২০শে জানুয়ারী চাকরির নির্ধারিত মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ডেপুটি গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন। চাকরির মেয়াদ শেষে সরকার তাঁকে পরবর্তী দু'বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দান করায় জনাব খান ২০শে জানুয়ারী, ১৯৯৪ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরের দায়িত্বভার পুনঃগ্রহণ করেন।

পরিচালক পর্ষদ/নির্বাহী কমিটি/সমন্বয় কমিটির সভা

১৫.৩। ১৯৯৩-৯৪ সালে ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের ১২টি, নির্বাহী কমিটির ৬টি এবং সমন্বয় কমিটির ৫টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিভিন্ন পদে নিয়োগ

১৫.৪। ১৯৯৩-৯৪ সালে ব্যাংকের চাকরিতে বিভিন্ন পদে নিয়োগসমূহ ছিল নিম্নরূপঃ

১।	সহকারী পরিচালক (সাধারণ)	২ জন
২।	সহকারী পরিচালক (গবেষণা)	৭ জন
৩।	সহকারী পরিচালক (প্রকৌশল)	২ জন
৪।	সহকারী পরিচালক (চিকিৎসা)	৪ জন
৫।	অফিসার	১১ জন
৬।	মুদ্রা/নোট পরীক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারী	২৭ জন
	মোটঃ	৫৩ জন

বিভিন্ন কারণে ব্যাংকের কর্মকর্তা /কর্মচারীর সংখ্যা হ্রাস

১৫.৫। ১৯৯৩-৯৪ সালে ব্যাংকে মৃত্যু/অবসর-গ্রহণ/চাকরিচ্যুতি ও পদত্যাগের কারণে হ্রাসপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা ছিল নিম্নরূপঃ

ক)	মৃত্যু	১৯ জন
খ)	অবসরগ্রহণ	৫০ জন
গ)	চাকরিচ্যুতি	১০ জন
ঘ)	পদত্যাগকরণ	৩৫ জন
	মোটঃ	১১৪ জন

একীভূত/সৃষ্ট নতুন বিভাগ/কোষ

১৫.৬। ১৯৯৩-৯৪ সালে ব্যাংকের পল্লী ঋণ প্রকল্প বিভাগ ও কৃষি ঋণ বিভাগ-২কে একীভূত করে "কৃষি ঋণ প্রকল্প বিভাগ" নামে একটি নতুন বিভাগ গঠন এবং ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগের অধীনে 'ইসলামী ব্যাংকিং কোষ' নামে একটি কোষ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ওয়ার্কিং কমিটি গঠন

১৫.৭। ১৯৯৩-৯৪ সালে গবেষণা বিভাগের ইসলামী অর্থনীতি সেল এবং ব্যাংকে নিয়ন্ত্রণ বিভাগের ইসলামী ব্যাংকিং কোষ-এর তিনজন কর্মকর্তার সমন্বয়ে "ওয়াকিং কমিটি অন ইসলামিক ব্যাংকিং এ্যাক্ট এন্ড ফাইনান্সিয়াল ইন্সট্রুমেন্টস" নামে একটি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি বাংলাদেশের জন্য স্বতন্ত্র ইসলামী ব্যাংকিং আইনের খসড়া/ বর্তমান ব্যাংক কোম্পানী আইনে সংযোজিতব্য প্রয়োজনীয় সংশোধনীর খসড়া এবং বিভিন্ন ধরনের ইসলামিক ফাইনান্সিয়াল ইন্সট্রুমেন্টস-এর খসড়া রূপরেখা প্রণয়ন করবে।

সৃষ্ট/বিলুপ্ত পদসংখ্যা

১৫.৮। ১৯৯৩-৯৪ সালে ব্যাংকের কর্মকর্তা/ কর্মচারী পর্যায়ে ৬৫৬টি পদ বিলুপ্ত করা হয়। একই সময়ে কর্মকর্তা /কর্মচারী পর্যায়ে মোট ২৪২টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়। ফলে, সামগ্রিকভাবে কর্মকর্তা /কর্মচারী পর্যায়ে ব্যাংকের মোট পদসংখ্যা ১৯৯৩-৯৪ সালে ৪১৪টি হ্রাস পায়।

ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মোট সংখ্যা

১৫.৯। আলোচ্য বছরে ব্যাংকের কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সংখ্যা ৬১ জন হ্রাস পেয়ে ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে মোট ৬,৪৩৫ জনে দাঁড়ায়।

প্রেষণে নিয়োজিত কর্মকর্তার সংখ্যা

১৫.১০। ১৯৯৩-৯৪ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের ৬ জন কর্মকর্তা দেশের ও বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রেষণে নিয়োজিত ছিলেন।

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

১৫.১১। ১৯৯৩-৯৪ সালে ব্যাংকের ৫২ জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স/সেমিনার/ কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য বিদেশে প্রেরণ করা হয়।

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

১৫.১২। ১৯৯৩-৯৪ সালে ব্যাংকের মোট ২০৪ জন কর্মকর্তা দেশের বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন।

১৫.১৩। ব্যাংকের কর্মকর্তাদের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জ্ঞানের উন্নয়ন এবং পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশিক্ষণ একাডেমী ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ১৯৯৩-৯৪ সালে ৪টি কর্মকালীন প্রশিক্ষণ কোর্স, ৩টি বুনিয়াদী কোর্স, ব্যাংকিং রীতিনীতি ও ব্যাংক পরিদর্শন কলাকৌশল শীর্ষক ২টি কোর্স, কম্পিউটার পরিচিতি শীর্ষক ১টি সংক্ষিপ্ত কোর্স এবং আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং ও বৈদেশিক বাণিজ্য শীর্ষক ১টি কোর্সের আয়োজন করে। উপরোক্ত কোর্সগুলোতে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ৩৪১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া, আলোচ্য বছরে একাডেমী কর্তৃক আয়োজিত অর্থ ও ব্যাংকিং উপাত্ত রিপোর্টিং বিষয়ক ৯টি বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স ঢাকার বাইরের বিভিন্ন জেলা সদরে অনুষ্ঠিত হয়। বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন রিপোর্টিং বিষয়ক ৬টি, সিআইবি-০১ নম্বর ফরম পূরণ পদ্ধতি বিষয়ক ৫টি এবং ঋণের শ্রেণীবিন্যাস ও প্রভিশনিং-এর সংশোধিত নীতিমালা বিষয়ক ১০টি বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স ঢাকার বাইরে বিভিন্ন বিভাগীয়/ জেলা সদরে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য বছরে একাডেমী বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের কর্মকর্তাদের জন্য ৬টি সেমিনারের আয়োজন করে, যাতে ২২৭ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

১৫.১৪। বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়াশিংটনস্থ আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায় ১৯৯৪ সালের এপ্রিল মাসে তিন দিন ব্যাপী "সমষ্টিক অর্থনীতি এবং আর্থিক নীতিসমূহ" শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করেছিল। ১৯৯৪ সালের ১০ই মে তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থমন্ত্রণালয় ও আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সহযোগিতায় অতি উচ্চ পর্যায়ের সরকারী ও বেসরকারী প্রতিনিধিগণের জন্য "সংস্কার প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচন" শীর্ষক একদিন ব্যাপী একটি সেমিনারের আয়োজন করেছিল।

বার্ষিক হিসাব

ইস্যু বিভাগ ঃ দায় ও সম্পদ

১৬.১। ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুন নাগাদ বাংলাদেশ ব্যাংকের ইস্যু বিভাগ থেকে মোট ৫,৯৬৭.০০ কোটি টাকার ব্যাংক নোট ইস্যু করা হয়, যা ১৯৯৩ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ইস্যুকৃত ৪,৮৮৫.৬৭ কোটি টাকার তুলনায় ১,০৮১.৩৩ কোটি টাকা বেশী ছিল। ইস্যুকৃত নোটের বিপরীতে রক্ষিত সম্পদের মধ্যে ছিল ১০৯.১৬ কোটি টাকার সোনা, ৩,৪০০.০০ কোটি টাকার অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা, ১৬.৬০ কোটি টাকার কারেন্সী নোট ও ধাতব মুদ্রা, ২০৫.১৬ কোটি টাকার বাংলাদেশ সরকারের ঋণপত্র এবং ২,২৩৬.০৮ কোটি টাকার অভ্যন্তরীণ বিনিময় বিল ও অন্যান্য বাণিজ্যিক বিল। তুলনামূলকভাবে, ১৯৯৩ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ইস্যুকৃত নোটের বিপরীতে সম্পদের মধ্যে ছিল ১০৩.২১ কোটি টাকার সোনা, ২,২০০.০০ কোটি টাকার অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা, ২৩.২৭ কোটি টাকার কারেন্সী নোট ও ধাতব মুদ্রা, ২৪৯.১১ কোটি টাকার বাংলাদেশ সরকারের ঋণপত্র এবং ২,৩১০.০৮ কোটি টাকার অভ্যন্তরীণ বিনিময় বিল ও অন্যান্য বাণিজ্যিক বিল।

১৬.২। ইস্যু বিভাগের ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনের স্থিতিপত্র ৮০-৮১ নম্বর পৃষ্ঠায় দেয়া হয়েছে।

ব্যাংকিং বিভাগ ঃ দায় ও সম্পদ

১৬.৩। ব্যাংকের বিভিন্ন বিধিবদ্ধ তহবিলসমূহে লাভ-ক্ষতির হিসাব থেকে ৩৮.০০ কোটি টাকা উপযোজনের ফলে দায় খাতে বিধিবদ্ধ তহবিলসমূহের স্থিতি* ১৯৯৩ সালের ৩০শে জুনের ৫৩৬.৮৪ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৪ সালের ৩০ শে জুনে ৫৭৪.৮৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। সরকারী আমানতের পরিমাণ ১৯৯৩ সালের ৩০শে জুনের ০.৯৪ কোটি টাকার তুলনায় ০.০৬ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে ০.৮৮ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ব্যাংকসমূহের আমানত ১৯৯৩ সালের ৩০ শে জুনের ৩,৫৩৯.৬০ কোটি টাকার তুলনায় ১,২২৯.৮৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে ৪,৭৬৯.৪৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অন্যান্য আমানত ১৯৯৩ সালের ৩০শে জুনের ৫,৬৩৩.২৫ কোটি টাকা থেকে ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে ১৬৭.২০ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ৫,৪৬৬.০৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। দেয় বিল খাতে স্থিতি ১৯৯৩ সালের ৩০শে জুনের ৫০.৮২ কোটি টাকা থেকে ১৪৯.৪৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৪ সালের ৩০ শে জুনে ২০০.২৭ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অন্যান্য দায় ১৯৯৩ সালের ৩০শে জুনের ১,৩৩০.০৫ কোটি টাকার তুলনায় ২৮১.০৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে ১,৬১১.১০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। এস, ডি, আর-এর পরিমাণ ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে পূর্ববর্তী বছরের ৯১.৭৪ কোটি টাকায় অপরিবর্তিত থাকে।

১৬.৪। ১৯৯৩ সালের ৩০শে জুনে ব্যাংকিং বিভাগের সম্পদ খাতে বাট্টাকৃত সরকারী ট্রেজারী বিলের স্থিতি ১৩.৯৩ কোটি টাকার তুলনায় ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে ১৩.৯৩ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে শূন্যের কোঠায় দাঁড়ায়। বাংলাদেশের বাইরে রক্ষিত সম্পদের স্থিতি ১৯৯৩ সালের ৩০শে জুনের ৬,১৩৭.৪৭ কোটি টাকা থেকে ১,৪৮২.১৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে ৭,৬১৯.৬৬ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। সরকারকে প্রদত্ত ঋণ ও আগামের স্থিতি ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে পূর্ববর্তী বছরের ২০.০০ কোটি টাকায় অপরিবর্তিত থাকে। অন্যান্য ঋণ ও আগামের স্থিতি ১৯৯৩ সালের ৩০শে জুনের ৭৩৬.৬১ কোটি টাকা

* ঋণ নিশ্চয়তা তহবিল (ক্রেডিট গ্যারান্টি ফান্ড) অন্তর্ভুক্ত নয়।

থেকে ৬৫২.৩২ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে ১,৩৮৮.৯৩ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। বিনিয়োগ খাতে স্থিতির পরিমাণ ১৯৯৩ সালের ৩০শে জুনের ২,০১৭.৮০ কোটি টাকা থেকে ৪৭৬.০৬ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে ১,৫৪১.৭৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অন্যান্য সম্পদ ১৯৯৩ সালের ৩০শে জুনের ২,২৬৩.০০ কোটি টাকা থেকে ১১৩.৭৯ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে ২,১৪৯.২১ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

১৬.৫। ব্যাংকিং বিভাগের ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনের স্থিতিপত্র ৮২-৮৩ নম্বর পৃষ্ঠায় দেয়া হয়েছে।

লাভ-ক্ষতির তুলনামূলক হিসাব

১৬.৬। বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৯৯২-৯৩ ও ১৯৯৩-৯৪ সালের লাভ-ক্ষতির হিসাবের একটি সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক বিবরণ নিম্নে দেখানো হ'ল।

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	১৯৯২-৯৩	১৯৯৩-৯৪	পরিবর্তন
১	২	৩	৪
মোট আয়	৬৯০.৩৩	৬৬৫.১৩	−২৫.২০
মোট ব্যয়	১৬৮.১৮	১৮৮.৭১	+২০.৫৩
প্রকৃত মুনাফা:	৫২২.১৫	৪৭৬.৪২	−৪৫.৭৩

১৬.৭। উপরোক্ত হিসাব থেকে দেখা যায় যে, ১৯৯২-৯৩ সালের তুলনায় ১৯৯৩-৯৪ সালে মোট আয় ২৫.২০ কোটি টাকা হ্রাস পাওয়ায় এবং মোট ব্যয় ২০.৫৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকৃত মুনাফা ৪৫.৭৩ কোটি টাকা হ্রাস পেয়েছে।

১৬.৮। উপরে বর্ণিত ৪৭৬.৪২ কোটি টাকা মুনাফা থেকে ঋণ নিশ্চয়তা তহবিল এবং বিভিন্ন বিধিবদ্ধ তহবিলে (Statutory Funds) মোট ৪০.০০ কোটি টাকা স্থানান্তরিত করা হয়, অবশিষ্ট ৪৩৬.৪২ কোটি টাকা সরকারকে প্রদান করা হবে। ব্যাংকের ১৯৯৩-৯৪ সালের মুনাফা আবন্টনের বিবরণ ১৬.১ নম্বর সারণীতে দেখানো হ'ল।

সারণী — ১৬.১

বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৯৯৩-৯৪ সালের মুনাফা আবন্টন

বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২
১। বিধিবদ্ধ তহবিলসমূহে উপযোজন	
(ক) পল্লী ঋণ তহবিল	১৫,০০,০০,০০০.০০
(খ) শিল্প ঋণ তহবিল	৪,০০,০০,০০০.০০
(গ) রপ্তানী ঋণ তহবিল	৪,০০,০০,০০০.০০
(ঘ) কৃষি ঋণ স্থিতিশীলকরণ তহবিল	১৫,০০,০০,০০০.০০
	৩৮,০০,০০,০০০.০০
২। ঋণ নিশ্চয়তা তহবিলে স্থানান্তর	২,০০,০০,০০০.০০
উপ-সমষ্টি (১+২) ঃ	৪০,০০,০০,০০০.০০
৩। সরকারকে প্রদেয় অর্থের পরিমাণ	৪৩৬,৪২,২৯,৮০৫.০০
সর্বমোট টাকা ঃ	৪৭৬,৪২,২৯,৮০৫.০০

১৬.৯। ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে সমাপ্ত অর্থ বছরের বাংলাদেশ ব্যাংকের লাভ-ক্ষতির হিসাব ৮৪-৮৫ পৃষ্ঠায় দেয়া হয়েছে।

হিসাব নিরীক্ষক নিয়োগ

১৬.১০। বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ, ১৯৭২-এর ৬৫(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৯৯৩-৯৪ সালের হিসাব নিরীক্ষণের জন্য দু'টি চাটার্ড একাউন্ট্যান্ট প্রতিষ্ঠান যথা ঃ মেসার্স হক, শাহআলম, মনসুর এণ্ড কোম্পানী এবং মেসার্স এম, এ, মালেক এণ্ড কোম্পানীকে নিয়োগ প্রদান করেন। ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুনে সমাপ্ত অর্থ বছরে ব্যাংকের স্থিতিপত্র ও লাভ-ক্ষতির হিসাব সম্পর্কে হিসাব নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন ৮৬ নম্বর পৃষ্ঠায় দেয়া হয়েছে।

প্রশংসা জ্ঞাপন

১৬.১১। আলোচ্য বছরে ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ যে বিশেষ আনুগত্য ও আন্তরিক কর্তব্যপরায়ণতা সহকারে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন তা সম্পর্কে ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদ সপ্রশংস উপলব্ধি লিপিবদ্ধ করেন।

স্থিতিপত্র

ও

লাভ-ক্ষতির হিসাব

(৩০শে জুন, ১৯৯৪ তারিখে সমাপ্ত বছরের)

বাংলাদেশ
স্থিতি
ইস্যু

দায়

বিবরণ	৩০শে জুন, ১৯৯৪		৩০শে জুন, ১৯৯৩	
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
১	২	৩	৪	৫
ব্যাংকিং বিভাগে রক্ষিত নোট	৭৯,৫৪,২১০		৪৩,৪৭,৩৬৭	
প্রচলিত নোট*	৫৯৬৬,২০,১৩,০৪০		৪৮৮৫,২৩,২২,৯৬৮	
মোট প্রচলিত নোট*		৫৯৬৬,৯৯,৬৭,২৫০		৪৮৮৫,৬৬,৭০,৩৩৫
মোট দায় :		**৫৯৬৬,৯৯,৬৭,২৫০**		**৪৮৮৫,৬৬,৭০,৩৩৫**

* বাতিলকৃত পাকিস্তানী নোট যা বাজার হতে প্রত্যাহৃত হয়েছে তদপরিবর্তে পাকিস্তান সরকার/স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান-এর উপর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার/বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবি রয়েছে। চালুকৃত নোটের পরিমাণ সম্বন্ধীয় উল্লিখিত বিবরণী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার/বাংলাদেশ ব্যাংকের উক্ত দাবি সম্পর্কে কোন প্রতিকূলতা সৃষ্টি করবে না।

ব্যাংক
পত্র
বিভাগ

সম্পদ

বিবরণ	৩০শে জুন, ১৯৯৪		৩০শে জুন, ১৯৯৩	
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
১	২	৩	৪	৫
ক) স্বর্ণ মুদ্রা ও স্বর্ণ বার	১০৯,১৫,৯৭,০০০		১০৩,২০,৬২,০০০	
রৌপ্য বার	নেই		নেই	
আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলে রক্ষিত এস. ডি. আর	নেই		নেই	
অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা	৪৪০০,০০,০০,০০০	৪৫০৯,১৫,৯৭,০০০	২২০০,০০,০০,০০০	২৩০৩,২০,৬২,০০০
খ) টাকা মুদ্রা	১৬,৬০,০৫,৯৫৯		২৩,২৭,০৯,০৪৪	
বাংলাদেশ সরকারের ঋণ পত্র **	২০৫,১৫,৩৪,০৮৬		২৪৯,১০,৬৯,০৮৬	
অভ্যন্তরীণ বিনিময় বিল ও অন্যান্য বাণিজ্যিক বিল	২২৩৬,০৮,৩০,২০৫	২৪৫৭,৮৩,৭০,২৫০	২৩১০,০৮,৩০,২০৫	২৫৮২,৪৬,০৮,৩৩৫
মোট সম্পদ ঃ		৫৯৬৬,৯৯,৬৭,২৫০		৪৮৮৫,৬৬,৭০,৩৩৫

** পাকিস্তানী নোটের পরিবর্তে বাংলাদেশী নোট ইস্যু করার জন্য সম্পদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সৃষ্ট বিশেষ এডহক ট্রেজারী বিলও এর অন্তর্ভুক্ত।

দায়

বিবরণ	৩০শে জুন, ১৯৯৪		৩০শে জুন, ১৯৯৩	
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
১	২	৩	৪	৫
পরিশোধিত মূলধন		৩,০০,০০,০০০		৩,০০,০০,০০০
সংরক্ষিত তহবিল		৩,০০,০০,০০০		৩,০০,০০,০০০
পল্লী ঋণ তহবিল		২২৬,০৫,৯৫,৫০০		২১১,০৫,৯৫,৫০০
শিল্প ঋণ তহবিল		৬৩,৭৮,৫২,৪৫০		৫৯,৭৮,৫২,৪৫০
রপ্তানী ঋণ তহবিল		৬৫,০০,০০,০০০		৬১,০০,০০,০০০
কৃষি ঋণ স্থিতিশীলকরণ তহবিল		২২০,০০,০০,০০০		২০৫,০০,০০,০০০
আমানত				
ক) সরকার	৬৭,৮৪,২৭৫		৯৩,৯২,১৩৩	
খ) ব্যাংক	৪৭৬৯,৪৪,৭৫,৯৪৭		৩৫৩৯,৫৯,৬২,০৫৩	
গ) অন্যান্য	৫৪৬৬,০৫,১৯,৮৭৯	১০২৩৬,৩৭,৮০,১০১	৫৬৩৩,২৫,৩৯,৯৯৩	৯১৭৩,৭৮,৯৪,১৭৯
এস, ডি, আর এর বরাদ্দ		৯১,৭৪,৩১,২০৬		৯১,৭৪,৩১,২০৬
দেয় বিল		২০০,২৬,৯০,৭৫৫		৫০,৮২,৩১,৪৪৫
অন্যান্য দায়		১৬১১,০৯,৮৭,১১৬		১৩৩০,০৫,১৬,৭৩২
মোট দায় :		১২৭২০,৩৩,৩৭,১২৮		১১১৮৯,২৪,৯১,৫১২

সম্পদ

বিবরণ	৩০শে জুন, ১৯৯৪		৩০শে জুন, ১৯৯৩	
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
১	২	৩	৪	৫
নোট		৭৯,৫৪,২১০		৪৩,৪৭,৩৬৭
টাকা মুদ্রা		নেই		নেই
সম্পূরক মুদ্রা		৩৭৭		৯৬
ক্রীত ও বাট্টাকৃত বিল				
ক) অভ্যন্তরীণ	নেই		নেই	
খ) বৈদেশিক	নেই		নেই	
গ) সরকারী ট্রেজারী বিল	নেই	নেই	১৩,৯৩,৩২,৬১২	১৩,৯৩,৩২,৬১২
বাংলাদেশের বাইরে				
রক্ষিত স্থিতি*		৭৫১৯,৬৫,৫৮,৬৪২		৬১৩৭,৪৬,৮৪,৪২০
আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলে				
রক্ষিত এস, ডি আর		নেই		নেই
সরকারকে প্রদত্ত ঋণ				
ও আগাম		২০,০০,০০,০০০		২০,০০,০০,০০০
অন্যান্য ঋণ ও আগাম		১৩৬৮,৯৩,১৫,০৬৯		৭৩৬,৬১,১৯,৬২৩
বিনিয়োগ		১৫৪১,৭৪,৪০,৮৪০		২০১৭,৮০,০৫,৮৪০
অন্যান্য সম্পদ		২১৪৯,২০,৬২,৯৯০		২২৬৩,০০,০১,৫৫৪
মোট সম্পদ ঃ		**১২৭২০,৩৩,৩৭,১২৮**		**১১১৮৯,২৪,৯১,৫১২**

* নগদ টাকা ও স্বল্প মেয়াদী ঋণপত্র এর অন্তর্ভুক্ত।

লাভ-ক্ষতির হিসাব

	৩০ শে জুন, ১৯৯৪ তারিখে সমাপ্ত বছরের টাকা	৩০শে জুন, ১৯৯৩ তারিখে সমাপ্ত বছরের টাকা
আয়		
সুদ, বাট্টা, বিনিময়, কমিশন ও বিনিয়োগের উপর সুদ	৬৬৫,১৩,২৬,০৩৬	৬৯০,৩২,৭০,৯৯৮
ব্যয়		
প্রাতিষ্ঠানিক বেতন ও ভাতাদি	৫৬,৪১,৭৪,৬৩৯	৪৯,৯৬,৩৮,০২৪
পরিচালকবৃন্দের ফি ও ভাতাদি	৫৩,৩০০	১৫,৩০০
নিরীক্ষকদের ফি	১,৪০,০০০	৭০,০০০
ভাড়া, কর, বীমা, বিদ্যুৎ ইত্যাদি	৪,৪২,৬৭,২৩২	৪,০২,৩৭,৪০৭
আইন খরচ	১৪,৯৩,৭৫৬	১৫,০৬,৮৮৮
ডাক ও তার খরচ	৪৮,৭৪,১৪২	৪৬,৮০,৪৯৭
খাজনা প্রেরণ খরচ	৯১,১৫,৩১৮	৯০,২৯,৭৮৭
মুদ্রণ ও লেখ-সামগ্রী	২,০০,২২,০৪৬	১,৭৬,১৯,০৯৯
সিকিউরিটি প্রিন্টিং (চেক, নোট, ফরম ইত্যাদি)	৩৪,৯৫,৪৮,৯৫৬	২৪,০৪,৯৪,৯৫৯
ব্যাংক সম্পদের অবচয়	৪,৯৫,২৩,৩৫০	৪,৭০,১৭,৩৮৫
ব্যাংক সম্পদের মেরামত	১,৫৫,৪৬,৭০১	২,২২,৮২,৫৪১
এজেন্সী খরচ	১১,০৫,৯৩,৬৬১	১১,৩৩,৯৬,৮০৭
আই, এম, এফ খরচ	২০,৫০,৩০,২৬৯	২৭,৪৩,৩৮,২৩৫
সুদ ভর্তুকি (ব্যাংক ও অন্যান্য অর্থ লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদত্ত)	নেই	১৪,০১,৮৯৩
আমানতের উপর সুদ	২২,৬৯,৭৭,৯২৭	১৮,৭৭,২০,৮৯৬
কর্মচারী ভবিষ্য তহবিলের উপর সুদ	৮,০৪,১৩,৭৫৭	৭,২২,৯৮,৩৩৭
সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের উপর সুদ	১,০৯,৭২,২১৭	৯৪,১০,৫৪৬
এ, সি, ইউ লেনদেনের উপর সুদ	৩,৮৯,৯৯,১৮৬	১,৩০,৯৪,৯৪৯
বিবিধ খরচ	১২,৫৩,৭৯,৭৮৪	১২,৭৪,৯৭,৭৯০
প্রকৃত লাভ :	৪৭৬,৪২,২৯,৮০৫	৫২২,১৫,১৯,৯৭৮
মোট :	৬৬৫,১৩,২৬,০৩৬	৬৯০,৩২,৭০,৯৯৮

লাভ-ক্ষতির হিসাব

	৩০ শে জুন, ১৯৯৪ তারিখে সমাপ্ত বছরের টাকা	৩০শে জুন, ১৯৯৩ তারিখে সমাপ্ত বছরের টাকা
লাভ আবন্টন		
সংরক্ষিত তহবিলে স্থানান্তরিত	নেই	নেই
পল্লী ঋণ তহবিলে স্থানান্তরিত	১৫,০০,০০,০০০	১৫,০০,০০,০০০
শিল্প ঋণ তহবিলে স্থানান্তরিত	৪,০০,০০,০০০	৪,০০,০০,০০০
রপ্তানী ঋণ তহবিলে স্থানান্তরিত	৪,০০,০০,০০০	৪,০০,০০,০০০
কৃষি ঋণ স্থিতিশীলকরণ তহবিলে স্থানান্তরিত	১৫,০০,০০,০০০	১৫,০০,০০,০০০
ঋণ নিশ্চয়তা তহবিলে স্থানান্তরিত	২,০০,০০,০০০	২,০০,০০,০০০
সরকারকে প্রদেয় অর্থের পরিমাণ	৪৩৬,৪২,২৯,৮০৫	৪৮২,১৫,১৯,৯৭৮
স্থিতি	নেই	নেই
মোট ঃ	৪৭৬,৪২,২৯,৮০৫	৫২২,১৫,১৯,৯৭৮
সংরক্ষিত তহবিলের হিসাব		
৩০শে জুন, ১৯৯৩ সনের স্থিতি	৩,০০,০০,০০০	৩,০০,০০,০০০
লাভ-ক্ষতির হিসাব হতে স্থানান্তর	নেই	নেই
মোট ঃ	৩,০০,০০,০০০	৩,০০,০০,০০০

মোঃ রবিউল ইসলাম
মহাব্যবস্থাপক (হিসাব)

কামাল উদ্দিন আহমদ
ডেপুটি গভর্নর

খোরশেদ আলম
গভর্নর

হিসাব নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন

প্রতি ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,

আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকের ঢাকায় অবস্থিত প্রধান কার্যালয় এবং অন্যান্য ৯টি শাখা অফিসে রক্ষিত হিসাবের বই ও নথিপত্রের সংগে ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুন তারিখে প্রস্তুতকৃত ইস্যু বিভাগ ও ব্যাংকিং বিভাগের স্থিতিপত্রদ্বয় এবং উক্ত তারিখে সমাপ্ত বৎসরের লাভ-ক্ষতি হিসাব পরীক্ষা করিয়াছি। এই পরীক্ষা কাজ সম্পাদনের জন্য আমরা যে সব তথ্য ও ব্যাখ্যা দরকার মনে করিয়াছি তাহা সম্পূর্ণ এবং সন্তোষজনকভাবে পাইয়াছি। আমাদের মতে স্থিতিপত্রদ্বয় পূর্ণাংগ ও যথাযথভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং এইগুলিতে সকল প্রয়োজনীয় তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। আমাদিগকে প্রদত্ত তথ্য, ব্যাখ্যা এবং হিসাবের বই অনুসারে এই স্থিতিপত্রদ্বয় ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুন তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিষয়াদি সত্য এবং সঠিকভাবে প্রদর্শন করে।

ঢাকা ৩০শে শ্রাবণ, ১৪০১ বাং ১৪ই আগষ্ট, ১৯৯৪ইং	হক, শাহআলম, মনসুর এণ্ড কোং চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস	এম, এ, মালেক এণ্ড কোং চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

পরিশিষ্ট

বাংলাদেশ ঃ কিছু নির্বাচিত পরিসংখ্যান

বাংলাদেশ ঃ কিছু নির্বাচিত পরিসংখ্যান

সারণী-১

আয়তন ও জনসংখ্যা

১। আয়তন			১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার[স]
		১৯৯২-৯৩	১৯৯৩-৯৪ (প্রাক্কলিত)
২। জনসংখ্যা		১১৩.২ মিলিয়ন	১১৫.৬ মিলিয়ন
৩। জনসংখ্যার ঘনত্ব			
	(ক) মোট আয়তনের প্রতি বর্গ কিলোমিটারে	৭৬৭.১[স]	৭৮৩.৪
	(খ) চাষযোগ্য জমির প্রতি বর্গ কিলোমিটারে	১,১৬১	১,১৮৫

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

স সংশোধিত।

সারণী-২

জাতীয় আয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

(কোটি টাকায়)

দফা/খাতসমূহ	১৯৯২-৯৩স	শতকরা পরিবর্তনস	১৯৯৩-৯৪ (প্রাথমিক প্রাক্কলন)	শতকরা পরিবর্তন
১	২	৩	৪	৫
১। জিডিপি (১৯৮৪-৮৫'র স্থির উপাদান খরচে)	৫২,১৪৫.৫	৩.৮৪	৫৪,৪৬৫.০	৪.৪৫
২। জিডিপি (১৯৮৪-৮৫'র স্থির বাজার মূল্যে)	৫৬,০২১.৯	৪.৪৮	৫৮,৬০৫.০	৪.৬১
৩। জিডিপি (চলতি বাজার মূল্যে)	৯৪,৭৮৯.৬	৪.৫৭	১,০৩,৫৪৬.৪	৯.২৪
৪। মোট বিনিয়োগ (চলতি বাজার মূল্যে)	১৩,০৮৪.৮	১৯.১২	১৪,৪৭৬.৭	১০.৬৪
	১৩.৮০*		১৩.৯৮*	
৫। মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় (চলতি বাজার মূল্যে)	৬,১৫২.৩	১৬.২৩	৭,২৩৩.৩	১৭.৫৭
	৬.৪৯**		৬.৯৯**	
৬। জিডিপি'র খাত-ওয়ারী বিতরণ (১৯৮৪-৮৫'র স্থির বাজার মূল্যে)	জিডিপি'র অংশ		জিডিপি'র অংশ	
	টাকা	শতকরা হিসেবে	টাকা	শতকরা হিসেবে
(ক) কৃষি	২০,১২৩.০	৩৫.৯২	২০,৪৭৬.৯	৩৪.৯৪
		(১.৮১)		(১.৭৬)
(খ) শিল্প	৫,৯১৪.০	১০.৫৬	৬,৪৬৩.৯	১১.০৩
		(৯.০৯)		(৯.৩০)
(গ) নির্মাণ	৩,৪০৩.২	৬.০৮	৩,৫৯১.৮	৬.১৩
		(৪.৮১)		(৫.৫৪)
(ঘ) বিদ্যুৎ ও গ্যাস	৮৯৩.৩	১.৫৯	১,০২২.০	১.৭৪
		(১৩.৩৬)		(১৪.৪১)
(ঙ) অন্যান্য	২৫,৬৮৮.৪	৪৫.৮৫	২৭,০৫০.৪০	৪৬.১৬
		(৫.২৯)		(৫.৩০)
মোটঃ	৫৬,০২১.৯	১০০.০০	৫৮,৬০৫.০	১০০.০০

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।
* জিডিপি'র (চলতি বাজার মূল্যে) শতকরা ভাগ হিসেবে মোট বিনিয়োগ।
** জিডিপি'র (চলতি বাজার মূল্যে) শতকরা ভাগ হিসেবে মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়।
নোটঃ বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাসমূহ খাত-ওয়ারী প্রবৃদ্ধির হার নির্দেশক।
স সংশোধিত।

সারণী-৩

সরকারী অর্থসংস্থান এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)

(কোটি টাকায়)

খাতসমূহ	১৯৯২-৯৩	শতকরা ভাগ হিসেবে	১৯৯৩-৯৪	শতকরা ভাগ হিসেবে
১	২	৩	৪	৫
১। রাজস্ব আয় ঃ	১১,০৮০.০০	১০০.০০	১২,২৮০.০০	১০০.০০
ক) কর	৯,০৩০.০০	৮১.৬৫	৯,৮৮০.০০	৮০.৪৬
খ) কর বহির্ভূত	২,০৩০.০০	১৮.৩৫	২,৪০০.০০	১৯.৫৪
২। রাজস্ব ব্যয়	৮,৫১০.০০		৯,১৫০.০০	
৩। রাজস্ব উদ্বৃত্ত (+) রাজস্ব ঘাটতি (-)	২,৫৫০.০০	২৭.৭৫	৩,১৩০.০০	৩১.৬৪
৪। বৈদেশিক অনুদান	২,৬৯১.০০	২৯.২৮	২,০৪৪.০০	২০.৬৭
৫। বৈদেশিক ঋণ	৩,৬৭৪.০০	৩৯.৯৮	৪,৪৪৩.০০	৪৪.৯২
৬। অভ্যন্তরীণ মূলধন বাজেটের নীট্‌	১৫.০০	০.১৬	৭৮.০০	০.৭৯
৭। স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার নিজস্ব সম্পদ	২৬০.০০	২.৮৩	১৯৬.০০	১.৯৮
৮। মূলধন প্রাপ্তি (৩+৪+৫+৬+৭)	৯,১৯০.০০	১০০.০০	৯,৮৯১.০০	১০০.০০
৯। মূলধন ব্যবহার (গ+ঘ+ঙ+চ+ছ)	৯,১৯০.০০	১০০.০০	৯,৮৯১.০০	১০০.০০
(গ) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)	৮,১২১.০০	৮৮.৩৭	৯,৬০০.০০	৯৭.০৬
১) অভ্যন্তরীণ	(২,১৩০.০০)	(২৬.২৩)	(৩,৪৪০.০০)	(৩৫.৮৩)
২) বৈদেশিক	(৫,৯৯১.০০)	(৭৩.৭৭)	(৬,১৬০.০০)	(৬৪.১৭)
(ঘ) কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী	৪১৮.০০	৪.৫৫	৫৪৭.০০	৫.৫৩
(ঙ) এডিপি বহির্ভূত প্রকল্পসমূহ	১১৭.০০	১.২৭	১১৯.০০	১.২০
(চ) খাদ্য বাজেটের নীট্‌ ব্যয়	৫০৬.০০	৫.৫১	(-)৪০৬.০০	(-)৪.১০
(ছ) অন্যান্য	২৮.০০	০.৩০	৩১.০০	০.৩১

উৎস ঃ বাজেটের সংক্ষিপ্ত বিবরণী, ১৯৯৩-৯৪ এবং ১৯৯৪-৯৫, অর্থ মন্ত্রণালয়।

অর্থ, ঋণ এবং মূল্য সূচক

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	১৯৯২-৯৩	১৯৯৩-৯৪
১	২	৩
১। ব্রড মানি (এম-২)*	৩১,৫৩৫.৬০	৩৬,৪০৩.০০
	(১০.৫৫)	(১৫.৪৩)
২। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ*	২৯,২৭৩.৮০@	৩০,৬৯৫.২০@
	(৭.৫৯)	(৪.৮৬)
(ক) সরকারী খাত (রাষ্ট্রায়ত্ত খাতসহ)	৯,৯৫৬.৪০	৯,৭২২.৭০
	(৭.৪২)	(-২.৩৫)
(খ) সরকারী খাত	৩,৯২২.১০	৪,৬৮২.০০
	(৮.১৮)	(১৯.৩৭)
(গ) রাষ্ট্রায়ত্ত খাত	৬,০৩৪.৩০	৫,০৪০.৭০
	(৬.৯২)	(-১৬.৪৭)
(ঘ) বেসরকারী খাত	১৯,৩১৭.৪০	২০,৯৭২.৫০
	(৭.৬৮)	(৮.৫৭)
৩। জিডিপি'র-(চলতি বাজার মূল্যে) শতকরা হিসেবে ব্রড মানি	৩৩.২৭[স]	৩৫.১৬[প্র]
৪। ঢাকা মহানগরীর মধ্য আয়ের পরিবারসমূহের ভোক্তা-মূল্যের সাধারণ সূচক (বারো মাসের গড়)	৭৩৪.০০	৭৪৭.০০
	(১.৩৮)	(১.৭৭)

উৎস ঃ (১) পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক; (২) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

নোটঃ বন্ধনীর সংখ্যাসমূহ বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন নির্দেশক।

* জুন শেষের স্থিতি।

@ তফসিলী ব্যাংকসমূহকে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ বন্ডের সমন্বয়সহ।

প্র সাময়িক।

স সংশোধিত।

রিজার্ভ মুদ্রা ও তার উপাদানসমূহ

(কোটি টাকায়)

জুন শেষে	ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা	তফসিলী ব্যাংকসমূহের নিজস্ব সিন্দুকে নগদ জমা	তফসিলী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা*	অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা	৯১-দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিল	রিজার্ভ মুদ্রা (২+৩+৪+৫+৬)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৯৭৪-৭৫	২৯০,২০	২৬.৬০	৯২,৫০	০,১০	-	৪০৯,৪০
১৯৭৫-৭৬	৩২৯.৮০	৩৪.৩০	৯৮,০০	০,১০	-	৪৬২,২০
১৯৭৬-৭৭	৩৫৬.৩০	৬৫.৫০	১২৪.৪০	০,২০	-	৫৪৬,৪০
১৯৭৭-৭৮	৫০৪.৩০	৬৬.৪০	১১৫.৮০	০.৩০	-	৬৮৬,৮০
১৯৭৮-৭৯	৬১৩.৩০	৮০,০০	১৬২.৮০	০.১০	-	৮৫৬.২০
১৯৭৯-৮০	৬৯৩.৪০	১০৩,২০	২৪৭,০০	০.২০	-	১,০৪৩.৮০
১৯৮০-৮১	৯১৪.৮০	১২৬.২০	২৯৪.১০	০.২০	-	১,৩৩৫.৩০
১৯৮১-৮২	৮৭৭.৫০	১৩৫.৬০	২৬৭.২০	০.১০	-	১,২৮০.৪০
১৯৮২-৮৩	১,১৩৮.৬০	১৪৬.৫০	৩৩৮.৭০	০.৭০	-	১,৬২৪.৫০
১৯৮৩-৮৪	১,৫৫৬.৩০	২৩৫.৫০	৪৪৩.৯০	০.২০	-	২,২৩৫.৯০
১৯৮৪-৮৫	১,৭২২.৯০	২৭৫.৭০	৬৭৬.৭০	০.২০	-	২,৬৭৫.৫০
১৯৮৫-৮৬	১,৯৫৩.১০	৩৩৮.৪০	৯৭৯.৫০	০.৫০	-	৩,২৭১.৫০
১৯৮৬-৮৭	২,০৭৫.৬০	৩৬১.৩০	১,৩০৩.২২	১.৬৮	-	৩,৭৪১.৮০
১৯৮৭-৮৮	২,৪১৫.০০	৪০২.৩০	২,২৪০.২০	-	-	৫,০৫৭.৫০
১৯৮৮-৮৯	২,৬১৫.৬০	৪৩২.৫০	২,৪২০.৭০	-	-	৫,৪৬৮.৮০
১৯৮৯-৯০	৩,১৮৮.৩০	৫০৬.০০	২,৬২৩.০০	-	-	৬,৩১৭.৩০
১৯৯০-৯১	৩,৬১১.৮০	৬২৩.৯০	২,২৬৫.০০	-	২৬.০০	৬,৫২৬.৭০
১৯৯১-৯২	৪,০৭২.৬০	৫৯৮.৭০	২,১৫০.৮০	-	৯০.০০	৬,৯১২.১০
১৯৯২-৯৩	৪,৪৮০,১০	৫৩৮.৯০	৩,৯২৫.৮০	-	৫০.০০	৮,৯৯৪.৮০
১৯৯৩-৯৪	৫,৪১৬.০০	৬৯১.৫০	৫,২০০.৪০	-	২০০,০০	১১,৫০৭.৯০

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

নোট ঃ ১৯৮৭-৮৮ সাল থেকে পুনর্বিন্যস্ত শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তিতে প্রণীত।

* ওয়েজ আর্নার্স ক্লিয়ারিং একাউন্টে জমাসহ।

- = নেই।

সারণী-৬

রিজার্ভ মুদ্রার উৎসসমূহ

(কোটি টাকায়)

জুন শেষে	বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা			নীট বৈদেশিক সম্পদ	অন্যান্য পরিসম্পদ (নীট)	রিজার্ভ মুদ্রা (২+৩+৪+৫+৬)
	সরকার	তফসিলী ব্যাংকসমূহ	অন্যান্য সরকারী সংস্থা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৯৭৪-৭৫	৪৫৬.৬০	১১১.৪০	৩১.৯০	১০৪.৮০	-২৯৫.৩০	৪০৯.৪০
১৯৭৫-৭৬	৭২৩.৭০	১০১.৯০	৩০.৬০	-৮৮.৯০	-৩০৫.১০	৪৬২.২০
১৯৭৬-৭৭	৬৩৬.৩০	১২১.৩০	৩০.৫০	৬২.৪০	-৩০৪.১০	৫৪৬.৪০
১৯৭৭-৭৮	৭৬৬.২০	২৩১.৩০	৩৫.৬০	-৩৪.৭০	-৩১১.৬০	৬৮৬.৮০
১৯৭৮-৭৯	৭৩৪.৪০	৩৭৩.৬০	৯০.৯০	৯০.২০	-৪৩২.৯০	৮৫৬.২০
১৯৭৯-৮০	৯৫৩.৮০	৭০৯.৪০	১৮১.৬০	-২০১.১০	-৫৯৯.৯০	১,০৪৩.৮০
১৯৮০-৮১	১,৪৭৭.৯০	৯১২.৩০	২৪২.৭০	-৬২২.২০	-৬৭৫.৪০	১,৩৩৫.৩০
১৯৮১-৮২	১,৫৮১.১০	১,৩৩৫.৬০	৩০৯.৭০	-১,৩৫৯.৬০	-৫৮৬.৪০	১,২৮০.৪০
১৯৮২-৮৩	১,৪২০.৮০	১,২৫১.০০	৩৬৫.৮০	-৭৫২.৭০	-৬৬০.৪০	১,৬২৪.৫০
১৯৮৩-৮৪	১,৩৫১.৬০	১,৩৭৭.৩০	৫২৯.৫০	-২১৪.৭০	-৮০৭.৮০	২,২৩৫.৯০
১৯৮৪-৮৫	১,৪২৪.৬০	২,১৬৭.৫০	৬৭৭.৪০	-৩৫২.৬০	-১,২৪১.৪০	২,৬৭৫.৫০
১৯৮৫-৮৬	১,৭৮৯.৫০	২,৪৪৩.৮০	৮৭০.৬০	-৪২০.৯০	-১,৪১১.৫০	৩,২৭১.৫০
১৯৮৬-৮৭	১,৯৬৩.৬০	২,১৩৪.৩০	৮৫৪.৬০	-৭৬.৪০	-১,১৩৪.৩০	৩,৭৪১.৮০
১৯৮৭-৮৮	২,২৪৫.২০	২,৫৫২.৮০	৮৭৪.৪০	৫৩৪.৭০	-১,১৪৯.৬০	৫,০৫৭.৫০
১৯৮৮-৮৯	৯৮৬.০০	৩,১৩৬.৪০	৯৩৩.৮০	৪৫৬.২০	-৪৩.৬০	৫,৪৬৮.৮০
১৯৮৯-৯০	১,৬৭৮.৩০	৩,৯২১.০০	৯২৮.১০	-২৬৪.৯০	৫৪.৮০	৬,৩১৭.৩০
১৯৯০-৯১	১,৬৭৭.৭০	৩,৯৩৯.০০	৯৩২.৬০	১,১৩৭.২০	-১,১৫৯.৮০	৬,৫২৬.৭০
১৯৯১-৯২	১,১৯৬.৯০	৩,৩৭৩.০০	৯০২.৬০	৩,৩৮৬.৬০	-১,৯৪৭.০০	৬,৯১২.১০
১৯৯২-৯৩	১,৪৪৭.৮০	২,৮৯৭.২০	৮৮২.৬০	৫,৬৬৭.৬০[স]	-১,৯০০.৪০[স]	৮,৯৯৪.৮০
১৯৯৩-৯৪	১,০০৯.৬০	২,৫৭৬.৭০	১,৬৪৬.০০	৮,২৫০.৮০	-১,৯৭৫.২০	১১,৫০৭.৯০

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।
নোট : ১৯৮৭-৮৮ সাল থেকে পুনর্বিন্যাস শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তিতে প্রণীত।
স সংশোধিত।

সারণী-৫

সরকারী এবং বেসরকারী খাতের আমানতসমূহ

(কোটি টাকায়)

মাস/বছর	তলবী আমানত@@			মেয়াদী আমানত@@		
	সরকারী*	বেসরকারী	মোট	সরকারী*	বেসরকারী[স]	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
জুন, ১৯৮৩	৫০৯.৪	১,১০৮.৮	১,৬১৮.২	১,১২০.০	২,২০৯.৮	৩,৩২৯.৮
	(৩১.৪৮)	(৬৮.৫২)		(৩৩.৬৪)	(৬৬.৩৬)	
জুন, ১৯৮৪	৬৪৫.০	১,৫২৪.০	২,১৬৯.০	১,৭৩১.৬	৩,১৮৬.৫	৪,৯১৮.১
	(২৯.৭৪)	(৭০.২৬)		(৩৫.২১)	(৬৪.৭৯)	
জুন, ১৯৮৫	৭৪৮.৯	১,৯৬০.২	২,৭০৯.১	২,২৩২.৯	৪,১৯৭.০	৬,৪২৯.৯
	(২৭.৬৪)	(৭২.৩৬)		(৩৪.৭৩)	(৬৫.২৭)	
জুন, ১৯৮৬	৮৫৩.৭	২,৪১৭.৬	৩,২৭১.৩	২,৩৫০.৫	৫,১৭৭.৯	৭,৫২৮.৪
	(২৬.১০)	(৭৩.৯০)		(৩১.২২)	(৬৮.৭৮)	
জুন, ১৯৮৭**	১,০০০.৮	২,৫২১.১	৩,৫২১.৯	২,৮৫৩.৬	৬,৪২৮.৮	৯,২৮২.৪
	(২৮.৪২)	(৭১.৫৮)		(৩০.৭৪)	(৬৯.২৬)	
জুন, ১৯৮৮	৯৮৭.৪	২,১৫২.৭	৩,১৪০.১	২,৯৮৩.৮	৯,০২০.০	১২,০০৩.৮
	(৩১.৪৪)	(৬৮.৫৬)		(২৪.৮৬)	(৭৫.১৪)	
জুন, ১৯৮৯	৮৩৩.০	২,৪৩৩.৯	৩,২৬৬.৯	৩,৯২৪.৪	১০,৬৬৮.৮	১৪,৫৯৩.২
	(২৫.৫০)	(৭৪.৫০)		(২৬.৮৯)	(৭৩.১১)	
জুন, ১৯৯০	৮৮০.১	২,৭৯৭.৪	৩,৬৭৭.৫	৪,০৩৮.৫	১২,৭৬৫.২	১৬,৮০৩.৭
	(২৩.৯৩)	(৭৬.০৭)		(২৪.০৩)	(৭৫.৯৭)	
জুন, ১৯৯১	১,১০৮.৮	৩,১৮৮.৮	৪,২৯৭.৬	৪,১৪৬.৭	১৪,৬৩৪.০	১৮,৭৮০.৭
	(২৫.৮০)	(৭৪.২০)		(২২.০৮)	(৭৭.৯২)	
জুন, ১৯৯২	১,১৪৪.৫	৩,৭০৯.৬	৪,৮৫৪.১	৫,৪১৮.৯	১৬,২৮৭.৫	২১,৭০৬.৪
	(২৩.৫৮)	(৭৬.৪২)		(২৪.৯৬)	(৭৫.০৪)	
জুন, ১৯৯৩	১,২৯৩.১	৪,১৪৪.১	৫,৪৩৭.২	৫,৮৯২.৯	১৮,৪১৬.৩[স]	২৪,৩০৯.২[স]
	(২৩.৭৮)	(৭৬.২২)		(২৪.২৪)	(৭৫.৭৬)	
জুন, ১৯৯৪	১,৫৪২.১	৫,০৫০.২	৬,৫৯২.৩	৬,৯৮২.৭	২০,৩৬৩.০	২৭,৩৪৫.৭
	(২৩.৩৯)	(৭৬.৬১)		(২৫.৫৩)	(৭৪.৪৭)	

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

@ ওয়েজ আর্নার্স আমানতসহ।

@@ আন্তব্যাংক লেনদেন ব্যতীত।

* সরকারী আমানতসহ।

** জুন, ১৯৮৭ থেকে পুনর্বিন্যস্ত শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তিতে প্রণীত।

স সংশোধিত।

নোট ঃ বন্ধনীর সংখ্যাসমূহ মোট আমানতের শতকরা হার নির্দেশক।

সারণী-৮

তফসিলী ব্যাংকসমূহের তুলনামূলক পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	তারিখ	
	জুন ৩০, ১৯৯৩	জুন ৩০, ১৯৯৪
১	২	৩
১। ব্যাংক আমানত*	২৭,০৫৭.১০	৩০,৯৮৮.৪০
(ক) তলবী আমানত	৪,৫৮২.৫০	৫,৭৫১.১০
(খ) মেয়াদী আমানত	২২,৪৭৩.০০	২৫,২৩৫.৯০
(গ) নিয়ন্ত্রিত আমানত	১.৬০	১.৪০
২। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ধার	৩,০৮০.৩০	২,৬৮৭.৪০
৩। সিন্দুকে রক্ষিত নগদ তহবিল	৫৩৮.৯০	৬৯১.৫০
৪। বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত জমা	৩,৬২৩.৩০	৪,৫৯৯.৮০
৫। বাংলাদেশে অন্যান্য ব্যাংকের চলতি হিসাবে রক্ষিত জমা	৬৩৬.৬০	১,০১১.৫০
৬। চাহিবা মাত্র স্বল্প মেয়াদে ফেরতযোগ্য অর্থ	১৫৬.৬০	৯০.১০
৭। মোট বিনিয়োগ	৫,৫৭৬.৪০	৬,৭৮৯.১০
(ক) সরকারের ঋণপত্র ও ট্রেজারী বিল	৪,৮১৬.৫০	৬,১৫৫.৯০
(খ) অন্যান্য	৭৫৯.৯০	৬৩৩.২০
৮। ব্যাংক ঋণ**	২৪,০৫৬.৩০	২৪,২১০.০০
(ক) বাংলাদেশে প্রদত্ত আগাম	২৩,২৯৩.৭০	২৩,৪৬৪.৬০
(খ) ক্রয়কৃত এবং বাট্টাকৃত বিলসমূহ	৭৬২.৬০	৭৪৫.৪০
৯। ঋণ/আমানত অনুপাত (বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ বাদে)	০.৭৩	০.৬৫

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

* সরকারী আমানত ও আন্তঃব্যাংক লেনদেন ব্যতীত।

** আন্তঃব্যাংক লেনদেন ও বৈদেশিক বিল ব্যতীত।

সারণী-৯

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো

(১) ব্যাংক রেট : বার্ষিক শতকরা ৬.৫ ভাগ (১৭-৯-৯৩ পর্যন্ত), শতকরা ৬.০ ভাগ (১৮-৯-৯৩ থেকে) এবং শতকরা ৫.৫ ভাগ (৩-৩-৯৪ থেকে ৩০-৬-৯৪ পর্যন্ত)

(২) আমানতের উপর প্রদেয় সর্বনিম্ন সুদের হার

(বার্ষিক শতকরা হিসেবে)

আমানতের শ্রেণী	আমানতের উপর ব্যাংকসমূহ কর্তৃক প্রদেয় সর্বনিম্ন* সুদের হার		
	১লা জুলাই, ১৯৯৩ থেকে ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ পর্যন্ত	১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ থেকে ২রা মার্চ, ১৯৯৪ পর্যন্ত	৩রা মার্চ, ১৯৯৪ থেকে ৩০শে জুন, ১৯৯৪ পর্যন্ত
১	২	৩	৪
(ক) সঞ্চয়ী আমানত			
শহরাঞ্চল			
পল্লী অঞ্চল	৫.০	৫.০	৪.৫
(খ) মেয়াদী আমানত			
৩ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৬ মাসের কম			
৬ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ১ বছরের কম	৬.০	৫.৫	৫.০
১ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ২ বছরের কম			
২ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৩ বছরের কম			
৩ বছর এবং তদূর্ধ্ব			

উৎস : ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

* আমানতের উপর প্রদেয় সর্বোচ্চ সুদের হার ব্যাংকসমূহ নিজেরাই নির্ধারণ করবে।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো

(ত) আগামের উপর সুদের হারের পরিসীমাসমূহ এবং ভর্তুকির হার

(বার্ষিক শতকরা হিসেবে)

ঋণের শ্রেণীবিন্যাস	সুদের হারের পরিসীমা			ভর্তুকির হার
	১লা জুলাই, ১৯৯৩ থেকে ৮ই অক্টোবর, ১৯৯৩ পর্যন্ত	৯ই অক্টোবর,** ১৯৯৩ থেকে ২৪শে এপ্রিল, ১৯৯৪ পর্যন্ত	২৫শে এপ্রিল,@@ ১৯৯৪ থেকে ৩০শে জুন ১৯৯৪ পর্যন্ত	১লা জুলাই, ১৯৯৩ থেকে ৩০শে জুন ১৯৯৪ পর্যন্ত
১	২	৩	৪	৫
১। কৃষি	১১.০০-১৫.০০	১১.০০-১৫.০০	১০.০০-১৪.০০	-
২। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে মেয়াদী ঋণ	*	*	*	-
৩। পাট শিল্পের চলতি মূলধন	*	@	@	-
৪। অন্যান্য শিল্পের চলতি মূলধন (পাট ব্যতীত)	*	*	*	-
৫। পাট ব্যবসা	*	*	-	-
৬। পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী	৭.৫০-১০.৫০	++	++	-
৭। অন্যান্য রপ্তানী	৭.৫০-১০.৫০	৭.৫০-১০.৫০[১]	৮.০০-১০.০০[১]	-
৮। অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ	*	*	*	-
৯। শহরাঞ্চলে গৃহ নির্মাণ ঋণ	*	*	-	-
১০। বিশেষ কর্মসূচী				
(ক) ক্ষুদ্র শিল্পে মেয়াদী ঋণ	৮.০০-১৩.০০	৮.০০-১৩.০০	৯.০০-১২.০০	৩.০০
(খ) অন্যান্য বিশেষ কর্মসূচী	*	*	-	-
১১। অন্যান্য	*	*	*	-

উৎস : ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

* ১লা এপ্রিল, ১৯৯২ থেকে কৃষি, রপ্তানী এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাত ব্যতীত সকল শ্রেণীর ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হারের পরিসীমা প্রত্যাহার করা হয় এবং এ সকল ক্ষেত্রে সুদের হার ব্যাংকসমূহকে নির্ধারণ করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

** ৯ই অক্টোবর, ১৯৯৩ থেকে সুদের হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে সমুদয় ঋণকে ১১টি খাতের স্থলে ৯টি প্রধান খাতে শ্রেণীভুক্ত করা হয়।

@ ৯ই অক্টোবর, ১৯৯৩ থেকে "পাট শিল্পের চলতি মূলধন ঋণ" এবং "অন্যান্য শিল্পের চলতি মূলধন ঋণ" এর পরিবর্তে "চলতি মূলধন" নামে একটি খাত চালু করা হয় যার সুদের হার ব্যাংকসমূহ নিজেরাই নির্ধারণ করছে।

++ ৯ই অক্টোবর, ১৯৯৩ থেকে রপ্তানী ঋণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ২টি পৃথক খাতের স্থলে "রপ্তানী ঋণ" নামে একটি খাত চালু করা হয়।

@@ ২৫শে এপ্রিল, ১৯৯৪ থেকে সুদের হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে সমুদয় ঋণকে ৯টি খাতের স্থলে ৭টি প্রধান খাতে শ্রেণীভুক্ত করা হয়।

১ রপ্তানী ঋণের সুদ হার পরিসীমা।

\- = নেই।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো

(৪) ঘোষিত সুদের হারের তালিকা
(ইস্যু তারিখ ঃ ২৯-৭-৯৩)

(বার্ষিক শতকরা হার)

আমানত ও আগামের শ্রেণীবিন্যাস	রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ				বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ		
	সোনালী	অগ্রণী	জনতা	রূপালী	বিকেবি	রাকাব	বিএসবি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
আমানতের খাতসমূহ							
ক) সঞ্চয়ী আমানত							
পল্লী অঞ্চল	৫.০০	৫.৫০	৫.০০	৫.০০	৯.৫০	৫.২৫	৬.০০
শহরাঞ্চল	৫.০০	৫.৫০	৫.০০	৫.০০	৯.০০	৫.২৫	৬.০০
খ) মেয়াদী আমানত							
৩ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু							
৬ মাসের কম	৬.৫০	৭.২৫	৬.৫০	৬.৫০	৯.০০	৬.৭৫	৭.০০
৬ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু							
১ বছরের কম	৭.০০	৭.৫০	৭.০০	৭.০০	৯.৫০	৭.২৫	৭.৫০
১ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু							
২ বছরের কম	৭.৫০	৭.৭৫	৭.৫০	৭.৫০	১০.০০	৭.৫০	৮.০০
২ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু							
৩ বছরের কম	৭.৭৫	৮.০০	৮.০০	৮.০০	১০.৫০	৮.০০	৯.০০
৩ বছর এবং তদূর্ধ্ব	৮.০০	৮.০০	৮.০০	৮.০০	১১.০০	৮.২৫	৯.৫০
আগামের খাতসমূহ							
১। কৃষি	১৩.৫০	১৩.০০	১৩.০০	১৪.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৪.০০
২। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে মেয়াদী ঋণ	১২.০০	১২.০০	১২.০০	১২.০০	১৪-১৫	১৪.০০	১২.০০
৩। পাট শিল্পের চলতি মূলধন	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	-	১১.০০	১৪.০০
৪। পাট ব্যতীত অন্যান্য শিল্পের চলতি মূলধন	১৩.৫০	১৩.৫০	১৩.৫০	১৩.০০	১৩-১৫	১৪.০০	১৩.৫০
৫। পাট ব্যবসা	১৫.০০	১৫.০০	১৪.০০	১৫.০০	-	১৫.০০	১৪.০০
৬। পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী	৮.৫০	১০.০০	৯.৫০	৯.৫০	-	১০.৫০	৯.০০
৭। অন্যান্য রপ্তানী	৮.৫০	১০.০০	৯.৫০	৯.৫০	১০.৫০	১০.৫০	৯.০০
৮। অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৮.০০	১৭.০০	১৫.০০
৯। শহরাঞ্চলে গৃহ নির্মাণ ঋণ	১৪.০০	১৩-১৪	১৪.০০	১৪-১৫	-	১৪.০০	১৪.০০
১০। বিশেষ কর্মসূচী							
ক) ক্ষুদ্র শিল্প	৯.০০	৯-১০	১০.০০	১০.০০	১২.০০	১৩.০০	১০.০০
খ) অন্যান্য বিশেষ কর্মসূচী	৮.৫০	৯.০০	৯.০০	১২.০০	১২.০০	১৪.০০	১০.০০
১১। অন্যান্য	১৫.০০	১৩-১৪	১৪-১৭	১৫.০০	১৭.০০	১৭.০০	১৫.০০
কার্যকর হওয়ার তারিখ	(১.৫.৯৩)	(১৬.৩.৯৩)	(১.৬.৯৩)	(১.৬.৯৩)	(১.১০.৯২)	(১.৭.৯৩)	(১.৭.৯৩)

উৎস ঃ ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।
– = নেই।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো

(৪) ঘোষিত সুদের হারের তালিকা
(ইস্যু তারিখ : ২৯-৭-৯৩)

(বার্ষিক শতকরা হার)

আমানত ও আগামের শ্রেণীবিন্যাস	বৈদেশিক ব্যাংকসমূহ					
	আমেরিকান এক্সপ্রেস	গ্রীন্ডলেজ	ইন্দো সুয়েজ	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড	স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া	হাবিব
	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
আমানতের খাতসমূহ						
ক) সঞ্চয়ী আমানত						
পল্লী অঞ্চল	-	-	৫.০০	-	-	-
শহরাঞ্চল	৫.০০	৫.২৫	৫.০০	৫.০০	৬.৫০	৫.৫০
খ) মেয়াদী আমানত						
৩ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৬ মাসের কম	৬.৫০	৬.৫০	৬.০০	৬.৫০	৯.০০	৬.৫০
৬ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ১ বছরের কম	৬.৫০	৬.৫০	৬.০০	৬.৫০	৯.৫০	৬.৭৫
১ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ২ বছরের কম	৬.৫০	৬.৫০	৬.২৫	৬.৫০	১০.৫০	৭.০০
২ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৩ বছরের কম	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০	১১.০০	৭.৫০
৩ বছর এবং তদূর্ধ্ব	৬.৫০	৬.৫০	৬.৭৫	৬.৫০	১১.০০	৮.০০
আগামের খাতসমূহ						
১। কৃষি	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৩-১৫	১৩.০০	১১.০০
২। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে মেয়াদী ঋণ	১৩-১৬	১০-১৬.৫ ১২-১৭.৫	১৫.৫০	১১.৭৫-১৩.৭৫	১৬.০০	১৫.০০
৩। পাট শিল্পের চলতি মূলধন	১১.০০	-	১০.০০	৯-১১	১৫.৫০	১০.৫০
৪। পাট ব্যতীত অন্যান্য শিল্পের চলতি মূলধন	১১.৫-১৫	১০-১৪.৭৫	১৪.০০	১১-১৪	১৫-১৬	১৫.০০
৫। পাট ব্যবসা	১৮-১৯	-	১৪.৫০	১৩-১৫	-	১২.০০
৬। পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী	১০.৫০	১০.৫০	১০.০০	৮.৫-১০.৫	-	১০.৫০
৭। অন্যান্য রপ্তানী	৯.৫-১০.৫	৮.৫-১০.৫	১০.৫০	৮.৫-১০.৫	১০.৫০	১০.৫০
৮। অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ	১৫-১৮	১৪-১৭.৫	১৬.৫০	১৪-১৭	১৬-১৭	১৬.০০
৯। শহরাঞ্চলে গৃহ নির্মাণ ঋণ	১৪-১৬	১৩-১৫	১৪.৫০	১৩-১৪	১৩.০০	১২.০০
১০। বিশেষ কর্মসূচী						
ক) ক্ষুদ্র শিল্প	১৩.০০	১১-১৩	১৩.০০	১০-১৩	১২.০০	১২.০০
খ) অন্যান্য বিশেষ কর্মসূচী	১৬.০০	১২-১৪	১৩.০০	১২-১৪	১২.০০	১২.০০
১১। অন্যান্য	১৫-২০	১৪-২০	১৭.৫০	১১-১৮	১৩-১৭	১৬.০০
কার্যকর হওয়ার তারিখ	(১.৪.৯৩)	(১.৩.৯৩)	(১৫.৭.৯৩)	(১.৪.৯৩)	(১.৬.৯৩)	(১১.৭.৯৩)

উৎস : ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।
- = নেই।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো

(৪) ঘোষিত সুদের হারের তালিকা
(ইস্যু তারিখ ঃ ২৯-৭-৯৩)

(বার্ষিক শতকরা হার)

আমানত ও আগামের শ্রেণীবিন্যাস	বেসরকারী ব্যাংকসমূহ								
	সিটি	ইউসিবিএল	এবিবিএল	বেসিক	আইএফআইসি	ন্যাশনাল	উত্তরা	পূবালী	ইস্টার্ণ
	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
আমানতের খাতসমূহ									
ক) সঞ্চয়ী আমানত									
পল্লী অঞ্চল	৮.০০	৮.০০	৮.৫০	-	-	৮.৫০	৭.০০	৮.৫০	-
শহরাঞ্চল	৮.০০	৮.০০	৮.৫০	৮.৫০	৮.৫০	৮.৫০	৭.০০	৮.৫০	৮.০০
খ) মেয়াদী আমানত									
৩ মাস এবং তদুর্ধ্ব কিন্তু ৬ মাসের কম	৯.৭৫	৯.৫০	৯.৫০	৯.০০	৯.০০	৯.৫০	৯.০০	১০.৫০	৯.৫০
৬ মাস এবং তদুর্ধ্ব কিন্তু ১ বছরের কম	১০.০০	৯.৭৫	১০.০০	৯.২৫	১০.০০	১০.০০	৯.২৫	১০.৭৫	১০.০০
১ বছর এবং তদুর্ধ্ব কিন্তু ২ বছরের কম	১০.২৫	১০.০০	১০.২৫	১০.০০	১০.২৫	১০.৫০	৯.৫০	১১.০০	১০.২৫
২ বছর এবং তদুর্ধ্ব কিন্তু ৩ বছরের কম	১০.৫০	১০.২৫	১০.৫০	১০.১৫	১০.৫০	১০.৭৫	৯.৭৫	১১.২৫	১০.৫০
৩ বছর এবং তদুর্ধ্ব	১০.৫০	১০.২৫	১০.৭৫	১০.৫০	১০.৫০	১০.৭৫	১০.০০	১১.৫০	১০.৭৫
আগামের খাতসমূহ									
১। কৃষি	১৩.০০	১৫.০০	১৪.০০	১৫.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৫.০০	১৪.০০
২। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে মেয়াদী ঋণ	১৫.০০	১৫.০০	১৬.০০	১৫.৫০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.৫০	১৫.০০
৩। পাট শিল্পের চলতি মূলধন	১১.০০	১১.০০	১১.০০	১৫.০০	১১.০০	১১.০০	১৫.০০	১৫.০০	১১.০০
৪। পাট ব্যতীত অন্যান্য শিল্পের চলতি মূলধন	১৪.৭৫	১৫.০০	১৫.০০	১৪.৫০	১৪.০০	১৫.০০	১৫.৫০	১৫.৫০	১৪.০০
৫। পাট ব্যবসা	১৫.০০	১৫.০০	১৪.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৭.০০	১৪.০০
৬। পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী	-	১০.০০	১০.৫০	১০.৫০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.৫০	১০.৫০
৭। অন্যান্য রপ্তানী	১০.০০	১০.০০	১০.৫০	১০.৫০	১০.০০	১০.০০	১০.৫০	১০.৫০	১০.৫০
৮। অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ	১৭.০০	১৭.৫০	১৭.০০	১৬.৭৫	১৭.০০	১৭.৫০	১৭.০০	১৮.০০	১৬.০০
৯। শহরাঞ্চলে গৃহ নির্মাণ ঋণ	১৫.০০	১৫.০০	১৬.০০	১৫.৫০	১৫.০০	১৫.০০	১৬.০০	১৬.০০	১৫-১৬
১০। বিশেষ কর্মসূচী									
ক) ক্ষুদ্র শিল্প	১২.৫০	১৩.০০	১৩.০০	১২.৫০	১২.০০	১৩.০০	১৩.০০	১৩.০০	১২.০০
খ) অন্যান্য বিশেষ কর্মসূচী	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৫.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৩.০০
১১। অন্যান্য	১৭.৫০	১৭.৫০	১৮.০০	১৭.০০	১৭.০০	১৮.০০	১৭.০০	১৮.০০	১৭.০০
কার্যকর হওয়ার তারিখ	(১.৬.৯৩)	(১.৪.৯৩)	(১.৪.৯৩)	(১৫.৫.৯৩)	(১.৪.৯৩)	(১.৪.৯৩)	(১.৬.৯৩)	(১.৮.৯২)	(৫.৭.৯৩)

উৎস ঃ ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

- = নেই।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো

(৪) ঘোষিত সুদের হারের তালিকা
(ইস্যু তারিখ ঃ ১-১০-৯৩)

(বার্ষিক শতকরা হার)

আমানত ও আগামের শ্রেণীবিন্যাস	রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ				বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ		
	সোনালী	অগ্রণী	জনতা	রূপালী	বিকেবি	রাকাব	বিএসবি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
আমানতের খাতসমূহ							
ক) সঞ্চয়ী আমানত							
পল্লী অঞ্চল	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৬.৫০	৫.২৫	৬.০০
শহরাঞ্চল	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৬.০০	৫.২৫	৬.০০
খ) মেয়াদী আমানত							
৩ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৬ মাসের কম	৬.২৫	৫.৫০	৬.২৫	৬.৫০	৮.০০	৬.৭৫	৭.০০
৬ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ১ বছরের কম	৬.৭৫	৫.৭৫	৬.৭৫	৭.০০	৮.৫০	৭.২৫	৭.৫০
১ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ২ বছরের কম	৭.০০	৬.০০	৭.০০	৭.৫০	৯.০০	৭.৫০	৮.০০
২ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৩ বছরের কম	৭.২৫	৬.৫০	৭.২৫	৮.০০	৯.৫০	৮.০০	৯.০০
৩ বছর এবং তদূর্ধ্ব	৭.৫০	৬.৫০	৭.৫০	৮.০০	১০.০০	৮.২৫	৯.৫০
আগামের খাতসমূহ							
১। কৃষি	১৩.৫০	১৩.৫০	১৩.০০	১৩.৫০	১৪.০০	১৫.০০	১৪.০০
২। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে মেয়াদী ঋণ	১১.৫০	১১.০০	১২.০০	১১.৫০	১৩-১৫	১৪.০০	১২.০০
৩। পাট শিল্পের চলতি মূলধন	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	-	১১.০০	১৪.০০
৪। পাট ব্যতীত অন্যান্য শিল্পের চলতি মূলধন	১৩.৫০	১৩.০০	১৩.৫০	১২.৫০	১৪.০০	১৪.০০	১৩.৫০
৫। পাট ব্যবসা	১৪.৭৫	১৪.০০	১৪.০০	১৫.০০	-	১৫.০০	১৪.০০
৬। পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী	৮.৫০	৯.০০	৯.০০	৯.০০	-	১০.৫০	৯.০০
৭। অন্যান্য রপ্তানী	৮.৫০	৮.৫০	৯.০০	৯.০০	১০.০০	১০.৫০	৯.০০
৮। অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ	১৪.৭৫	১৪.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৭.০০	১৫.০০
৯। শহরাঞ্চলে গৃহ নির্মাণ ঋণ	১৩.৫০	১২-১৪	১৪.০০	১৪-১৫	-	১৪.০০	১৪.০০
১০। বিশেষ কর্মসূচী							
ক) ক্ষুদ্র শিল্প	৯.০০	৯.০০	১০.০০	৯.৫০	১২.০০	১৩.০০	১০.০০
খ) অন্যান্য বিশেষ কর্মসূচী	৮.৫০	৯-১০	৯.০০	১১.০০	১২.০০	১৪.০০	১০.০০
১১। অন্যান্য	১৪.৭৫	১৩.৫০	১৪-১৪.৭৫	১৫.০০	১৭.০০	১৭.০০	১৫.০০
কার্যকর হওয়ার তারিখ	(১.১০.৯৩)	(১.১০.৯৩)	(১.১০.৯৩)	(১.১০.৯৩)	(১.৭.৯৩)	(১.৭.৯৩)	(১.৭.৯৩)

উৎস ঃ ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

– = নেই

সারণী-৯ (চলমান)

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো

(৪) ঘোষিত সুদের হারের তালিকা
(ইস্যু তারিখ ঃ ১-১০-৯৩)

(বার্ষিক শতকরা হার)

আমানত ও আগামের শ্রেণীবিন্যাস	বৈদেশিক ব্যাংকসমূহ					
	আমেরিকান এক্সপ্রেস	গ্রীন্ডলেজ	ইন্দো সুয়েজ	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড	স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া	হাবিব
	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
আমানতের খাতসমূহ						
ক) সঞ্চয়ী আমানত						
পল্লী অঞ্চল	-	-	৫.০০	-	-	-
শহরাঞ্চল	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৬.০০	৫.০০
খ) মেয়াদী আমানত						
৩ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৬ মাসের কম	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৬.৫০	৯.০০	৬.০০
৬ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ১ বছরের কম	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৬.৫০	৯.০০	৬.২৫
১ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ২ বছরের কম	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৬.৫০	১০.০০	৬.৫০
২ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৩ বছরের কম	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৬.৫০	১০.০০	৬.৭৫
৩ বছর এবং তদূর্ধ্ব	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৬.৫০	১০.০০	৭.০০
আগামের খাতসমূহ						
১। কৃষি	১১-১৪	১২.০০	১৪.০০	১৩-১৫	১৩.০০	১০.৫০
২। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে মেয়াদী ঋণ	১৩-১৫	১৩-১৫	১৫.০০	১১.৭৫-১৩.৭৫	১৫.০০	১৫.০০
৩। পাট শিল্পের চলতি মূলধন	১১.০০	১৫.০০	১০.০০	৯-১১	-	১০.৫০
৪। পাট ব্যতীত অন্যান্য শিল্পের চলতি মূলধন	১০-১৪	১০-১৪.৭৫	১৪.০০	১১-১৪	১৫.০০	১৫.০০
৫। পাট ব্যবসা	১৪-১৫	১৫.০০	১৩.৫০	১৩-১৫	-	১২.০০
৬। পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী	১০.৫০	১০.৫০	১০.০০	৮.৫-১০.৫	-	১০.৫০
৭। অন্যান্য রপ্তানী	৮.৫-১০.৫	৮.৫-১০.৫	১০.৫০	৮.৫-১০.৫	১০.৫০	১০.৫০
৮। অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ	১৩-১৫	১৩-১৫	১৫.০০	১৪-১৭	১৫.০০	১৫.০০
৯। শহরাঞ্চলে গৃহ নির্মাণ ঋণ	১৩-১৫	১৩-১৫	১৪.০০	১৩-১৪	১৫.০০	১২.০০
১০। বিশেষ কর্মসূচী						
ক) ক্ষুদ্র শিল্প	১৩.০০	১০-১২	১৩.০০	১০-১৩	১২.০০	১২.০০
খ) অন্যান্য বিশেষ কর্মসূচী	১২.০০	১০-১২	১৩.০০	১২-১৪	১২.০০	১২.০০
১১। অন্যান্য	১৩-১৫	১৩-১৫	১৫.০০	১১-১৮	১৩-১৭	১৫.০০
কার্যকর হওয়ার তারিখ	(১.১০.৯৩)	(১.১০.৯৩)	(১.১০.৯৩)	(১.৪.৯৩)	(১০.১০.৯৩)	(১.১০.৯৩)

উৎস ঃ ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।
- = নেই।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো

(৪) ঘোষিত সুদের হারের তালিকা
(ইস্যু তারিখ ঃ ১-১০-৯৩)

(বার্ষিক শতকরা হার)

আমানত ও ঋণের শ্রেণীবিন্যাস	বেসরকারী ব্যাংকসমূহ									
	[illegible]	ইউসি বিএল	এবিবিএল	সিটি	আইএফ আইসি	ন্যাশনাল	উত্তরা	পূবালী	ইস্টার্ন	এনসিসি বিএল
	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
আমানতের খাতসমূহ										
ক) সঞ্চয়ী আমানত										
পল্লী অঞ্চল	৭.০০	৭.০০	৭.০০	-	-	৭.০০	৭.০০	৬.০০	-	-
শহরাঞ্চল	৭.০০	৭.০০	৭.০০	৭.৫০	৭.০০	৭.০০	৭.০০	৬.০০	৬.৫০	৮.০০
খ) মেয়াদী আমানত										
৩ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৬ মাসের কম	৮.০০	৮.০০	৮.০০	৮.২৫	৮.০০	৮.০০	৮.০০	৭.৭৫	৮.০০	৯.৭৫
৬ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ১ বছরের কম	৮.৫০	৮.৫০	৮.৫০	৮.৭৫	৮.৫০	৮.৫০	৮.৫০	৮.০০	৮.৫০	১০.০০
১ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ২ বছরের কম	৯.০০	৮.৭৫	৮.৭৫	৯.০০	৮.৭৫	৮.৭৫	৮.৭৫	৮.২৫	৯.০০	১০.২৫
২ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৩ বছরের কম	৯.২৫	৯.০০	৯.০০	৯.৫০	৯.০০	৯.০০	৯.২৫	৮.৫০	৯.০০	১০.৫০
৩ বছর এবং তদূর্ধ্ব	৯.২৫	৯.০০	৯.০০	৯.৭৫	৯.০০	৯.০০	১০.০০	৮.৫০	৯.০০	১০.৫০
ঋণের খাতসমূহ										
১। কৃষি	১১.৫-১৪.৫	১৪.৫০	১১-১৬.৫	১৪-১৫	১২-১৪	১১-১৬.৫	১৪-১৪.৫	১৪-১৪.৫	১১-১৫	১৪.৫০
২। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে মেয়াদী ঋণ	১৪.৫০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০
৩। পাট শিল্পে চলতি মূলধন	১১.০০	১১.০০	১১.০০	১২.৫০	১৪.৫০	১১.০০	১২.০০	১২.০০	১১.০০	১০.৫০
৪। পাট ব্যতীত অন্যান্য শিল্পে চলতি মূলধন	১৪.৫০	১৫.০০	১৪.৫০	১৪.৫০	১৪.৫০	১৫.০০	১৫.৫০	১৫.০০	১৪.০০	১৪.৫০
৫। পাট ব্যবসা	১৫.০০	১৫.০০	১৪.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.৫০	১৪.০০	১৪.০০
৬। পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী	১০.৫০	১০.০০	১০.০০	১০.৫০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.৫০	১০.০০
৭। অন্যান্য রপ্তানী	১০.৫০	১০.০০	১০.৫০	১১.৫০	১০.০০	১০.৫০	১০.৫০	১০.০০	১০.৫০	১০.৫০
৮। অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.৫০	১৫.০০	১৫.০০
৯। শহরাঞ্চলে গৃহ নির্মাণ ঋণ	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০
১০। বিশেষ কর্মসূচী										
ক) ক্ষুদ্র শিল্প	১২.৭৫	১২.০০	১২.০০	১২.৫০	১২.০০	১২.০০	১২.০০	১২.০০	১০.০০	১২.০০
খ) অন্যান্য বিশেষ কর্মসূচী	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০
১১। অন্যান্য	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.৫০	১৫.০০	১৫.০০
কার্যকর হওয়ার তারিখ	(১.১০.৯৩)	(১.১০.৯৩)	(১.১০.৯৩)	(১.১০.৯৩)	(১.১০.৯৩)	(২২.৯.৯৩)	(১.১০.৯৩)	(১.১০.৯৩)	(১.১০.৯৩)	(১.১০.৯৩)

উৎস ঃ ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।
- = নেই।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো

(৪) ঘোষিত সুদের হারের তালিকা
(ইস্যু তারিখ ঃ ১-১১-৯৩)

(বার্ষিক শতকরা হার)

আমানত ও আগামের শ্রেণীবিন্যাস	রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ				বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ		
	সোনালী	অগ্রণী	জনতা	রূপালী	বিকেবি	রাকাব	বিএসবি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
আমানতের খাতসমূহ							
ক) সঞ্চয়ী আমানত							
পল্লী অঞ্চল	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৬.৫০	৫.২৫	৬.০০
শহরাঞ্চল	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৬.০০	৫.২৫	৬.০০
খ) মেয়াদী আমানত							
৩ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৬ মাসের কম	৬.২৫	৫.৫০	৬.২৫	৬.৫০	৮.০০	৬.২৫	৭.০০
৬ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ১ বছরের কম	৬.৭৫	৫.৭৫	৬.৭৫	৭.০০	৮.৫০	৬.৭৫	৭.৫০
১ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ২ বছরের কম	৭.০০	৬.০০	৭.০০	৭.৫০	৯.০০	৭.০০	৮.০০
২ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৩ বছরের কম	৭.২৫	৬.৫০	৭.২৫	৮.০০	৯.৫০	৭.৫০	৯.০০
৩ বছর এবং তদূর্ধ্ব	৭.৫০	৬.৫০	৭.৫০	৮.০০	১০.০০	৭.৭৫	৯.৫০
আগামের খাতসমূহ							
১। কৃষি	১৩.৫০	১৩.৫০	১৩.০০	১৩.৫০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০
২। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে মেয়াদী ঋণ	১১.৫০	১১.০০	১২.০০	১১.৫০	১৩-১৫	১৩.০০	১২.০০
৩। পাট শিল্পের চলতি মূলধন	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	-	-	১৪.০০
৪। পাট ব্যতীত অন্যান্য শিল্পের চলতি মূলধন	১৩.৫০	১৩.০০	১৩.৫০	১২.৫০	১৪.০০	১৩.৫০	১৩.৫০
৫। পাট ব্যবসা	১৪.৭৫	১৪.০০	১৪.০০	১৫.০০	-	-	১৪.০০
৬। পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী	৮.৫০	৯.০০	৯.০০	৯.০০	-	-	৯.০০
৭। অন্যান্য রপ্তানী	৮.৫০	৮.৫০	৯.০০	৯.০০	১০.০০	৯.৫০	৯.০০
৮। অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ	১৪.৭৫	১৪.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০
৯। শহরাঞ্চলে গৃহ নির্মাণ ঋণ	১৩.৫০	১২-১৪	১৪.০০	১৪-১৫	-	১৫.০০	১৪.০০
১০। বিশেষ কর্মসূচি							
ক) ক্ষুদ্র শিল্প	৯.০০	৯.০০	১০.০০	৯.৫০	১২.০০	১০.৫০	১০.০০
খ) অন্যান্য বিশেষ কর্মসূচী	৮.৫০	৯-১০	৯.০০	১১.০০	১২.০০	১০.৫০	১০.০০
১১। অন্যান্য	১৪.৭৫	১৩.৫০	১৪-১৪.৭৫	১৫.০০	১৭.০০	১৫.০০	১৫.০০
কার্যকর হওয়ার তারিখ	(১.১০.৯৩)	(১.১০.৯৩)	(১.১০.৯৩)	(১.১০.৯৩)	(১.৭.৯৩)	(১৫.১০.৯৩)	(১.৭.৯৩)

উৎস ঃ ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

– = নেই।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো

(৪) ঘোষিত সুদের হারের তালিকা
(ইস্যু তারিখ : ১-১১-৯৩)

(বার্ষিক শতকরা হার)

আমানত ও আগামের শ্রেণিবিন্যাস	বৈদেশিক ব্যাংকসমূহ					
	আমেরিকান এক্সপ্রেস	গ্রীন্ডলেজ	ইন্দো সুয়েজ	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড	স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া	হাবিব
	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
আমানতের খাতসমূহ						
ক) সঞ্চয়ী আমানত						
পল্লী অঞ্চল	-	-	৫.০০	-	-	-
শহরাঞ্চল	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৬.০০	৫.০০
খ) মেয়াদী আমানত						
৩ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৬ মাসের কম	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৬.৫০	৯.০০	৬.০০
৬ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ১ বছরের কম	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৬.৫০	৯.০০	৬.২৫
১ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ২ বছরের কম	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৬.৫০	১০.০০	৬.৫০
২ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৩ বছরের কম	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৬.৫০	১০.০০	৬.৭৫
৩ বছর এবং তদূর্ধ্ব	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৬.৫০	১০.০০	৭.০০
আগামের খাতসমূহ						
১। কৃষি	১১-১৪	১২.০০	১৪.০০	১৩-১৫	১৩.০০	১০.৫০
২। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে মেয়াদী ঋণ	১৩-১৫	১৩-১৫	১৫.০০	১১.৭৫-১৩.৭৫	১৫.০০	১৫.০০
৩। পাট শিল্পের চলতি মূলধন	১১.০০	১৫.০০	১০.০০	৯-১১	-	১০.৫০
৪। পাট ব্যতীত অন্যান্য শিল্পের চলতি মূলধন	১০-১৪	১০-১৪.৭৫	১৪.০০	১১-১৪	১৫.০০	১৫.০০
৫। পাট ব্যবসা	১৪-১৫	১৫.০০	১৩.৫০	১৩-১৫	-	১২.০০
৬। পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী	১০.৫০	১০.৫০	১০.০০	৮.৫-১০.৫	-	১০.৫০
৭। অন্যান্য রপ্তানী	৮.৫-১০.৫	৮.৫-১০.৫	১০.৫০	৮.৫-১০.৫	১০.৫০	১০.৫০
৮। অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ	১৩-১৫	১৩-১৫	১৫.০০	১৪-১৭	১৫.০০	১৫.০০
৯। শহরাঞ্চলে গৃহ নির্মাণ ঋণ	১৩-১৫	১৩-১৫	১৪.০০	১৩-১৪	১৫.০০	১২.০০
১০। বিশেষ কর্মসূচী						
ক) ক্ষুদ্র শিল্প	১৩.০০	১০-১২	১৩.০০	১০-১৩	১২.০০	১২.০০
খ) অন্যান্য বিশেষ কর্মসূচী	১৫.০০	১০-১২	১৩.০০	১২-১৪	১২.০০	১২.০০
১১। অন্যান্য	১৩-১৫	১৩-১৫	১৫.০০	১১-১৮	১৩-১৭	১৫.০০
কার্যকর হওয়ার তারিখ	(১.১০.৯৩)	(১.১০.৯৩)	(১.১০.৯৩)	(১.৪.৯৩)	(১০.১০.৯৩)	(১.১০.৯৩)

উৎস : ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।
- = নেই।

সারণী-৯ (চলমান)

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো

(৪) ঘোষিত সুদের হারের তালিকা
(ইস্যু তারিখ ঃ ১-১১-৯৩)

(বার্ষিক শতকরা হার)

আমানত ও ঋণের শ্রেণীবিন্যাস	বেসরকারী ব্যাংকসমূহ									
	সিটি	ইউসি বিএল	এবিবিএল	[illegible]	আই.এফ আইসি	ন্যাশনাল	উত্তরা	পূবালী	ইস্টার্ন	এনসিসি বিএল
	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
আমানতের খাতসমূহ										
ক) সঞ্চয়ী আমানত										
পল্লী অঞ্চল	৭.০০	৭.০০	৭.০০	-	-	৭.০০	৭.০০	৬.০০	-	-
শহরাঞ্চল	৭.০০	৭.০০	৭.০০	৭.৫০	৭.০০	৭.০০	৭.০০	৬.০০	৬.৫০	৮.০০
খ) মেয়াদী আমানত										
৩ মাস এবং তদূর্ধ কিন্তু ৬ মাসের কম	৮.০০	৮.০০	৮.০০	৮.২৫	৭.০০	৮.০০	৭.০০	৭.৭৫	৮.০০	৯.৭৫
৬ মাস এবং তদূর্ধ কিন্তু ১ বছরের কম	৮.৫০	৮.৫০	৮.৫০	৮.৭৫	৮.৫০	৮.৫০	৭.৫০	৮.০০	৮.৫০	১০.০০
১ বছর এবং তদূর্ধ কিন্তু ২ বছরের কম	৯.০০	৮.৭৫	৮.৭৫	৯.০০	৮.৭৫	৮.৭৫	৮.৭৫	৮.২৫	৯.০০	১০.২৫
২ বছর এবং তদূর্ধ কিন্তু ৩ বছরের কম	৯.২৫	৯.০০	৯.০০	৯.৫০	৯.০০	৯.০০	৯.২৫	৮.৫০	৯.০০	১০.৫০
৩ বছর এবং তদূর্ধ	৯.২৫	৯.০০	৯.০০	৯.৭৫	৯.০০	৯.০০	১০.০০	৮.৫০	৯.০০	১০.৫০
ঋণের খাতসমূহ										
১। কৃষি	১১.৫-১৪.৫	১৪.৫০	১১-১৪.৫	১৪-১৫	১৪-১৬	১১-১৪.৫	১৪-১৪.৫	১৪-১৪.৫	১১-১৫	১৪.৫০
২। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প মেয়াদী ঋণ	১৪.৫০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০
৩। পাট শিল্পে চলতি মূলধন	১১.০০	১১.০০	১১.০০	১৫.০০	১৪.০০	১১.০০	১৫.০০	১৫.০০	১১.০০	১৬.৫০
৪। পাট ব্যতীত অন্যান্য শিল্পে চলতি মূলধন	১৪.৫০	১৫.০০	১৪.৫০	১৪.৭৫	১৫.০০	১৫.০০	১৫.৫০	১৫.০০	১৬.০০	১৪.৫০
৫। পাট ব্যবসা	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.৫০	১৪.০০	১৫.০০
৬। পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী	১০.৫০	১০.০০	১০.০০	১০.৫০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.৫০	১০.০০
৭। অন্যান্য রপ্তানী	১০.৫০	১০.০০	১০.৫০	১০.৫০	১০.০০	১০.৫০	১০.৫০	১০.০০	১০.৫০	১০.৫০
৮। অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.৫০	১৫.৫০	১৬.০০	১৫.০০
৯। শহরাঞ্চলে গৃহ নির্মাণ ঋণ	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০
১০। বিশেষ কর্মসূচি										
ক) ক্ষুদ্র শিল্প	১২.৭৫	১৫.০০	১৫.০০	১২.৫০	১২.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১০.০০	১৫.০০
খ) অন্যান্য বিশেষ কর্মসূচি	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০
১১। অন্যান্য	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.৫০	১৫.৫০	১৫.০০	১৫.০০
কার্যকর হওয়ার তারিখ	(১.১০.৯৩)	(১.১০.৯৩)	(১.১০.৯৩)	(১.১০.৯৩)	(১.১০.৯৩)	(২২.৯.৯৩)	(১.১০.৯৩)	(১.১০.৯৩)	(১.১০.৯৩)	(১.১০.৯৩)

উৎস ঃ ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।
- = নেই।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো

(৪) ঘোষিত সুদের হারের তালিকা
(ইস্যু তারিখ ঃ ২৫-১-৯৪)

(বার্ষিক শতকরা হার)

আমানত ও আগামের শ্রেণীবিন্যাস	রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ				বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ		
	সোনালী	অগ্রণী	জনতা	রূপালী	বিকেবি	রাকাব	বিএসবি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
আমানতের খাতসমূহ							
ক) সঞ্চয়ী আমানত							
পল্লী অঞ্চল	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৬.৫০	৫.২৫	৬.০০
শহরাঞ্চল	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৬.০০	৫.২৫	৬.০০
খ) মেয়াদী আমানত							
৩ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৬ মাসের কম	৫.৫০	৫.৫০	৬.০০	৬.৫০	৮.০০	৬.২৫	৭.০০
৬ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ১ বছরের কম	৫.৭৫	৫.৭৫	৬.২৫	৭.০০	৮.৫০	৬.৭৫	৭.৫০
১ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ২ বছরের কম	৬.০০	৬.০০	৬.৫০	৭.৫০	৯.০০	৭.০০	৮.০০
২ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৩ বছরের কম	৬.৫০	৬.৫০	৬.৭৫	৮.০০	৯.৫০	৭.৫০	৯.০০
৩ বছর এবং তদূর্ধ্ব	৬.৫০	৬.৫০	৭.০০	৮.০০	১০.০০	৭.৭৫	৯.৫০
আগামের খাতসমূহ							
১। কৃষি	১৩.৫০	১৩.৫০	১২.৫০	১৩.৫০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০
২। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে মেয়াদী ঋণ	১১.৫০	১১.০০	১১.৫০	১১.৫০	১৩-১৫	১৩.০০	১২.০০
৩। চলতি মূলধন	১৩.৫০	১৩-১৪	১৩.৫-১৪	১২.৫-১৪	১৪.০০	১৩.৫০	১৩.৫-১৪
৪। পাট ব্যবসা	১৪.৫০	১৪.০০	১৪.০০	১৫.০০	-	-	১৪.০০
৫। রপ্তানী ঋণ	৮.৫০	৮.৫-৯.০	৯.০০	৯.০০	১০.০০	৯.৫০	৯.০০
৬। অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ	১৪.৫০	১৪.০০	১৪.৭৫	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০
৭। শহরাঞ্চলে গৃহ নির্মাণ ঋণ	১৩.৫০	১২-১৪	১৩.৫০	১৪-১৫	-	১৫.০০	১৪.০০
৮। বিশেষ কর্মসূচী							
ক) ক্ষুদ্র শিল্প	৯.০০	৯.০০	৯.৫০	৯.৫০	১২.০০	১০.৫০	১০.০০
খ) অন্যান্য বিশেষ কর্মসূচী	৮.৫০	৯-১০	৯.০০	১১.০০	১২.০০	১০.৫০	১০.০০
৯। অন্যান্য	১৪.৫০	১৩.৫০	১৪-১৪.৭৫	১৫.০০	১৭.০০	১৫.০০	১৫.০০
কার্যকর হওয়ার তারিখ	(১.২.৯৪)	(১.১.৯৪)	(১.২.৯৪)	(১.১০.৯৩)	(১.৭.৯৩)	(১৫.১০.৯৩)	(১.৭.৯৩)

উৎস ঃ ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

– = নেই।

সারণী-৯ (চলমান)

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো

(৪) ঘোষিত সুদের হারের তালিকা
(ইস্যু তারিখ ঃ ২৫-১-৯৪)

(বার্ষিক শতকরা হার)

আমানত ও আগামের শ্রেণীবিন্যাস	বৈদেশিক ব্যাংকসমূহ					
	আমেরিকান এক্সপ্রেস	গ্রীণ্ডলেজ	ইন্দো সুয়েজ	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড	স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া	হাবিব
	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
আমানতের খাতসমূহ						
ক) সঞ্চয়ী আমানত						
পল্লী অঞ্চল	-	-	৫.০০	-	-	-
শহরাঞ্চল	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৬.০০	৫.০০
খ) মেয়াদী আমানত						
৩ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৬ মাসের কম	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৭.০০	৬.০০
৬ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ১ বছরের কম	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৭.০০	৬.২৫
১ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ২ বছরের কম	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৮.৫০	৬.৫০
২ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৩ বছরের কম	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৯.০০	৬.৭৫
৩ বছর এবং তদূর্ধ্ব	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৯.০০	৭.০০
আগামের খাতসমূহ						
১। কৃষি	১১-১৪	১২.০০	১৪.০০	১৩-১৫	১৩.০০	১০.৫০
২। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প মেয়াদী ঋণ	১৩-১৫	১৩-১৫	১৫.০০	১১.৭৫-১৩.৭৫	১৫.০০	১৫.০০
৩। চলতি মূলধন	১০-১৪	১০-১৫	১৪.০০	৯-১৩	১৫.০০	১০.৫-১৫
৪। পাট ব্যবসা	১৪-১৫	১৫.০০	১৩.৫০	১৩-১৫	-	১২.০০
৫। রপ্তানী ঋণ	৮.৫-১০.৫	৮.৫-১০.৫	১০.৫০	৮.৫-১০.৫	১০.৫০	১০.৫০
৬। অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ	১৩-১৫	১৩-১৫	১৫.০০	১৩-১৫	১৫.০০	১৫.০০
৭। শহরাঞ্চলে গৃহ নির্মাণ ঋণ	১৩-১৫	১৩-১৫	১৪.০০	১২-১৪	১৫.০০	১২.০০
৮। বিশেষ কর্মসূচি						
ক) ক্ষুদ্র শিল্প	১৩.০০	১০-১২.	১৩.০০	১১-১৩	-	১২.০০
খ) অন্যান্য বিশেষ কর্মসূচী	১৫.০০	১০-১২	১৩.০০	১২-১৪	-	১২.০০
৯। অন্যান্য	১৩-১৫	১৩-১৫	১৫.০০	১০-১২.৫	১১-১৭	১৫.০০
কার্যকর হওয়ার তারিখ	(১.১০.৯৩)	(১.১০.৯৩)	(২৮.১১.৯৩)	(১.১.৯৪)	(১.১.৯৪)	(১.১০.৯৩)

উৎস ঃ ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।
- = নেই।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো

(৪) ঘোষিত সুদের হারের তালিকা
(ইস্যু তারিখ : ২৫-১-৯৪)

(বার্ষিক শতকরা হার)

আমানত ও ঋণের শ্রেণীবিন্যাস	বেসরকারী ব্যাংকসমূহ									
	সিটি	ইউসি বিএল	এবিবিএল	বেসিক	আই.এফ আইসি	ন্যাশনাল	উত্তরা	পূবালী	ইস্টার্ন	এনসিসি বিএল
	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
আমানতের হারসমূহ										
ক) সঞ্চয়ী আমানত										
পল্লী অঞ্চল	৭.০০	৭.০০	৭.০০	-	-	৭.০০	৭.০০	৬.০০	-	-
শহরাঞ্চল	৭.০০	৭.০০	৭.০০	৭.০০	৭.০০	৭.০০	৭.০০	৬.০০	৬.৫০	৮.০০
খ) মেয়াদী আমানত										
৩ মাস এবং তদূর্ধ কিন্তু ৬ মাসের কম	৮.০০	৮.০০	৮.০০	৮.২৫	৮.০০	৮.০০	৮.০০	৭.৭৫	৮.০০	৯.৭৫
৬ মাস এবং তদূর্ধ কিন্তু ১ বছরের কম	৮.৫০	৮.৫০	৮.৫০	৮.৭৫	৮.৫০	৮.৫০	৮.৫০	৮.০০	৮.৫০	১০.০০
১ বছর এবং তদূর্ধ কিন্তু ২ বছরের কম	৯.০০	৮.৭৫	৮.৭৫	৯.০০	৮.৭৫	৮.৭৫	৮.৭৫	৮.৪৫	৯.০০	১০.২৫
২ বছর এবং তদূর্ধ কিন্তু ৩ বছরের কম	৯.২৫	৯.০০	৯.০০	৯.৫০	৯.০০	৯.০০	৯.২৫	৮.৫০	৯.০০	১০.৫০
৩ বছর এবং তদূর্ধ	৯.২৫	৯.০০	৯.০০	৯.৭৫	৯.০০	৯.০০	১০.০০	৮.৫০	৯.০০	১০.৫০
ঋণের হারসমূহ										
১। কৃষি	১১.৫-১৪.৫	১৪.৫	১১-১৪.৫	১৪-১৫	১২-১৪	১১-১৪.৫	১৪-১৪.৫	১৩-১৪.৫	১১-১৫	১৪.৫০
২। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প মেয়াদী ঋণ	১৪.৫০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৪.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০
৩। চলতি মূলধন	১১-১৪.৫	১১-১৫	১১-১৪.৫	১৪.৫-১৫	১৪.০০	১১-১৫	১৫-১৫.৫	১৫.০০	১১-১৪	১৩.৫-১৪.৫
৪। পাট ব্যবসা	১৫.০০	১৫.০০	১৪.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.৫০	১৪.০০	১৪.০০
৫। রপ্তানী ঋণ	১০.৫০	১০.০০	১০-১০.৫	১০.৫০	১০.০০	১০-১০.৫	১০-১০.৫	১০.০০	১০.৫০	১০-১০.৫
৬। অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.৫০	১৫.০০	১৫.০০
৭। শহরাঞ্চলে গৃহ নির্মাণ ঋণ	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০
৮। বিশেষ কর্মসূচী										
ক) ক্ষুদ্র শিল্প	১২.৭৫	১৪.০০	১৪.০০	১২.৫০	১২.০০	১৪.০০	১৫.০০	১৫.০০	১০.০০	১৪.০০
খ) অন্যান্য বিশেষ কর্মসূচী	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০
৯। অন্যান্য	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.৫০	১৫.০০	১৫.০০
কার্যকর হওয়ার তারিখ	(১.১.৯৪)	(১.১০.৯৩)	(১.১০.৯৩)	(১.১০.৯৩)	(১.১০.৯৩)	(২২.৯.৯৩)	(১.১০.৯৩)	(১.১০.৯৩)	(১.১০.৯৩)	(১.১০.৯৩)

উৎস : ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।
- = নেই।

সারণী-৯ (চলমান)

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো

(৪) ঘোষিত সুদের হারের তালিকা
(ইস্যু তারিখ : ২৮-২-৯৪) (বার্ষিক শতকরা হার)

আমানত ও আগামের শ্রেণীবিন্যাস	রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ				বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ		
	সোনালী	অগ্রণী	জনতা	রূপালী	বিকেবি	রাকাব	বিএসবি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
আমানতের খাতসমূহ							
ক) সঞ্চয়ী আমানত							
পল্লী অঞ্চল	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৬.০০	৫.২৫	৬.০০
শহরাঞ্চল	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.৫০	৫.২৫	৬.০০
খ) মেয়াদী আমানত							
৩ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৬ মাসের কম	৫.৫০	৫.৫০	৬.০০	৬.৫০	৭.০০	৬.২৫	৭.০০
৬ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ১ বছরের কম	৫.৭৫	৫.৭৫	৬.২৫	৭.০০	৭.৫০	৬.৭৫	৭.৫০
১ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ২ বছরের কম	৬.০০	৬.০০	৬.৫০	৭.৫০	৮.০০	৭.০০	৮.০০
২ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৩ বছরের কম	৬.৫০	৬.৫০	৬.৭৫	৮.০০	৮.৫০	৭.৫০	৯.০০
৩ বছর এবং তদূর্ধ্ব	৬.৫০	৬.৫০	৭.০০	৮.০০	৮.৫০	৭.৭৫	৯.৫০
আগামের খাতসমূহ							
১। কৃষি	১৩.৫০	১৩.৫০	১২.৫০	১৩.৫০	১৩.৫০	১৪.০০	১৪.০০
২। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে মেয়াদী ঋণ	১১.৫০	১১.০০	১১.৫০	১১.৫০	১২.৫০	১৩.০০	১২.০০
৩। চলতি মূলধন	১৩.৫০	১৩-১৪	১৩.৫-১৪	১৩.৫-১৪	১২-১৩	১৩.৫০	১৩.৫-১৪
৪। পাট ব্যবসা	১৪.৫০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.৫০	-	-	১৪.০০
৫। রপ্তানী ঋণ	৮.৫০	৮.৫-৯.০	৯.০০	৯.০০	৯.০০	৯.৫০	৯.০০
৬। অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ	১৪.৫০	১৪.০০	১৪.৭৫	১৪.৭৫	১৪-১৫	১৫.০০	১৫.০০
৭। শহরাঞ্চলে গৃহ নির্মাণ ঋণ	১৩.৫০	১২-১৪	১৩.৫০	১৩.৫-১৪	-	-	১৪.০০
৮। বিশেষ কর্মসূচী							
ক) ক্ষুদ্র শিল্প	৯.০০	৯.০০	৯.৫০	৯.০০	১০.০০	১০.৫০	১০.০০
খ) অন্যান্য বিশেষ কর্মসূচী	৮.৫০	৯-১০	৯.০০	৯.৫০	১০-১২	১০.৫০	১০.০০
৯। অন্যান্য	১৪.৫০	১৩.৫০	১৪-১৪.৭৫	১৪.০০	৯-১৭	১৫.০০	১৫.০০
কার্যকর হওয়ার তারিখ	(১.২.৯৪)	(১.১.৯৪)	(১.২.৯৪)	(১.২.৯৪)	(১.১.৯৪)	(১৫.১০.৯৩)	(১.৭.৯৩)

উৎস : ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

- = নেই

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো

(৪) ঘোষিত সুদের হারের তালিকা
(ইস্যু তারিখ ঃ ২৮-২-৯৪)

(বার্ষিক শতকরা হার)

আমানত ও আগাম প্রেক্ষিতসমূহ	বৈদেশিক ব্যাংকসমূহ					
	আমেরিকান এক্সপ্রেস	গ্রীন্ডলেজ	ইন্দো সুয়েজ	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড	স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া	হাবিব
	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
আমানতের খাতসমূহ						
ক) সঞ্চয়ী আমানত						
পল্লী অঞ্চল	-	-	৫.০০	-	-	-
শহরাঞ্চল	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৬.০০	৫.০০
খ) মেয়াদী আমানত						
৩ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৬ মাসের কম	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৭.০০	৬.০০
৬ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ১ বছরের কম	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৭.০০	৬.২৫
১ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ২ বছরের কম	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৮.৫০	৬.৫০
২ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৩ বছরের কম	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৯.০০	৬.৭৫
৩ বছর এবং তদূর্ধ্ব	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৯.০০	৭.০০
আগামের খাতসমূহ						
১। কৃষি	১১-১৪	১২.০০	১৪.০০	১৩-১৫	১৩.০০	১০.৫০
২। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে মেয়াদী ঋণ	১৩-১৫	১৩-১৫	১৫.০০	১১.৭৫-১৩.৭৫	১৫.০০	১৫.০০
৩। চলতি মূলধন	১০-১৪	১০-১৪.৭৫	১৪.০০	৯-১৩	১৫.০০	১০.৫-১৫
৪। পাট ব্যবসা	১৪-১৫	১৫.০০	১৩.৫০	১৩-১৫	-	১২.০০
৫। রপ্তানী ঋণ	৮.৫-১০.৫	৮.৫-১০.৫	১০.৫০	৮.৫-১০.৫	১০.৫০	১০.৫০
৬। অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ	১৩-১৫	১৩-১৫	১৫.০০	১৩-১৫	১৫.০০	১৫.০০
৭। শহরাঞ্চলে গৃহ নির্মাণ ঋণ	১৩-১৫	১৩-১৫	১৪.০০	১২-১৪	১৫.০০	১২.০০
৮। বিশেষ কর্মসূচী						
ক) ক্ষুদ্র শিল্প	১৩.০০	১০-১২	১৩.০০	১১-১৩	-	১২.০০
খ) অন্যান্য বিশেষ কর্মসূচী	১৫.০০	১০-১২	১৩.০০	১২-১৪	-	১২.০০
৯। অন্যান্য	১৩-১৫	১৩-১৫	১৫.০০	১০-১২.৫	১১-১৭	১৫.০০
কার্যকর হওয়ার তারিখ	(১.১.৯৪)	(১.১০.৯৩)	(২৮.১১.৯৩)	(১.১.৯৪)	(১.১.৯৪)	(১.১০.৯৩)

উৎস ঃ ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।
- = নেই।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো

(৪) ঘোষিত সুদের হারের তালিকা
(ইস্যু তারিখ ঃ ২৮-২-৯৪) (বার্ষিক শতকরা হার)

আমানত ও ঋণদানের শ্রেণীবিন্যাস	বেসরকারী ব্যাংকসমূহ									
	সিটি	ইউসি বিএল	এবিবিএল	বেসিক	আইএফ আইসি	ন্যাশনাল	উত্তরা	পূবালী	ইস্টার্ন	এনসিসি বিএল
	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
আমানতের খাতসমূহ										
ক) সঞ্চয়ী আমানত										
পল্লী অঞ্চল	৭.০০	৭.০০	৭.০০	–	–	৭.০০	৭.০০	৬.০০	–	–
শহরাঞ্চল	৭.০০	৭.০০	৭.০০	৭.৫০	৭.০০	৭.০০	৭.০০	৬.০০	৬.৫০	৮.০০
খ) মেয়াদী আমানত										
৩ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৬ মাসের কম	৮.০০	৮.০০	৮.০০	৭.৫০	৮.০০	৮.০০	৮.০০	৭.৭৫	৮.০০	৯.৭৫
৬ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ১ বছরের কম	৮.৫০	৮.৫০	৮.৫০	৭.৭৫	৮.৫০	৮.৫০	৮.৫০	৮.০০	৮.৫০	১০.০০
১ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ২ বছরের কম	৯.০০	৮.৭৫	৮.৭৫	৮.০০	৮.৭৫	৮.৭৫	৮.৭৫	৮.২৫	৯.০০	১০.২৫
২ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৩ বছরের কম	৯.২৫	৯.০০	৯.০০	৮.৫০	৯.০০	৯.০০	৯.২৫	৮.৫০	৯.০০	১০.৫০
৩ বছর এবং তদূর্ধ্ব	৯.২৫	৯.০০	৯.০০	৯.০০	৯.০০	৯.০০	১০.০০	৮.৫০	৯.০০	১০.৫০
ঋণদানের খাতসমূহ										
১। কৃষি	১১.৫-১৪.৫	১৪.৫০	১১-১৪.৫	১৩-১৫	১২-১৩	১১-১৪.৫	১৪-১৪.৫	১৩-১৪.৫	১১-১৩	১৪.৫০
২। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প মেয়াদী ঋণ	১৪.৫০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৪.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০
৩। চলতি মূলধন	১১-১৪.৫	১১-১৫	১১-১৪.৫	১৪.৫০	১৪.০০	১১-১৫	১৫.০০	১৫.০০	১১-১৪	১৪.৫০
৪। পাট ব্যবসা	১৫.০০	১৫.০০	১৪.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.৫০	১৪.০০	১৪.০০
৫। রপ্তানি ঋণ	১০.৫০	১০.০০	১০-১০.৫	১০.৫০	১০.০০	১০-১০.৫	১০-১০.৫	১০.০০	১০.৫০	১০.৫০
৬। অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.৫০	১৫.০০	১৫.০০
৭। শহরাঞ্চলে গৃহ নির্মাণ ঋণ	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০
৮। বিশেষ কর্মসূচী										
ক) ক্ষুদ্র শিল্প	১২.৭৫	১৩.০০	১৫.০০	১২.৫০	১২.০০	১৩.০০	১৩.০০	১৩.০০	১০.০০	১৩.০০
খ) অন্যান্য বিশেষ কর্মসূচী	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৫.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৪.০০
৯। অন্যান্য	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.৫০	১৫.০০	১৫.০০
কার্যকর হওয়ার তারিখ	(১.১.৯৪)	(১.১০.৯৩)	(১.১০.৯৩)	(১.২.৯৪)	(১.১০.৯৩)	(২২.৯.৯৩)	(১.১০.৯৩)	(১.১০.৯৩)	(১.১০.৯৩)	(১.১০.৯৩)

উৎস ঃ ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।
– = নেই।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো

(৪) ঘোষিত সুদের হারের তালিকা
(ইস্যু তারিখ ঃ ১-৩-৯৪)

(বার্ষিক শতকরা হার)

আমানত ও আগামের শ্রেণীবিন্যাস	রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ				বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ		
	সোনালী	অগ্রণী	জনতা	রূপালী	বিকেবি	রাকাব	বিএসবি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
আমানতের খাতসমূহ							
ক) সঞ্চয়ী আমানত							
পল্লী অঞ্চল	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৬.০০	৫.২৫	৬.০০
শহরাঞ্চল	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.৫০	৫.২৫	৬.০০
খ) মেয়াদী আমানত							
৩ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৬ মাসের কম	৫.৫০	৫.৫০	৬.০০	৬.০০	৭.০০	৬.২৫	৭.০০
৬ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ১ বছরের কম	৫.৭৫	৫.৭৫	৬.২৫	৬.২৫	৭.৫০	৬.৭৫	৭.৫০
১ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ২ বছরের কম	৬.০০	৬.০০	৬.৫০	৬.৫০	৮.০০	৭.০০	৮.০০
২ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৩ বছরের কম	৬.৫০	৬.৫০	৬.৭৫	৬.৭৫	৮.৫০	৭.৫০	৯.০০
৩ বছর এবং তদূর্ধ্ব	৬.৫০	৬.৫০	৭.০০	৬.৭৫	৮.৫০	৭.৭৫	৯.৫০
আগামের খাতসমূহ							
১। কৃষি	১৩.৫০	১৩.৫০	১২.৫০	১৩.৫০	১৩.৫০	১৪.০০	১৪.০০
২। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে মেয়াদী ঋণ	১১.৫০	১১.০০	১১.৫০	১১.৫০	১২.৫০	১৩.০০	১২.০০
৩। চলতি মূলধন	১৩.৫০	১৩-১৪	১৩.৫-১৪	১৩.৫-১৪	১২-১৩	১৩.৫০	১৩.৫-১৪
৪। পাট ব্যবসা	১৪.৫০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.৫	-	-	১৪.০০
৫। রপ্তানী ঋণ	৮.৫০	৮.৫-৯	৯.০০	৯.০০	৯.০০	৯.৫০	৯.০০
৬। অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ	১৪.৫০	১৪.০০	১৪.৭৫	১৪.৭৫	১৪-১৫	১৫.০০	১৫.০০
৭। শহরাঞ্চলে গৃহ নির্মাণ ঋণ	১৩.৫০	১২-১৪	১৩.৫০	১৩.৫-১৪	-	-	১৪.০০
৮। বিশেষ কর্মসূচী							
ক) ক্ষুদ্র শিল্প	৯.০০	৯.০০	৯.৫০	৯.০০	১০.০০	১০.৫০	১০.০০
খ) অন্যান্য বিশেষ কর্মসূচী	৮.৫০	৯-১০	৯.০০	৯.৫০	১০-১২	১০.৫০	১০.০০
৯। অন্যান্য	১৪.৫০	১৩.৫০	১৪-১৪.৭৫	১৪.০০	৯-১৭	১৫.০০	১৫.০০
কার্যকর হওয়ার তারিখ	(১.২.৯৪)	(১.১.৯৪)	(১.২.৯৪)	(১.২.৯৪)	(১.১.৯৪)	(১৫.১০.৯৩)	১.৭.৯৩)

উৎস ঃ ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

– = নেই

সারণী-৯ (চলমান)

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো

(৪) ঘোষিত সুদের হারের তালিকা
(ইস্যু তারিখ ঃ ১-৩-৯৪)

(বার্ষিক শতকরা হার)

আমনত ও আগামের শ্রেণীবিন্যাস	বৈদেশিক ব্যাংকসমূহ					
	আমেরিকান এক্সপ্রেস	গ্রীণ্ডলেজ	ইন্দো সুয়েজ	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড	স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া	হাবিব
	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
আমানতের খাতসমূহ						
ক) সঞ্চয়ী আমানত						
পল্লী অঞ্চল	-	-	৫.০০	-	-	-
শহরাঞ্চল	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৬.০০	৫.০০
খ) মেয়াদী আমানত						
৩ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৬ মাসের কম	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৭.০০	৬.০০
৬ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ১ বছরের কম	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৭.০০	৬.২৫
১ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ২ বছরের কম	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৮.৫০	৬.৫০
২ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৩ বছরের কম	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৯.০০	৬.৭৫
৩ বছর এবং তদূর্ধ্ব	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৯.০০	৭.০০
আগামের খাতসমূহ						
১। কৃষি	১১-১৪	১২.০০	১৪.০০	১৩-১৫	১৩.০০	১০.৫০
২। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে মেয়াদী ঋণ	১৩-১৫	১৩-১৫	১৫.০০	১১.৭৫-১৩.৭৫	১৫.০০	১৫.০০
৩। চলতি মূলধন	১০-১৪	১০-১৪.৭৫	১৪.০০	৯-১৩	১৫.০০	১০.৫-১৫
৪। পাট ব্যবসা	১৪-১৫	১৫.০০	১৩.৫০	১৩-১৫	-	১২.০০
৫। রপ্তানী ঋণ	৮.৫-১০.৫	৮.৫ -১০.৫	১০.৫০	৮.৫-১০.৫	১০.৫০	১০.৫০
৬। অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ	১৩-১৫	১৩-১৫	১৫.০০	১৩-১৫	১৫.০০	১৫.০০
৭। শহরাঞ্চলে গৃহ নির্মাণ ঋণ	১৩-১৫	১৩-১৫	১৪.০০	১২-১৪	১৫.০০	১২.০০
৮। বিশেষ কর্মসূচী						
ক) ক্ষুদ্র শিল্প	১৩.০০	১০-১২	১৩.০০	১১-১৩	-	১২.০০
খ) অন্যান্য বিশেষ কর্মসূচী	১৫.০০	১০-১২	১৩.০০	১২-১৪	-	১২.০০
৯। অন্যান্য	১৩-১৫	১৩-১৫	১৫.০০	১০-১২.৫	১১-১৭	১৫.০০
কার্যকর হওয়ার তারিখ	(১.১.৯৪)	(১.১০.৯৩)	(২৮.১১.৯৩)	(১.১.৯৪)	(১.১.৯৪)	(১.১০.৯৩)

উৎস ঃ ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।
- = নেই।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো

(৪) ঘোষিত সুদের হারের তালিকা
(ইস্যু তারিখ ঃ ১-৩-৯৪)

(বার্ষিক শতকরা হার)

আমানত ও ঋণের শ্রেণীবিন্যাস	বেসরকারী ব্যাংকসমূহ									
	সিটি	ইউসি বিএল	এবিবিএল	ইসলামী	আইএফ আইসি	ন্যাশনাল	উত্তরা	পূবালী	ইস্টার্ন	এনসিসি বিএল
	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
আমানতের খাতসমূহ										
ক) সঞ্চয়ী আমানত										
পল্লী অঞ্চল	৭.০০	৭.০০	৭.০০	-	-	৭.০০	৭.০০	৬.০০	-	-
শহরাঞ্চল	৭.০০	৭.০০	৭.০০	৭.৫০	৭.০০	৭.০০	৭.০০	৬.০০	৬.৫০	৮.০০
খ) মেয়াদী আমানত										
৩ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৬ মাসের কম	৮.০০	৮.০০	৮.০০	৭.৫০	৮.০০	৮.০০	৮.০০	৭.৭৫	৮.০০	৯.৭৫
৬ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ১ বছরের কম	৮.৫০	৮.৫০	৮.৫০	৭.৭৫	৮.৫০	৮.৫০	৮.৫০	৮.০০	৮.৫০	১০.০০
১ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ২ বছরের কম	৯.০০	৮.৭৫	৮.৭৫	৮.০০	৮.৭৫	৮.৭৫	৮.৭৫	৮.২৫	৯.০০	১০.২৫
২ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৩ বছরের কম	৯.২৫	৯.০০	৯.০০	৮.২৫	৯.০০	৯.০০	৯.২৫	৮.৫০	৯.০০	১০.৫০
৩ বছর এবং তদূর্ধ্ব	৯.২৫	৯.০০	৯.০০	৯.০০	৯.০০	৯.০০	১০.০০	৮.৫০	৯.০০	১০.৫০
ঋণের খাতসমূহ										
১। কৃষি	১১.৫-১৪.৫	১৪.৫০	১১-১৪.৫	১৩-১৫	১১-১৪	১১-১৪.৫	১৩-১৪.৫	১৪-১৪.৫	১১-১৪	১৩.৫০
২। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প মেয়াদী ঋণ	১৪.৫০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৪.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০
৩। চলতি মূলধন	১১-১৪.৫	১১-১৫	১১-১৪.৫	১৪.৫০	১৪.০০	১১-১৫	১৫.০০	১৫.০০	১১-১৪	১৪.৫০
৪। পাট ব্যবসা	১৫.০০	১৫.০০	১৪.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.৫০	১৪.০০	১৪.০০
৫। রপ্তানী ঋণ	১০.৫০	১০.০০	১০-১০.৫	১০.৫০	১০.০০	১০-১০.৫	১০-১০.৫	১০.০০	১০.৭৫	১০.৫০
৬। অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.৫০	১৫.০০	১৫.০০
৭। শহরাঞ্চলে গৃহ নির্মাণ ঋণ	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০
৮। বিশেষ কর্মসূচী										
ক) ক্ষুদ্র শিল্প	১২.৭৫	১৫.০০	১৪.০০	১২.৫০	১২.০০	১৪.০০	১৩.০০	১৪.০০	১০.০০	১৪.০০
খ) অন্যান্য বিশেষ কর্মসূচী	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০
৯। অন্যান্য	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.৫০	১৫.০০	১৫.০০
কার্যকর হওয়ার তারিখ	(১.১.৯৪)	(১.১০.৯৩)	(১.১০.৯৩)	(১.২.৯৪)	(১.১০.৯৩)	(২২.৯.৯৩)	(১.১০.৯৩)	(১.১০.৯৩)	(১.১০.৯৩)	(১.১০.৯৩)

উৎস ঃ ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।
- = নেই।

সারণী-৯ (চলমান)

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো

(৪) ঘোষিত সুদের হারের তালিকা
(ইস্যু তারিখ : ১৯-৩-৯৪)

(বার্ষিক শতকরা হার)

আমানত ও আগামের শ্রেণীবিন্যাস	রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ				বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ		
	সোনালী	অগ্রণী	জনতা	রূপালী	বিকেবি	রাকাব	বিএসবি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
আমানতের খাতসমূহ							
ক) সঞ্চয়ী আমানত							
পল্লী অঞ্চল	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৬.০০	৫.২৫	৬.০০
শহরাঞ্চল	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.৫০	৫.২৫	৬.০০
খ) মেয়াদী আমানত							
৩ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৬ মাসের কম	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৬.০০	৭.০০	৬.২৫	৭.০০
৬ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ১ বছরের কম	৫.৭৫	৫.৭৫	৫.৭৫	৬.২৫	৭.৫০	৬.৭৫	৭.৫০
১ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ২ বছরের কম	৬.০০	৬.০০	৬.০০	৬.৫০	৮.০০	৭.০০	৮.০০
২ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৩ বছরের কম	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০	৬.৭৫	৮.৫০	৭.৫০	৯.০০
৩ বছর এবং তদূর্ধ্ব	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০	৬.৭৫	৮.৫০	৭.৭৫	৯.৫০
আগামের খাতসমূহ							
১। কৃষি	১৩.৫০	১৩.৫০	১২.৫০	১৩.৫০	১৩.৫০	১৪.০০	১৪.০০
২। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে মেয়াদী ঋণ	১১.৫০	১১.০০	১১.৫০	১১.৫০	১২.৫০	১৩.০০	১২.০০
৩। চলতি মূলধন	১৩.৫০	১৩-১৪	১৩.৫-১৪	১৩.৫-১৪	১২-১৩	১৩.৫০	১৩.৫-১৪
৪। পাট ব্যবসা	১৪.৫০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.৫০	-	-	১৪.০০
৫। রপ্তানী ঋণ	৮.৫০	৮.৫-৯	৯.০০	৯.০০	৯.০০	৯.৫০	৯.০০
৬। অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ	১৪.৫০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.৭৫	১৪-১৫	১৫.০০	১৫.০০
৭। শহরাঞ্চলে গৃহ নির্মাণ ঋণ	১৩.৫০	১২-১৪	১৩-১৩.৫	১৩.৫-১৪	-	-	১৪.০০
৮। বিশেষ কর্মসূচী							
ক) ক্ষুদ্র শিল্প	৯.০০	৯.০০	৯.৫০	৯.০০	১০.০০	১০.৫০	১০.০০
খ) অন্যান্য বিশেষ কর্মসূচী	৮.৫০	৯-১০	৯.০০	৯.৫০	১০-১২	১০.৫০	১০.০০
৯। অন্যান্য	১৪.৫০	১৩.৫০	১৪.০০	১৪.০০	৯-১৭	১৫.০০	১৫.০০
কার্যকর হওয়ার তারিখ	(১.২.৯৪)	(১.১.৯৪)	(১.৩.৯৪)	(১.২.৯৪)	(১.১.৯৪)	(১৫.১০.৯৩)	(১.৭.৯৩)

উৎস : ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

- = নেই

সারণী-৯ (চলমান)

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো

(৪) ঘোষিত সুদের হারের তালিকা
(ইস্যু তারিখ ঃ ১৯-৩-৯৪) (বার্ষিক শতকরা হার)

আমানত ও আগামের শ্রেণীবিন্যাস	বৈদেশিক ব্যাংকসমূহ					
	আমেরিকান এক্সপ্রেস	গ্রীন্ডলেজ	ইন্দো সুয়েজ	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড	স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া	হাবিব
	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
আমানতের খাতসমূহ						
ক) সঞ্চয়ী আমানত						
পল্লী অঞ্চল	-	-	৪.৫০	-	-	-
শহরাঞ্চল	৫.০০	৪.৫০	৪.৫০	৫.০০	৫.০০	৫.০০
খ) মেয়াদী আমানত						
৩ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৬ মাসের কম	৫.৫০	৫.০০	৫.০০	৫.৫০	৬.৫০	৬.০০
৬ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ১ বছরের কম	৫.৫০	৫.০০	৫.০০	৫.৫০	৬.৫০	৬.২৫
১ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ২ বছরের কম	৫.৫০	৫.০০	৫.০০	৫.৫০	৭.৫০	৬.৫০
২ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৩ বছরের কম	৫.৫০	৫.০০	৫.০০	৫.৫০	৮.০০	৬.৭৫
৩ বছর এবং তদূর্ধ্ব	৫.৫০	৫.০০	৫.০০	৫.৫০	৮.০০	৭.০০
আগামের খাতসমূহ						
১। কৃষি	১১-১৪	১১-১২	১৩.৫০	১৩-১৫	১৩.০০	১০.৫০
২। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে মেয়াদী ঋণ	১৩-১৫	১১-১৩	১৪.৫০	১১.৭৫-১৩.৭৫	১৫.০০	১৫.০০
৩। চলতি মূলধন	১০-১৪	৯-১৪.৭৫	১৩.৫০	৯-১৩	১৫.০০	১০.৫-১৫
৪। পাট ব্যবসা	১৪-১৫	১২-১৪	১৩.০০	১৩-১৫	-	১২.০০
৫। রপ্তানী ঋণ	৮.৫-১০.৫	৮.৫ -১০.৫	১০.০০	৮.৫-১০.৫	১০.৫০	১০.৫০
৬। অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ	১৩-১৫	১১-১৫	১৪.৫০	১৩-১৫	১৫.০০	১৫.০০
৭। শহরাঞ্চলে গৃহ নির্মাণ ঋণ	১৩-১৫	১২-১৪	১৩.৫০	১২-১৪	১৫.০০	১২.০০
৮। বিশেষ কর্মসূচী						
ক) ক্ষুদ্র শিল্প	১৩.০০	১০-১২	১২.৫০	১১-১৩	-	১২.০০
খ) অন্যান্য বিশেষ কর্মসূচী	১৫.০০	১০-১২	১২.৫০	১২-১৪	-	১২.০০
৯। অন্যান্য	১৩-১৫	১২-১৫	১৪.৫০	১০-১২.৫	১৪-১৭	১৫.০০
কার্যকর হওয়ার তারিখ	(১.১.৯৪)	(৭.৩.৯৪)	(৭.৩.৯৪)	(১.১.৯৪)	(১.৩.৯৪)	(১.১০.৯৩)

উৎস ঃ ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।
- = নেই।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো

(৪) ঘোষিত সুদের হারের তালিকা
(ইস্যু তারিখ ঃ ১৯-৩-৯৪) (বার্ষিক শতকরা হার)

আমানত ও অগ্রিমের শ্রেণীবিন্যাস	বেসরকারী ব্যাংকসমূহ									
	সিটি	ইউসি বিএল	এবিবিএল	বেসিক	আইএফ আইসি	ন্যাশনাল	উত্তরা	পূবালী	ইস্টার্ন	এনসিসি বিএল
	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
আমানতের খাতসমূহ										
ক) সঞ্চয়ী আমানত										
পল্লী অঞ্চল	৭.০০	৭.০০	৭.০০	-	-	৬.০০	৭.০০	৬.০০	-	-
শহরাঞ্চল	৭.০০	৭.০০	৭.০০	৭.৫০	৭.০০	৬.০০	৭.০০	৬.০০	৬.০০	৮.০০
খ) মেয়াদী আমানত										
৩ মাস এবং তদুর্ধ কিন্তু ৬ মাসের কম	৮.০০	৮.০০	৮.০০	৭.৫০	৮.০০	৭.৫০	৮.০০	৭.৭৫	৭.৭৫	৯.৭৫
৬ মাস এবং তদুর্ধ কিন্তু ১ বছরের কম	৮.৫০	৮.৫০	৮.৫০	৭.৭৫	৮.৫০	৭.৭৫	৮.৫০	৮.০০	৮.২৫	১০.০০
১ বছর এবং তদুর্ধ কিন্তু ২ বছরের কম	৯.০০	৮.৭৫	৮.৭৫	৮.০০	৮.৭৫	৮.০০	৮.৭৫	৮.২৫	৮.৫০	১০.২৫
২ বছর এবং তদুর্ধ কিন্তু ৩ বছরের কম	৯.২৫	৯.০০	৯.০০	৮.৫০	৯.০০	৮.২৫	৯.২৫	৮.৫০	৮.৭৫	১০.৫০
৩ বছর এবং তদুর্ধ	৯.৫০	৯.০০	৯.০০	৯.০০	৯.০০	৮.২৫	১০.০০	৮.৫০	৮.৭৫	১০.৫০
অগ্রিমের খাতসমূহ										
১। কৃষি	১১.৫-১৪.৫	১৪.৫	১১-১৪.৫	১৪-১৫	১২-১৪	১১-১৪.৫	১৪-১৪.৫	১৪-১৪.৫	১০.৫-১৪.৫	১৪.৫০
২। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প মেয়াদী ঋণ	১৪.৫০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৪.০০	১৪.৫০	১৫.০০	১৪.৫০	১৪.৫০	১৫.০০
৩। চলতি মূলধন	১১-১৪.৫	১১-১৫	১১-১৪.৫	১৪.৫০	১৪.০০	১১-১৪.৫	১৫.০০	১৪.৫০	১০.৫-১৫.৫	১৪.৫০
৪। পাট ব্যবসা	১৫.০০	১৫.০০	১৪.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৪.৫০	১৫.০০	১৪.৫০	১৪.৫০	১৪.০০
৫। রপ্তানী ঋণ	১০.৫০	১০.০০	১০-১০.৫	১০.৫০	১০.০০	১০-১০.৫	১০-১০.৫	১০.০০	১০.০০	১০.৫০
৬। অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৪.৫০	১৫.০০	১৪.৫০	১৪.৫০	১৫.০০
৭। শহরাঞ্চলে গৃহ নির্মাণ ঋণ	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৪.৫০	১৫.০০	১৪.৫০	১৪-১৪.৫	১৫.০০
৮। বিশেষ কর্মসূচী										
ক) ক্ষুদ্র শিল্প	১২.৭৫	১৫.০০	১৪.০০	১২.৫০	১২.০০	১৩.০০	১৫.০০	১৪.০০	৯.৫০	১৩.০০
খ) অন্যান্য বিশেষ কর্মসূচী	১৪.০০	১৪.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১০.৫০	১৪.০০
৯। অন্যান্য	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৪.৫০	১৫.০০	১৪.৫০	১৪.৫০	১৫.০০
কার্যকর হওয়ার তারিখ	(১.১.৯৪)	(১.১০.৯৩)	(১.১০.৯৩)	(১.৫.৯৪)	(১.১০.৯৩)	(১৫.৩.৯৪)	(১.১০.৯৩)	(১.৪.৯৪)	(৮.৩.৯৪)	(১.১০.৯৩)

উৎস ঃ ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।
- = নেই।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো

(৪) ঘোষিত সুদের হারের তালিকা
(ইস্যু তারিখ ঃ ৫-৪-৯৪) (বার্ষিক শতকরা হার)

আমানত ও আগামের শ্রেণীবিন্যাস	রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ				বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ		
	সোনালী	অগ্রণী	জনতা	রূপালী	বিকেবি	রাকাব	বিএসবি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
আমানতের খাত সমূহ							
ক) সঞ্চয়ী আমানত							
পল্লী অঞ্চল	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৬.০০	৫.২৫	৬.০০
শহরাঞ্চল	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৫.৫০	৫.২৫	৬.০০
খ) মেয়াদী আমানত							
৩ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৬ মাসের কম	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.৫০	৭.০০	৬.২৫	৭.০০
৬ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ১ বছরের কম	৫.২৫	৫.২৫	৫.২৫	৬.০০	৭.৫০	৬.৭৫	৭.৫০
১ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ২ বছরের কম	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৬.০০	৮.০০	৭.০০	৮.০০
২ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৩ বছরের কম	৬.০০	৬.০০	৬.০০	৬.২৫	৮.৫০	৭.৫০	৯.০০
৩ বছর এবং তদূর্ধ্ব	৬.০০	৬.০০	৬.০০	৬.২৫	৮.৫০	৭.৭৫	৯.৫০
আগামের খাত সমূহ							
১। কৃষি	১২.৫০	১২.০০	১২.৫০	১২.৫০	১৩.৫০	১৪.০০	১৪.০০
২। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে মেয়াদী ঋণ	১০.৫০	১১.০০	১১.০০	১১.৫০	১২.৫০	১৩.০০	১২.০০
৩। চলতি মূলধন	১২.৫০	১২.০০	১২.৫০	১১.৫-১২.৫	১২-১৩	১৩.৫০	১৩.৫-১৪
৪। পাট ব্যবসা	১২.৫০	১২.০০	১২.৫০	১২.৫০	-	-	১৪.০০
৫। রপ্তানী ঋণ	৮.৫০	৮.৫-৯	৮.৫-৯	৮.৫০	৯.০০	৯.৫০	৯.০০
৬। অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ	১২.৫০	১২.০০	১২.৫০	১২.৫০	১৪-১৫	১৫.০০	১৫.০০
৭। শহরাঞ্চলে গৃহ নির্মাণ ঋণ	১২.৫০	১২.০০	১২.৫০	১২.৫০	-	-	১৪.০০
৮। বিশেষ কর্মসূচী							
ক) ক্ষুদ্র শিল্প	৯.০০	৯.০০	৯.৫০	৮.৫০	১০.০০	১০.৫০	১০.০০
খ) অন্যান্য বিশেষ কর্মসূচী	৮.৫০	৯-১০	৯.০০	৯.০০	১০-১২	১০.৫০	১০.০০
৯। অন্যান্য	১২.৫০	১২.০০	১২.৫০	১২.৫০	৯-১৭	১৫.০০	১৫.০০
কার্যকর হওয়ার তারিখ	(১.৪.৯৪)	(১.৪.৯৪)	(১.৪.৯৪)	(১.৪.৯৪)	(১.১.৯৪)	(১৫.১০.৯৩)	(১.৭.৯৩)

উৎস ঃ ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

– = নেই।

সারণী-৯ (চলমান)

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো

(৪) ঘোষিত সুদের হারের তালিকা
(ইস্যু তারিখ ঃ ৫-৪-৯৪)

(বার্ষিক শতকরা হার)

আমানত ও আগামের শ্রেণীবিন্যাস	বৈদেশিক ব্যাংকসমূহ					
	আমেরিকান এক্সপ্রেস	গ্রীণ্ডলেজ	ইন্দো সুয়েজ	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড	স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া	হাবিব
	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
আমানতের খাতসমূহ						
ক) সঞ্চয়ী আমানত						
পল্লী অঞ্চল	-	-	৪.৫০	-	-	-
শহরাঞ্চল	৫.০০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৫.০০	৫.০০
খ) মেয়াদী আমানত						
৩ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৬ মাসের কম	৫.৫০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৬.৫০	৬.০০
৬ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ১ বছরের কম	৫.৫০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৬.৫০	৬.২৫
১ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ২ বছরের কম	৫.৫০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৭.৫০	৬.৫০
২ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৩ বছরের কম	৫.৫০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৮.০০	৬.৭৫
৩ বছর এবং তদূর্ধ্ব	৫.৫০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৮.০০	৭.০০
আগামের খাতসমূহ						
১। কৃষি	১১-১৪	১১-১২	১৩.৫০	১৩-১৫	১৩.০০	১০.৫০
২। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে মেয়াদী ঋণ	১৩-১৫	১১-১৩	১৪.৫০	১১.৭৫-১৩.৭৫	১৫.০০	১৫.০০
৩। চলতি মূলধন	১০-১৪	৯-১৪.৭৫	১৩.৫০	৯-১৩	১৫.০০	১০.৫-১৩
৪। পাট ব্যবসা	১৪-১৫	১২-১৪	১৩.০০	১৩-১৫	-	১২.০০
৫। রপ্তানী ঋণ	৮.৫-১০.৫	৮.৫ -১০.৫	১০.০০	৮.৫-১০.৫	১০.৫০	১০.৫০
৬। অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ	১৩-১৫	১১-১৫	১৪.৫০	১৩-১৫	১৫.০০	১৫.০০
৭। শহরাঞ্চলে গৃহ নির্মাণ ঋণ	১৩-১৫	১২-১৪	১৩.৫০	১২-১৪	১৫.০০	১২.০০
৮। বিশেষ কর্মসূচী						
ক) ক্ষুদ্র শিল্প	১৩.০০	১০-১২	১২.৫০	১১-১৩	-	১২.০০
খ) অন্যান্য বিশেষ কর্মসূচী	১৫.০০	১০-১২	১২.৫০	১২-১৪	-	১২.০০
৯। অন্যান্য	১৩-১৫	১২-১৫	১৪.৫০	১০-১২.৫	১৪-১৭	১৫.০০
কার্যকর হওয়ার তারিখ	(১.১.৯৪)	(৭.৩.৯৪)	(৭.৩.৯৪)	(৬.৩.৯৪)	(১.৩.৯৪)	(১.১০.৯৩)

উৎস ঃ ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।
- = নেই।

সারণী-৯ (চলমান)

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো

(৪) ঘোষিত সুদের হারের তালিকা
(ইস্যু তারিখ ঃ ৫-৪-৯৪)

(বার্ষিক শতকরা হার)

আমানত ও অগ্রিমের শ্রেণীবিন্যাস	বেসরকারী ব্যাংকসমূহ									
	সিটি	ইউসি বিএল	এবিবিএল	বেসিক	আইএফ আইসি	ন্যাশনাল	উত্তরা	পূবালী	ইস্টার্ন	এনসিসি বিএল
	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
আমানতের খাতসমূহ										
ক) সঞ্চয়ী আমানত										
পল্লী অঞ্চল	৬.২৫	৬.৫০	৭.০০	-	-	৬.০০	৬.৫০	৬.০০	-	-
শহরাঞ্চল	৬.২৫	৬.৫০	৭.০০	৭.৫০	৭.০০	৬.০০	৬.৫০	৬.০০	৬.০০	৮.০০
খ) মেয়াদী আমানত										
৩ মাস এবং তদূর্ধ কিন্তু ৬ মাসের কম	৭.৭৫	৭.৫০	৮.০০	৭.৫০	৮.০০	৭.৫০	৭.৫০	৭.৭৫	৭.৭৫	৯.৭৫
৬ মাস এবং তদূর্ধ কিন্তু ১ বছরের কম	৮.০০	৭.৭৫	৮.৫০	৭.৭৫	৮.৫০	৭.৭৫	৭.৭৫	৮.০০	৮.২৫	১০.০০
১ বছর এবং তদূর্ধ কিন্তু ২ বছরের কম	৮.২৫	৮.০০	৮.৭৫	৮.০০	৮.৭৫	৮.০০	৮.০০	৮.২৫	৮.৫০	১০.২৫
২ বছর এবং তদূর্ধ কিন্তু ৩ বছরের কম	৮.৫০	৮.২৫	৯.০০	৮.৫০	৯.০০	৮.২৫	৮.৫০	৮.৫০	৮.৭৫	১০.৫০
৩ বছর এবং তদূর্ধ	৮.৫০	৮.২৫	৯.০০	৯.০০	৯.০০	৮.২৫	৮.৫০	৮.৫০	৮.৭৫	১০.৫০
অগ্রিমের খাতসমূহ										
১। কৃষি	১১.৫-১৪.৫	১৪.০০	১১-১৪.৫	১৪-১৫	১২-১৪	১১-১৪.৫	১৩.৫-১৪.৫	১৪-১৪.৫	১০.৫-১৪.৫	১৪.৫০
২। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে মেয়াদী ঋণ	১৪.০০	১৪.৫০	১৫.০০	১৫.০০	১৪.০০	১৪.৫০	১৪.৫০	১৪.৫০	১৪.৫০	১৫.০০
৩। চলতি মূলধন	১১-১৪	১১-১৪.৫	১১-১৪.৫	১৪.৫০	১৫.০০	১১-১৪.৫	১৪.৫০	১৪.৫০	১০.৫-১৩.৫	১৪.৫০
৪। পাট ব্যবসা	১৪.৫০	১৪.৫০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৪.০০	১৪.৫০	১৪.৫০	১৫.৫০	১৫.০০
৫। রপ্তানী ঋণ	১০.০০	১০.০০	১০-১০.৫	১০.৫০	১০.০০	১০-১০.৫	১০-১০.৫	১০.০০	১০.০০	১০.৫০
৬। অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ	১৪.৫০	১৪.৫০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৪.০০	১৪.৫০	১৪.৫০	১৪.৫০	১৫.০০
৭। শহরাঞ্চলে গৃহ নির্মাণ ঋণ	১৪.৫০	১৪.৫০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৪.০০	১৪.৫০	১৪.৫০	১৪-১৪.৫	১৫.০০
৮। বিশেষ কর্মসূচী										
ক) ক্ষুদ্র শিল্প	১২.৭৫	১৩.০০	১৪.০০	১২.৫০	১২.০০	১৩.০০	১২.০০	১৩.০০	৯.৫০	১৩.০০
খ) অন্যান্য বিশেষ কর্মসূচী	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৩.০০	১৪.০০	১৩.৫০	১৪.০০
৯। অন্যান্য	১৪.৫০	১৪.৫০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৪.০০	১৪.৫০	১৪.৫০	১৪.৫০	১৫.০০
কার্যকর হওয়ার তারিখ	(১.৪.৯৪)	(১.৪.৯৪)	(১.১০.৯৩)	(১.১.৯৪)	(১.১০.৯৩)	(২৮.৩.৯৪)	(১.৪.৯৪)	(১.৪.৯৪)	(৮.৩.৯৪)	(১.১০.৯৩)

উৎস ঃ ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

- = নেই।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো

(৪) ঘোষিত সুদের হারের তালিকা
(ইস্যু তারিখ ঃ ২০-৪-৯৪)

(বার্ষিক শতকরা হার)

আমানত ও আগামের শ্রেণীবিন্যাস	রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ				বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ		
	সোনালী	অগ্রণী	জনতা	রূপালী	বিকেবি	রাকাব	বিএসবি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
আমানতের খাতসমূহ							
ক) সঞ্চয়ী আমানত							
পল্লী অঞ্চল	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৬.০০	৫.২৫	৫.৫০
শহরাঞ্চল	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৫.৫০	৫.২৫	৫.৫০
খ) মেয়াদী আমানত							
৩ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৬ মাসের কম	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.৫০	৭.০০	৬.২৫	৬.৫০
৬ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ১ বছরের কম	৫.২৫	৫.২৫	৫.২৫	৬.০০	৭.৫০	৬.৭৫	৭.০০
১ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ২ বছরের কম	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৬.০০	৮.০০	৭.০০	৭.৫০
২ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৩ বছরের কম	৬.০০	৬.০০	৬.০০	৬.২৫	৮.৫০	৭.৫০	৭.৭৫
৩ বছর এবং তদূর্ধ্ব	৬.০০	৬.০০	৬.০০	৬.২৫	৮.৫০	৭.৭৫	৮.০০
আগামের খাতসমূহ							
১। কৃষি	১২.৫০	১২.০০	১২.৫০	১২.৫০	১৩.৫০	১৪.০০	১৩.৫০
২। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে মেয়াদী ঋণ	১০.৫০	১১.০০	১১.০০	১১.৫০	১২.৫০	১৩.০০	১২.০০
৩। চলতি মূলধন	১২.৫০	১২.০০	১২.৫০	১১.৫-১২.৫	১২-১৩	১৩.৫০	১৩.৫-১৪
৪। পাট ব্যবসা	১২.৫০	১২.০০	১২.৫০	১২.৫০	-	-	১৪.০০
৫। রপ্তানী ঋণ	৮.৫০	৮.৫-৯	৮.৫-৯	৮.৫০	৯.০০	৯.৫০	৯.০০
৬। অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ	১২.৫০	১২.০০	১২.৫০	১২.৫০	১৪-১৫	১৫.০০	১৫.০০
৭। শহরাঞ্চলে গৃহ নির্মাণ ঋণ	১২.৫০	১২.০০	১২.৫০	১২.৫০	-	-	১৪.০০
৮। বিশেষ কর্মসূচী							
ক) ক্ষুদ্র শিল্প	৯.০০	৯.০০	৯.৫০	৮.৫০	১০.০০	১০.৫০	১০.০০
খ) অন্যান্য বিশেষ কর্মসূচী	৮.৫০	৯-১০	৯.০০	৯.০০	১০-১২	১০.৫০	১০.০০
৯। অন্যান্য	১২.৫০	১২.০০	১২.৫০	১২.৫০	৯-১৭	১৫.০০	১৫.০০
কার্যকর হওয়ার তারিখ	(১.৪.৯৪)	(১.৪.৯৪)	(১.৪.৯৪)	(১.৪.৯৪)	(১.১.৯৪)	(১৫.১০.৯৩)	(১.৪.৯৪)

উৎস ঃ ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।
-= নেই।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো

(৪) ঘোষিত সুদের হারের তালিকা
(ইস্যু তারিখ : ২০-৪-৯৪)

(বার্ষিক শতকরা হার)

আমানত ও ঋণের শ্রেণীবিন্যাস	বৈদেশিক ব্যাংকসমূহ					
	আমেরিকান এক্সপ্রেস	গ্রীন্ডলেজ	ইন্দো সুয়েজ	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড	স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া	হাবিব
	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
আমানতের খাতসমূহ						
ক) সঞ্চয়ী আমানত						
পল্লী অঞ্চল	-	-	৪.৫০	-	-	-
শহরাঞ্চল	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৫.০০	৫.০০
খ) মেয়াদী আমানত						
৩ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৬ মাসের কম	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.২৫	৬.৫০	৬.০০
৬ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ১ বছরের কম	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.৫০	৬.৫০	৬.২৫
১ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ২ বছরের কম	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৭.৫০	৬.৫০
২ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৩ বছরের কম	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৮.০০	৬.৭৫
৩ বছর এবং তদূর্ধ্ব	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৮.০০	৭.০০
ঋণের খাতসমূহ						
১। কৃষি	১১-১৪	১১-১২	১৩.৫০	১০-১২	১৩.০০	১০.৫০
২। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে মেয়াদী ঋণ	১২-১৪	১১-১৩	১৪.৫০	১০.৫-১২.৫	১৫.০০	১৫.০০
৩। চলতি মূলধন	১০-১৩	৯-১৪.৭৫	১৩.৫০	১০-১২	১৫.০০	১০.৫-১৫
৪। পাট ব্যবসা	১১-১৪	১২-১৪	১৩.০০	১৩-১৫	-	১২.০০
৫। রপ্তানী ঋণ	৮.৫-১০.৫	৮.৫-১০.৫	১০.০০	৮.৫-১০.৫	১০.৫০	১০.৫০
৬। অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ	১১-১৪	১১-১৫	১৪.৫০	১২-১৪	১৫.০০	১৫.০০
৭। শহরাঞ্চলে গৃহ নির্মাণ ঋণ	১২-১৪	১২-১৪	১৩.৫০	১২-১৪	১৫.০০	১২.০০
৮। বিশেষ কর্মসূচী						
ক) ক্ষুদ্র শিল্প	১২.০০	১০-১২	১২.৫০	১১-১৩	-	১২.০০
খ) অন্যান্য বিশেষ কর্মসূচী	১৪.০০	১০-১২	১২.৫০	১২-১৪	-	১২.০০
৯। অন্যান্য	১০-১২	১২-১৫	১৪.৫০	১০-১২.৫	১৪-১৭	১৫.০০
কার্যকর হওয়ার তারিখ	(১.৪.৯৪)	(৭.৩.৯৪)	(৭.৩.৯৪)	(১.৪.৯৪)	(১.৩.৯৪)	(১.১০.৯৩)

উৎস : ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।
- = নেই।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো

(৪) ঘোষিত সুদের হারের তালিকা
(ইস্যু তারিখ ঃ ২০-৪-৯৪)

(বার্ষিক শতকরা হার)

আমানত ও ঋণের শ্রেণীবিভাগ	বেসরকারী ব্যাংকসমূহ									
	সিটি	ইউসি বিএল	এবিবিএল	[illegible]	আইএফ আইসি	ন্যাশনাল	উত্তরা	পূবালী	ইস্টার্ন	এনসিসি বিএল
	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
আমানতের খাতসমূহ										
ক) সঞ্চয়ী আমানত										
পল্লী অঞ্চল	৬.২৫	৬.৫০	৬.৫০	-	-	৬.০০	৬.৫০	৬.০০	-	-
শহরাঞ্চল	৬.২৫	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০	৭.০০	৬.০০	৬.৫০	৬.০০	৬.০০	৮.০০
খ) মেয়াদী আমানত										
৩ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৬ মাসের কম	৭.৭৫	৭.৫০	৭.৫০	৭.০০	৮.০০	৭.৫০	৭.৫০	৭.৭৫	৭.৭৫	৯.৭৫
৬ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ১ বছরের কম	৮.০০	৭.৭৫	৭.৭৫	৭.২৫	৮.৫০	৭.৭৫	৭.৭৫	৮.০০	৮.২৫	১০.০০
১ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ২ বছরের কম	৮.২৫	৮.০০	৮.০০	৭.৫০	৮.৭৫	৮.০০	৮.০০	৮.২৫	৮.৫০	১০.২৫
২ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৩ বছরের কম	৮.৫০	৮.২৫	৮.০০	৭.৭৫	৯.০০	৮.২৫	৮.৫০	৮.৫০	৮.৭৫	১০.৫০
৩ বছর এবং তদূর্ধ্ব	৮.৫০	৮.৫০	৮.০০	৮.২৫	৯.০০	৮.২৫	৮.৫০	৮.৫০	৮.৭৫	১০.৫০
ঋণের খাতসমূহ										
১। কৃষি	১১.০-১৪.৫	১৪.০০	১১-১৪.৫	১০.৫০	১২-১৪	১১-১৪.৫	১০.৫-১৪.৫	১৪-১৪.৫	১০.৫-১৪.৫	১৪.৫০
২। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প মেয়াদী ঋণ	১৪.০০	১৪.৫০	১৪.৫০	১৪.৭৫	১৫.০০	১৪.৫০	১৪.৫০	১৪.৫০	১৪.৫০	১৫.০০
৩। চলতি মূলধন	১১-১৪	১১-১৪.৫	১০.৫-১৪	১৪.২৫	১৫.০০	১১-১৫.৫	১৪.৫০	১৪.৫০	১০.৫-১৪.৫	১৪.৫০
৪। পণ্য ব্যবসা	১৪.৫০	১৪.৫০	১৫.০০	১৩.৫০	১৫.০০	১৪.৫০	১৪.৫০	১৪.৫০	১৩.৫০	১৪.০০
৫। রপ্তানী ঋণ	১০.০০	১০.০০	৯-১০.৫	১০.২৫	১০.০০	১০-১০.৫	১০-১০.৫	১০.০০	১০.০০	১০.৫০
৬। অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ	১৪.৫০	১৪.৫০	১৪.৭৫	১৪.৭৫	১৫.০০	১৪.৫০	১৪.৫০	১৪.৫০	১৪.৫০	১৫.০০
৭। শহরাঞ্চলে গৃহ নির্মাণ ঋণ	১৪.৫০	১৪.৫০	১৪.৭৫	১৪.৫০	১৫.০০	১৪.৫০	১৪.৫০	১৪.৫০	১৪-১৪.৫	১৫.০০
৮। বিশেষ কর্মসূচী										
ক) ক্ষুদ্র শিল্প	১২.৭৫	১৩.০০	১২.৫০	১২.২৫	১২.০০	১৩.০০	১২.০০	১৩.০০	৯.৫০	১৩.০০
খ) অন্যান্য বিশেষ কর্মসূচী	১৪.০০	১৪.০০	১২.৫০	১৪.৫০	১৪.০০	১৪.০০	১৩.০০	১৪.০০	১৩.৫০	১৪.০০
৯। অন্যান্য	১৪.৫০	১৪.৫০	১৪.৭৫	১৪.৭৫	১৫.০০	১৪.৫০	১৪.৫০	১৪.৫০	১৪.৫০	১৫.০০
কার্যকর হওয়ার তারিখ	(১.৪.৯৪)	(১.৪.৯৪)	(১৬.৪.৯৪)	(১.৪.৯৪)	(১.১০.৯৩)	(১৬.৩.৯৪)	(১.৪.৯৪)	(১.৪.৯৪)	(৮.৩.৯৪)	(১.১০.৯৩)

উৎস ঃ ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

- = নেই।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো

(৪) ঘোষিত সুদের হারের তালিকা
(ইস্যু তারিখ ঃ ২৮-৫-৯৪)

(বার্ষিক শতকরা হার)

আমানত ও আগামের শ্রেণীবিন্যাস	রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ				বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ		
	সোনালী	অগ্রণী	জনতা	রূপালী	বিকেবি	রাকাব	বিএসবি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
আমানতের খাতসমূহ							
ক) সঞ্চয়ী আমানত							
পল্লী অঞ্চল	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৬.০০	৫.২৫	৫.০০
শহরাঞ্চল	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৫.৫০	৫.২৫	৫.০০
খ) মেয়াদী আমানত							
৩ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৬ মাসের কম	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.৫০	৭.০০	৬.২৫	৫.৫০
৬ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ১ বছরের কম	৫.২৫	৫.২৫	৫.২৫	৬.০০	৭.৫০	৬.৭৫	৫.৭৫
১ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ২ বছরের কম	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৬.০০	৮.০০	৭.০০	৬.০০
২ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৩ বছরের কম	৬.০০	৬.০০	৬.০০	৬.২৫	৮.৫০	৭.৫০	৬.২৫
৩ বছর এবং তদূর্ধ্ব	৬.০০	৬.০০	৬.০০	৬.২৫	৮.৫০	৭.৭৫	৬.৫০
আগামের খাতসমূহ							
১। কৃষি	১২.৫০	১২.০০	১২.৫০	১২.৫০	১৩.৫০	১৪.০০	১২.৫০
২। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে মেয়াদী ঋণ	১০.৫০	১১.০০	১১.০০	১১.৫০	১২.৫০	১৩.০০	১১.৫০
৩। চলতি মূলধন	১২.৫০	১২.০০	১২.৫০	১১.৫-১২.৫	১২-১৩	১৩.৫০	১২.৫০
৪। রপ্তানী ঋণ	৮.৫০	৮.৫-৯	৮.৫-৯	৮.৫০	৯.০০	৯.৫০	৯.০০
৫। অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ	১২.৫০	১২.০০	১২.৫০	১২.৫০	১৪-১৫	১৫.০০	১২.৫-১৩
৬। ক্ষুদ্র শিল্প	৯.০০	৯.০০	৯.৫০	৮.৫০	১০.০০	১০.৫০	৯.৫০
৭। অন্যান্য	১২.৫০	১২.০০	১২.৫০	১২.৫০	৯-১৭	১৫.০০	১৪.০০
কার্যকর হওয়ার তারিখ	(১.৪.৯৪)	(১.৪.৯৪)	(১.৪.৯৪)	(১.৪.৯৪)	(১.১.৯৪)-(১৫.১০.৯৩)		(২০.৫.৯৪)

উৎস ঃ ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী-৯ (চলমান)

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো

(৪) ঘোষিত সুদের হারের তালিকা
(ইস্যু তারিখ : ২৮-৫-৯৪) (বার্ষিক শতকরা হার)

আমানত ও আগামের শ্রেণীবিন্যাস	বৈদেশিক ব্যাংকসমূহ					
	আমেরিকান এক্সপ্রেস	গ্রীন্ডলেজ	ইন্দো সুয়েজ	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড	স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া	হাবিব
	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
আমানতের খাতসমূহ						
ক) সঞ্চয়ী আমানত						
পল্লী অঞ্চল	-	-	৪.৫০	-	-	-
শহরাঞ্চল	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৫.০০	৪.৫০
খ) মেয়াদী আমানত						
৩ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৬ মাসের কম	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.২৫	৬.৫০	৫.৫০
৬ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ১ বছরের কম	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.৫০	৬.৫০	৫.৭৫
১ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ২ বছরের কম	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৭.৫০	৬.০০
২ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৩ বছরের কম	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৮.০০	৬.২৫
৩ বছর এবং তদূর্ধ্ব	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৮.০০	৬.৫০
আগামের খাতসমূহ						
১। কৃষি	১১-১৪	১১-১২	১৩.৫০	১০-১২	১৩.০০	১০.৫০
২। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে মেয়াদী ঋণ	১২-১৪	১১-১৩	১৪.৫০	১০.৫-১২.৫	১৫.০০	১৪.৫০
৩। চলতি মূলধন	১০-১৩	৯-১৪.৭৫	১৩.৫০	১০-১২	১৫.০০	১০.৫-১৪.৫
৪। রপ্তানী ঋণ	৮.৫-১০.৫	৮.৫-১০.৫	১০.০০	৮.৫-১০.৫	১০.৫০	১০.০০
৫। অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ	১১-১৪	১১-১৫	১৪.৫০	১২-১৪	১৫.০০	১৪.৫০
৬। ক্ষুদ্র শিল্প	১২.০০	১০-১২	১২.০০	১১-১৩	-	১২.০০
৭। অন্যান্য	১০-১২	১২-১৫	১৪.৫০	১০-১২.৫	১৪-১৭	১৪.৫০
কার্যকর হওয়ার তারিখ	(১.৪.৯৪)	(৭.৩.৯৪)	(১৮.৫.৯৪)	(১.৪.৯৪)	(১.৩.৯৪)	(১.৫.৯৪)

উৎস : ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।
- = নেই।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো

(৪) ঘোষিত সুদের হারের তালিকা
(ইস্যু তারিখ : ২৮-৫-৯৪)

(বার্ষিক শতকরা হার)

আমানত ও আগামের শ্রেণীবিন্যাস	বেসরকারী ব্যাংকসমূহ									
	সিটি	ইউসিবি এল	এবিবিএল	ইসলামী	আইএফ আইসি	ন্যাশনাল	উত্তরা	পূবালী	ইস্টার্ন	এনসিসি বিএল
	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
আমানতের খাতসমূহ										
ক) সঞ্চয়ী আমানত										
পল্লী অঞ্চল	৬.২৫	৬.৫০	৬.৫০	-	-	৬.০০	৬.৫০	৬.০০	-	-
শহরাঞ্চল	৬.২৫	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০	৬.০০	৬.৫০	৬.০০	৬.০০	৭.৫০
খ) মেয়াদী আমানত										
৩ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৬ মাসের কম	৭.৭৫	৭.৫০	৭.৫০	৭.০০	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০	৭.৭৫	৭.৭৫	৮.২৫
৬ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ১ বছরের কম	৮.০০	৭.৭৫	৭.৭৫	৭.২৫	৮.০০	৭.৭৫	৭.৭৫	৮.০০	৮.২৫	৮.৭৫
১ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ২ বছরের কম	৮.২৫	৮.০০	৮.০০	৭.৫০	৮.২৫	৮.০০	৮.০০	৮.২৫	৮.৫০	৯.০০
২ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৩ বছরের কম	৮.৫০	৮.২৫	৮.০০	৭.৭৫	৮.২৫	৮.২৫	৮.৫০	৮.৫০	৮.৭৫	৯.২৫
৩ বছর এবং তদূর্ধ্ব	৮.৫০	৮.২৫	৮.০০	৮.২৫	৮.২৫	৮.২৫	৮.৫০	৮.৫০	৮.৭৫	৯.২৫
আগামের খাতসমূহ										
১। কৃষি	১১.৫-১৪.৫	১৪.০০	১১-১৪.৫	১৩.৫০	১১.৫-১৩.৫	১১-১৪.৫	১৪.৫-১৪.৫	১৪-১৪.৫	১২.৫-১৪	১৪.০০
২। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প মেয়াদী ঋণ	১৪.০০	১৪.৫০	১৪.৫০	১৪.৭৫	১৩.৫০	১৪.৫০	১৪.৫০	১৪.৫০	১৪.৫০	১৪.৫০
৩। চলতি মূলধন	১১-১৪	১১-১৪.৫	১২.৫-১৪	১৪.২৫	১৩.৫০	১১-১৪.৫	১৪.৫০	১৪.৫০	১২.৫-১৩.৫	১৪.৫০
৪। রপ্তানি ঋণ	১০.০০	১০.০০	৯-১০.৫	১০.২৫	১০.০০	১০-১০.৫	১০-১০.৫	১০.০০	৯.৫০	১০.০০
৫। অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ	১৪.৫০	১৪.৫০	১৪.৭৫	১৪.৭৫	১৪.৫০	১৪.৫০	১৪.৫০	১৪.৫০	১৪.৫০	১৪.৫০
৬। ক্ষুদ্র শিল্প	১২.৭৫	১৪.০০	১২.৫০	১২.২৫	১২.৫০	১৩.০০	১২.০০	১৩.০০	৯.০০	১২.০০
৭। অন্যান্য	১৪.৫০	১৪.৫০	১৪.৭৫	১৪.৭৫	১৪.৫০	১৪.৫০	১৪.৫০	১৪.৫০	১৪.৫০	১৪.৫০
কার্যকর হওয়ার তারিখ	(১.৫.৯৪)	(১.৫.৯৪)	(১৬.৫.৯৪)	(১.৫.৯৪)	(১.৫.৯৪)	(১৬.৫.৯৪)	(১.৫.৯৪)	(১.৫.৯৪)	(৫.৫.৯৪)	(১৫.৫.৯৪)

উৎস : ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

- = নেই।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো

(৪) ঘোষিত সুদের হারের তালিকা
(ইস্যু তারিখ ঃ ৪-৭-৯৪)

(বার্ষিক শতকরা হার)

আমানত ও আগামের শ্রেণীবিন্যাস	রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ				বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ		
	সোনালী	অগ্রণী	জনতা	রূপালী	বিকেবি	রাকাব	বিএসবি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
আমানতের খাতসমূহ							
ক) সঞ্চয়ী আমানত							
পল্লী অঞ্চল	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৫.৫০	৫.২৫	৫.০০
শহরাঞ্চল	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৫.০০	৫.২৫	৫.০০
খ) মেয়াদী আমানত							
৩ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৬ মাসের কম	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.৫০	৬.০০	৬.২৫	৫.৫০
৬ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ১ বছরের কম	৫.২৫	৫.২৫	৫.২৫	৬.০০	৬.২৫	৬.৭৫	৫.৭৫
১ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ২ বছরের কম	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৬.০০	৬.৫০	৭.০০	৬.০০
২ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৩ বছরের কম	৬.০০	৬.০০	৬.০০	৬.২৫	৬.৭৫	৭.৫০	৬.২৫
৩ বছর এবং তদূর্ধ্ব	৬.০০	৬.০০	৬.০০	৬.২৫	৬.৭৫	৭.৭৫	৬.৫০
আগামের খাতসমূহ							
১। কৃষি	১২.৫০	১২.০০	১২.৫০	১২.৫০	১৩.০০	১৪.০০	১২.৫০
২। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে মেয়াদী ঋণ	১০.৫০	১১.০০	১১.০০	১১.৫০	১২.০০	১৩.০০	১১.৫০
৩। চলতি মূলধন	১২.৫০	১২.০০	১২.৫০	১১.৫-১২.৫	১২-১২.৫	১৩.৫০	১২.৫০
৪। রপ্তানী ঋণ	৮.৫০	৮.৫-৯	৮.৫-৯	৮.৫০	৮.৫০	৯.৫০	৯.০০
৫। অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ	১২.৫০	১২.০০	১২.৫০	১২.৫০	১৩-১৪.২৫	১৫.০০	১২.৫-১৩
৬। ক্ষুদ্র শিল্প	৯.০০	৯.০০	৯.৫০	৮.৫০	১০.০০	১০.৫০	৯.৫০
৭। অন্যান্য	১২.৫০	১২.০০	১২.৫০	১২.৫০	৯-১৬	১৫.০০	১৪.০০
কার্যকর হওয়ার তারিখ	(১.৪.৯৪)	(১.৬.৯৪)	(১.৪.৯৪)	(১.৪.৯৪)	(১.৭.৯৪)	(১৫.১০.৯৩)	(২০.৫.৯৪)

উৎস ঃ ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

– = নেই।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো

(৪) ঘোষিত সুদের হারের তালিকা
(ইস্যু তারিখ ঃ ৪-৭-৯৪)

(বার্ষিক শতকরা হার)

আমানত ও ঋণের শ্রেণীবিন্যাস	বৈদেশিক ব্যাংকসমূহ					
	আমেরিকান এক্সপ্রেস	গ্রীন্ডলেজ	ইন্দো সুয়েজ	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড	স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া	হাবিব
	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
আমানতের খাতসমূহ						
ক) সঞ্চয়ী আমানত						
পল্লী অঞ্চল	-	-	৪.৫০	-	-	-
শহরাঞ্চল	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৫.০০	৪.৫০
খ) মেয়াদী আমানত						
৩ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৬ মাসের কম	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.২৫	৬.৫০	৫.৫০
৬ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ১ বছরের কম	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.৫০	৬.৫০	৫.৭৫
১ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ২ বছরের কম	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৭.৫০	৬.০০
২ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৩ বছরের কম	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৮.০০	৬.২৫
৩ বছর এবং তদূর্ধ্ব	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৮.০০	৬.৫০
আগামের খাতসমূহ						
১। কৃষি	১১-১৪	১১-১২	১৩.০০	১০-১২	১৩.০০	১০.৫০
২। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে মেয়াদী ঋণ	১২-১৪	১১-১৩	১৪.০০	১০.৫-১২.৫	১৫.০০	১৪.৫০
৩। চলতি মূলধন	১০-১৩	৯-১৪.৭৫	১৩.০০	১০-১২	১৫.০০	১০.৫-১৪.৫
৪। রপ্তানী ঋণ	৮.৫-১০.৫	৮.৫-১০.৫	৯.৫০	৮.৫-১০	১০.৫০	১০.০০
৫। অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ	১১-১৪	১১-১৫	১৪.০০	১২-১৪	১৫.০০	১৪.৫০
৬। ক্ষুদ্র শিল্প	১২.০০	১০-১২	১১.৫০	১১-১২	-	১২.০০
৭। অন্যান্য	১০-১২	১২-১৫	১৪.০০	১০-১২.৫	১৪-১৭	১৪.৫০
কার্যকর হওয়ার তারিখ	(১.৪.৯৪)	(৭.৩.৯৪)	(১.৬.৯৪)	(১.৫.৯৪)	(১.৩.৯৪)	(১.৫.৯৪)

উৎস ঃ ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।
- = নেই।

সারণী-৯ (চলমান)

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো

(৪) ঘোষিত সুদের হারের তালিকা
(ইস্যু তারিখ ঃ ৪-৭-৯৪) (বার্ষিক শতকরা হার)

আমানত ও ঋণের শ্রেণীবিন্যাস	বেসরকারী ব্যাংকসমূহ									
	সিটি	ইউসি বিএল	এবিবিএল	[illegible]	আইএফ আইসি	ন্যাশনাল	উত্তরা	পূবালী	ইস্টার্ন	[illegible]
	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
আমানতের হারসমূহ										
ক) সঞ্চয়ী আমানত										
পল্লী অঞ্চল	৯.২৫	৯.৫০	৯.৫০	-	-	৯.০০	৯.০০	৮.৭৫	-	-
শহরাঞ্চল	৯.২৫	৯.৫০	৯.৫০	৯.৫০	৯.৫০	৯.০০	৯.০০	৮.৭৫	৯.০০	৯.৫০
খ) মেয়াদী আমানত										
৩ মাস এবং তদূর্ধ কিন্তু ৬ মাসের কম	৯.৭৫	৯.৫০	৯.৫০	৯.০০	৯.৫০	৯.২৫	৯.২৫	৯.০০	৯.৭৫	৯.২৫
৬ মাস এবং তদূর্ধ কিন্তু ১ বছরের কম	৮.০০	৯.৭৫	৯.৭৫	৯.২৫	৮.০০	৯.৭৫	৯.৭৫	৯.২৫	৮.২৫	৮.৭৫
১ বছর এবং তদূর্ধ কিন্তু ২ বছরের কম	৮.২৫	৮.০০	৮.০০	৯.৫০	৮.২৫	৮.০০	৮.০০	৯.৫০	৮.৫০	৯.০০
২ বছর এবং তদূর্ধ কিন্তু ৩ বছরের কম	৮.৫০	৮.২৫	৮.০০	৯.৭৫	৯.২৫	৯.২৫	৮.০০	৯.৫০	৮.৭৫	৯.২৫
৩ বছর এবং তদূর্ধ	৮.৫০	৮.২৫	৮.০০	৯.২৫	৮.২৫	৯.২৫	৮.০০	৯.৫০	৮.৭৫	৯.২৫
ঋণের হারসমূহ										
১। কৃষি	১১.৫-১৪	১৪.০০	১১-১৪	১৩.৫০	১১.৫-১৩.৫	১১-১৪	১৩.৫-১৪	১৩.০০	১২.৫-১৪	১৪.০০
২। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প মেয়াদী ঋণ	১৪.০০	১৪.৫০	১৪.০০	১৪.৭৫	১৪.০০	১৪.৫০	১৪.০০	১৩.৫০	১৪.৫০	১৪.৫০
৩। চলতি মূলধন	১১-১৪	১১-১৪.৫	১২.৫-১৪	১৪.২৫	১৩.৫০	১৪.৫০	১৪.৭৫	১৩.৭৫	১২.৫-১৪	১৪.৫০
৪। রপ্তানি ঋণ	১১.০০	১০.০০	৯-১০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	৯.৫০	১০.০০
৫। অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ	১৪.৫০	১৪.৫০	১৩-১৪.৭৫	১৪.৭৫	১৪.০০	১৪.৫০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.৫০	১৪.৫০
৬। ক্ষুদ্র শিল্প	১২.০০	১৪.০০	১২.০০	১২.০০	১১.৫০	১২.০০	১২.০০	১১.০০	৯.৫০	১২.০০
৭। অন্যান্য	১৪-১৪.৫	১৪.৫০	১২.৫-১৪.৭৫	১৪.৭৫	১৩.৫০	১৪.৫০	১৩-১৪.৫	১৪.৫০	১৪.৫০	১৪.৫০
কার্যকর হওয়ার তারিখ	(১.১.৯৪)	(১.৪.৯৪)	(১২.৫.৯৪)	(১.৬.৯৪)	(১.৫.৯৪)	(১.২.৯৪)	(১.৩.৯৪)	(১.১.৯৪)	(১.৫.৯৪)	(১.৫.৯৪)

উৎস ঃ ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

- = নেই।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো

(৪) ঘোষিত সুদের হারের তালিকা
(ইস্যু তারিখ ঃ ১০-৮-৯৪)

(বার্ষিক শতকরা হার)

আমানত ও আগামের শ্রেণীবিন্যাস	রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ				বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ		
	সোনালী	অগ্রণী	জনতা	রূপালী	বিকেবি	রাকাব	বিএসবি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
আমানতের খাতসমূহ							
ক) সঞ্চয়ী আমানত							
পল্লী অঞ্চল	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৫.৫০	৫.২৫*	৫.০০
শহরাঞ্চল	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৫.০০	৫.২৫	৫.০০
খ) মেয়াদী আমানত							
৩ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৬ মাসের কম	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.৫০	৬.০০	৬.২৫	৫.৫০
৬ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ১ বছরের কম	৫.২৫	৫.২৫	৫.২৫	৬.০০	৬.২৫	৬.৭৫	৫.৭৫
১ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ২ বছরের কম	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৬.০০	৬.৫০	৭.০০	৬.০০
২ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৩ বছরের কম	৬.০০	৬.০০	৬.০০	৬.২৫	৬.৭৫	৭.৫০	৬.২৫
৩ বছর এবং তদূর্ধ্ব	৬.০০	৬.০০	৬.০০	৬.২৫	৬.৭৫	৭.৭৫	৬.৫০
আগামের খাতসমূহ							
১। কৃষি	১২.৫০	১২.০০	১২.৫০	১২.৫০	১৩.০০	১৪.০০	১২.৫০
২। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে মেয়াদী ঋণ	১০.৫০	১১.০০	১১.০০	১১.৫০	১২.০০	১৩.০০	১১.৫০
৩। চলতি মূলধন	১২.৫০	১২.০০	১২.৫০	১১.৫-১২.৫	১২-১২.৫	১৩.৫০	১২.৫০
৪। রপ্তানী ঋণ	৮.৫০	৮.৫-৯	৮.৫-৯	৮.৫০	৮.৫০	৯.৫০	৯.০০
৫। অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ	১২.৫০	১২.০০	১২.৫০	১২.৫০	১৩-১৪.২৫	১৫.০০	১২.৫-১৩
৬। ক্ষুদ্র শিল্প	৯.০০	৯.০০	৯.৫০	৮.৫০	১০.০০	১০.৫০	৯.৫০
৭। অন্যান্য	১২.৫০	১২.০০	১২.৫০	১২.৫০	৯-১৬	১৫.০০	১৪.০০
কার্যকর হওয়ার তারিখ	(১.৪.৯৪)	(১.৬.৯৪)	(১.৪.৯৪)	(১.৪.৯৪)	(১.৭.৯৪)	(১৫.১০.৯৩)	(২০.৫.৯৪)

উৎস ঃ ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো

(৪) ঘোষিত সুদের হারের তালিকা
(ইস্যু তারিখ : ১০-৮-৯৪)

(বার্ষিক শতকরা হার)

আমানত ও অগ্রিমের শ্রেণীবিন্যাস	বৈদেশিক ব্যাংকসমূহ					
	আমেরিকান এক্সপ্রেস	গ্রীন্ডলেজ	ইন্দো সুয়েজ	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড	স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া	হাবিব
	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
আমানতের খাতসমূহ						
ক) সঞ্চয়ী আমানত						
পল্লী অঞ্চল	-	-	৪.৫০	-	-	-
শহরাঞ্চল	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৫.০০	৪.৫০
খ) মেয়াদী আমানত						
৩ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৬ মাসের কম	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.২৫	৬.০০	৫.৫০
৬ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ১ বছরের কম	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.৫০	৬.০০	৫.৭৫
১ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ২ বছরের কম	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৭.০০	৬.০০
২ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৩ বছরের কম	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৭.৫০	৬.২৫
৩ বছর এবং তদূর্ধ্ব	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৭.৫০	৬.৫০
অগ্রিমের খাতসমূহ						
১। কৃষি	১১-১৪	১১-১২	১২.০০	১০-১২	১৩.০০	১০.৫০
২। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে মেয়াদী ঋণ	১২-১৪	১১-১৩	১৩.০০	১০.৫-১২.৫	১৫.০০	১৪.৫০
৩। চলতি মূলধন	১০-১৩	৯-১৪.৭৫	১২.০০	১০-১২	১৫.০০	১০.৫-১৪.৫
৪। রপ্তানী ঋণ	৮.৫-১০.৫	৮.৫-১০	৯.০০	৮.৫-১০	১০.০০	১০.০০
৫। অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ	১১-১৪	১১-১৫	১৩.০০	১২-১৪	১৫.০০	১৪.৫০
৬। ক্ষুদ্র শিল্প	১২.০০	১০-১২	১১.০০	১১-১২	-	১২.০০
৭। অন্যান্য	১০-১২	১২-১৫	১৩.০০	১০-১২.৫	১৫.০০	১৪.৫০
কার্যকর হওয়ার তারিখ	(১.৪.৯৪)	(২.৫.৯৪)	(১.৮.৯৪)	(১.৫.৯৪)	(১.৭.৯৪)	(১.৫.৯৪)

উৎস : ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।
- = নেই।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো

(৪) ঘোষিত সুদের হারের তালিকা
(ইস্যু তারিখ ঃ ১০-৮-৯৪)

(বার্ষিক শতকরা হার)

আমানত ও অগ্রিমের শ্রেণীবিন্যাস	বেসরকারী ব্যাংকসমূহ									
	সিটি	ইউসি বিএল	এবিবিএল	বেসিক	আইএফ আইসি	ন্যাশনাল	উত্তরা	পূবালী	ইস্টার্ণ	এনসিসি বিএল
	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
আমানতের খাতসমূহ										
ক) সঞ্চয়ী আমানত										
পল্লী অঞ্চল	৬.২৫	৬.৫০	৬.৫০	–	–	৬.০০	৬.০০	৪.৭৫	–	–
শহরাঞ্চল	৬.২৫	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০	৬.০০	৬.০০	৪.৭৫	৫.০০	৭.৫০
খ) মেয়াদী আমানত										
৩ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৬ মাসের কম	৭.২৫	৭.৫০	৭.৫০	৭.০০	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০	৬.০০	৭.৭৫	৮.২৫
৬ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ১ বছরের কম	৮.০০	৭.৭৫	৭.৭৫	৭.২৫	৮.০০	৭.৭৫	৭.৭৫	৬.২৫	৮.২৫	৮.৭৫
১ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ২ বছরের কম	৮.২৫	৮.০০	৮.০০	৭.৫০	৮.২৫	৮.০০	৮.০০	৬.৫০	৮.৫০	৯.০০
২ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৩ বছরের কম	৮.৫০	৮.২৫	৮.০০	৭.৭৫	৮.২৫	৮.২৫	৮.০০	৬.৫০	৮.৭৫	৯.২৫
৩ বছর এবং তদূর্ধ্ব	৮.৫০	৮.২৫	৮.০০	৮.২৫	৮.২৫	৮.২৫	৮.০০	৬.৫০	৮.৭৫	৯.২৫
অগ্রিমের খাতসমূহ										
১। কৃষি	১১.৫-১৪	১৪.০০	১১-১৪	১৩.৫০	১১.৫-১৩.৫	১১-১৪	১৩.৫-১৪	১৩.০০	১০.৫-১৪	১৪.০০
২। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প মেয়াদী ঋণ	১৪.০০	১৩.৫০	১৪.৫০	১৪.৭৫	১৩.৫০	১৪.৫০	১৪.৫০	১৩.৫০	১৪.৫০	১৪.৫০
৩। চলতি মূলধন	১১-১৪	১১-১৪.৫	১০.৫-১৪	১৪.২৫	১৩.৫০	১৪.৫০	১৪.৫০	১৩.০০	১৩.৫-১৫.৫	১৪.৫০
৪। রপ্তানী ঋণ	১০.০০	১০.০০	৯-১০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	৯.৫০	১০.০০
৫। অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ	১৪.৫০	১৩.৫০	১৩-১৪.৭৫	১৪.৭৫	১৪.৫০	১৪.৫০	১৪.৫০	১৪.০০	১৪.৫০	১৪.৫০
৬। ক্ষুদ্র শিল্প	১২.০০	১৩.০০	১২.০০	১২.০০	১১.৫০	১২.০০	১২.০০	১১.০০	৯.৫০	১২.০০
৭। অন্যান্য	১৪-১৪.৫	১৪.৫০	১২.৫-১৪.৭৫	১৪.৭৫	১৪.৫০	১৪.৫০	১৩-১৪.৫	১৪.৫০	১৪.৫০	১৪.৫০
কার্যকর হওয়ার তারিখ	(১.৬.৯৪)	(১.৪.৯৪)	(২৩.৫.৯৪)	(১.৬.৯৪)	(১.৫.৯৪)	(১.৬.৯৪)	(১.৬.৯৪)	(১.৬.৯৪)	(৫.৫.৯৪)	(৫.৫.৯৪)

উৎস ঃ ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

- = নেই।

সারণী-৯ (চলমান)

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো

(৪) ঘোষিত সুদের হারের তালিকা
(ইস্যু তারিখ : ২-১০-৯৪)

(বার্ষিক শতকরা হার)

আমানত ও আগামের শ্রেণীবিন্যাস	রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ				বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ		
	সোনালী	অগ্রণী	জনতা	রূপালী	বিকেবি	রাকাব	বিএসবি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
আমানতের খাতসমূহ							
ক) সঞ্চয়ী আমানত							
পল্লী অঞ্চল	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৫.৫০	৫.২৫	৫.০০
শহরাঞ্চল	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৫.০০	৫.২৫	৫.০০
খ) মেয়াদী আমানত							
৩ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৬ মাসের কম	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.৫০	৬.০০	৬.২৫	৫.৫০
৬ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ১ বছরের কম	৫.২৫	৫.২৫	৫.২৫	৬.০০	৬.২৫	৬.৭৫	৫.৭৫
১ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ২ বছরের কম	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৬.০০	৬.৫০	৭.০০	৬.০০
২ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৩ বছরের কম	৬.০০	৬.০০	৬.০০	৬.২৫	৬.৭৫	৭.৫০	৬.২৫
৩ বছর এবং তদূর্ধ্ব	৬.০০	৬.০০	৬.০০	৬.২৫	৬.৭৫	৭.৭৫	৬.৫০
আগামের খাতসমূহ							
১। কৃষি	১২.৫০	১২.০০	১২.৫০	১২.৫০	১৩.০০	১৪.০০	১২.৫০
২। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে মেয়াদী ঋণ	১০.৫০	১১.০০	১১.০০	১১.৫০	১২.০০	১৩.০০	১১.৫০
৩। চলতি মূলধন	১২.৫০	১২.০০	১২.৫০	১১.৫-১২.৫	১২-১২.৫	১৩.৫০	১২.৫০
৪। রপ্তানী ঋণ	৮.৫০	৮.৫-৯	৮.৫-৯	৮.৫০	৮.৫০	৯.৫০	৯.০০
৫। অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ	১২.৫০	১২.০০	১২.৫০	১২.৫০	১৩-১৪.২৫	১৫.০০	১২.০-১৩
৬। ক্ষুদ্র শিল্প	৯.০০	৯.০০	৯.৫০	৮.৫০	১০.০০	১০.৫০	৯.৫০
৭। অন্যান্য	১২.৫০	১২.০০	১২.৫০	১২.৫০	৯-১৬	১৫.০০	১৪.০০
কার্যকর হওয়ার তারিখ	(১.৯.৯৪)	(১.৯.৯৪)	(১.৯.৯৪)	(১.৪.৯৪)	(১.৭.৯৪)	(১৫.১০.৯৩)	(২০.৫.৯৪)

উৎস : ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো

(৪) ঘোষিত সুদের হারের তালিকা
(ইস্যু তারিখ ঃ ২-১০-৯৪)

(বার্ষিক শতকরা হার)

আমানত ও ঋণের শ্রেণীবিন্যাস	বৈদেশিক ব্যাংকসমূহ					
	আমেরিকান এক্সপ্রেস	গ্রীন্ডলেজ	ইন্দো সুয়েজ	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড	স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া	হাবিব
	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
আমানতের খাতসমূহ						
ক) সঞ্চয়ী আমানত						
পল্লী অঞ্চল	-	-	৪.৫০	-	-	-
শহরাঞ্চল	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৫.০০	৪.৫০
খ) মেয়াদী আমানত						
৩ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৬ মাসের কম	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.২৫	৬.০০	৫.৫০
৬ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ১ বছরের কম	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.৫০	৬.০০	৫.৭৫
১ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ২ বছরের কম	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৭.০০	৬.০০
২ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৩ বছরের কম	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৭.৫০	৬.২৫
৩ বছর এবং তদূর্ধ্ব	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৭.৫০	৬.৫০
আগামের খাতসমূহ						
১। কৃষি	১১-১৪	১১-১২	১২.০০	১০-১২	১৩.০০	১০.৫০
২। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে মেয়াদী ঋণ	১০-১৪	১১-১৩	১৩.০০	১০.৫-১২.৫	১৫.০০	১৪.৫০
৩। চলতি মূলধন	৮-১৪	৯-১৪.৭৫	১২.০০	১০-১২	১৫.০০	১০.৫-১৪.৫
৪। রপ্তানী ঋণ	৭.৫-১০.৫	৮-১০	৯.০০	৮.৫-১০	১০.০০	১০.০০
৫। অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ	১১-১৫	১১-১৫	১৩.০০	১২-১৪	১৫.০০	১৪.৫০
৬। ক্ষুদ্র শিল্প	১২.০০	১০-১২	১১.০০	১১-১২	-	১২.০০
৭। অন্যান্য	১০-১৫	১২-১৫	১৩.০০	১০-১২.৫	১৫.০০	১৪.৫০
কার্যকর হওয়ার তারিখ	(১.৮.৯৪)	(২.৫.৯৪)	(১.৮.৯৪)	(১.৫.৯৪)	(১.৭.৯৪)	(১.৫.৯৪)

উৎস ঃ ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।
- = নেই।

সারণী-৯ (চলমান)

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো

(৪) ঘোষিত সুদের হারের তালিকা
(ইস্যু তারিখ ঃ ২-১০-৯৪)

(বার্ষিক শতকরা হার)

আমানত ও ঋণের শ্রেণিবিন্যাস	বেসরকারী ব্যাংকসমূহ									
	সিটি	ইউসি বিএল	এবিবিএল	[illegible]	আইএফ আইসি	ন্যাশনাল	উত্তরা	পূবালী	ইস্টার্ন	এনসি বিএল
	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
আমানতের খাতসমূহ										
ক) সঞ্চয়ী আমানত										
পল্লী অঞ্চল	৬.২৫	৬.০০	৬.৫০	-	-	৬.০০	৬.০০	৪.৭৫	-	-
শহরাঞ্চল	৬.২৫	৬.০০	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০	৬.০০	৬.০০	৪.৭৫	৬.০০	৭.৫০
খ) মেয়াদী আমানত										
৩ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৬ মাসের কম	৭.৭৫	৭.০০	৭.৫০	৭.০০	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০	৬.০০	৭.৭৫	৮.২৫
৬ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ১ বছরের কম	৮.০০	৭.২৫	৭.৭৫	৭.২৫	৮.০০	৭.৭৫	৭.৭৫	৬.২৫	৮.২৫	৮.৭৫
১ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ২ বছরের কম	৮.২৫	৭.৫০	৮.০০	৭.৫০	৮.২৫	৮.০০	৮.০০	৬.৫০	৮.৫০	৯.০০
২ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৫ বছরের কম	৮.৫০	৭.৭৫	৮.০০	৭.৭৫	৮.২৫	৮.২৫	৮.০০	৬.৫০	৮.৭৫	৯.২৫
৫ বছর এবং তদূর্ধ্ব	৮.৫০	৭.৭৫	৮.০০	৮.২৫	৮.২৫	৮.২৫	৮.০০	৬.৫০	৮.৭৫	৯.২৫
ঋণের খাতসমূহ										
১। কৃষি	১১.৫-১৪	১৪.০০	১১-১৪	১৩.৫০	১১.৫-১৩.৫	১১-১৪	১৩.৫-১৪	১৩.০০	১০.৫-১৪	১৪.০০
২। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প মেয়াদী ঋণ	১৪.০০	১৪.৫০	১৪.৫০	১৪.৭৫	১৪.৫০	১৪.৫০	১৪.৫০	১৩.৫০	১৪.৫০	১৪.৫০
৩। চলতি মূলধন	১১-১৪	১১-১৪.৫	১৩.৫-১৪	১৪.২৫	১৪.৫০	১৪.৫০	১৪.৫০	১৪.০০	১৩.৫-১৪.৫	১৪.৫০
৪। রপ্তানী ঋণ	১০.০০	১০.০০	৯-১০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	৯.৫০	১০.০০
৫। অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ	১৪.৫০	১৪.৫০	১৩-১৪.৭৫	১৪.৭৫	১৪.৫০	১৪.৫০	১৪.৫০	১৪.০০	১৪.৫০	১৪.৫০
৬। ক্ষুদ্র শিল্প	১২.০০	১২.০০	১২.০০	১২.০০	১১.৫০	১২.০০	১২.০০	১১.০০	৯.৫০	১২.০০
৭। অন্যান্য	১৪-১৪.৫	১৪.৫০	১২.৫-১৪.৭৫	১৪.৭৫	১৪.৫০	১৪.৫০	১৪-১৪.৫	১৪.৫০	১৪.৫০	১৪.৫০
কার্যকর হওয়ার তারিখ	(১.৬.৯৪)	(১.১.৯৪)	(২৯.৫.৯৪)	(১.৫.৯৪)	(১.৫.৯৪)	(১.৫.৯৪)	(১.৬.৯৪)	(১.৬.৯৪)	(৫.৫.৯৪)	(৩.৫.৯৪)

উৎস ঃ ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

- = নেই।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো

(৪) ঘোষিত সুদের হারের তালিকা
(ইস্যু তারিখ ঃ ২২-১০-৯৪)

(বার্ষিক শতকরা হার)

আমানত ও আগামের শ্রেণীবিন্যাস	রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ				বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ		
	সোনালী	অগ্রণী	জনতা	রূপালী	বিকেবি	রাকাব	বিএসবি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
আমানতের খাতসমূহ							
ক) সঞ্চয়ী আমানত							
পল্লী অঞ্চল	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৫.৫০	৫.০০	৫.০০
শহরাঞ্চল	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৫.০০	৫.০০	৫.০০
খ) মেয়াদি আমানত							
৩ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৬ মাসের কম	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.৫০	৬.০০	৫.২৫	৫.৫০
৬ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ১ বছরের কম	৫.২৫	৫.২৫	৫.২৫	৬.০০	৬.২৫	৫.৫০	৫.৭৫
১ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ২ বছরের কম	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৬.০০	৬.৫০	৫.৭৫	৬.০০
২ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৩ বছরের কম	৬.০০	৬.০০	৬.০০	৬.২৫	৬.৭৫	৬.০০	৬.২৫
৩ বছর এবং তদূর্ধ্ব	৬.০০	৬.০০	৬.০০	৬.২৫	৬.৭৫	৬.২৫	৬.৫০
আগামের খাতসমূহ							
১। কৃষি	১১-১২.৫	১২.০০	১২.৫০	১২.৫০	১১-১৩	১১-১৩.৫	১২.৫০
২। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে মেয়াদী ঋণ	১০.৫০	১১.০০	১১.০০	১১.৫০	১২.০০	১২.০০	১১.৫০
৩। চলতি মূলধন	১২.৫০	১২.০০	১২.৫০	১১.৫-১২.৫	১২-১২.৫	১৩.০০	১২.৫০
৪। রপ্তানী ঋণ	৮.৫০	৮.৫-৯	৮.৫-৯	৮.৫০	৮.৫০	৯.০০	৯.০০
৫। অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ	১২.৫০	১২.০০	১২.৫০	১২.৫০	১৩-১৪.২৫	১৩.৫০	১২.৫-১৩
৬। ক্ষুদ্র শিল্প	৯.০০	৯.০০	৯.৫০	৮.৫০	১০.০০	৯.৫০	৯.৫০
৭। অন্যান্য	১২.৫০	১২.০০	১২.৫০	১২.৫০	৯-১৬	১৪.০০	১৪.০০
কার্যকর হওয়ার তারিখ	(১.১০.৯৪)	(১.৯.৯৪)	(১.৯.৯৪)	(১.৪.৯৪)	(১.৭.৯৪)	(১.৭.৯৪)	(২০.৫.৯৪)

উৎস ঃ ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী-৯ (চলমান)

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো

(৪) ঘোষিত সুদের হারের তালিকা
(ইস্যু তারিখ ঃ ২২-১০-৯৪)

(বার্ষিক শতকরা হার)

আমানত ও আগামের শ্রেণীবিন্যাস	বৈদেশিক ব্যাংকসমূহ						
	আমেরিকান এক্সপ্রেস	গ্রীন্ডলেজ	ইন্দো সুয়েজ	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড	স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া	হাবিব	এনবিপি
	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
আমানতের খাতসমূহ							
ক) সঞ্চয়ী আমানত							
পল্লী অঞ্চল	-	-	৪.৫০	-	-	-	-
শহরাঞ্চল	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৫.০০	৪.৫০	৫.০০
খ) মেয়াদী আমানত							
৩ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৬ মাসের কম	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.২৫	৬.০০	৫.৫০	৬.০০
৬ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ১ বছরের কম	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.৫০	৬.০০	৫.৭৫	৬.০০
১ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ২ বছরের কম	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৭.০০	৬.০০	৭.০০
২ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৩ বছরের কম	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৭.৫০	৬.২৫	৭.৫০
৩ বছর এবং তদূর্ধ্ব	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৭.৫০	৬.৫০	৭.৫০
আগামের খাতসমূহ							
১। কৃষি	১১-১৪	১১-১২	১২.০০	১০-১২	১৩.০০	১০.৫০	১০.৫০
২। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে মেয়াদী ঋণ	১০-১৪	১১-১৩	১৩.০০	১০.৫-১২.৫	১৫.০০	১৪.৫০	১৪.০০
৩। চলতি মূলধন	৮-১৪	৯-১৪.৭৫	১২.০০	১০-১২	১৫.০০	১০.৫-১৪.৫	১০-১৪
৪। রপ্তানী ঋণ	৮-১০	৮-১০	৯.০০	৮.৫-১০	১০.০০	১০.০০	১০.০০
৫। অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ	১১-১৫	১১-১৫	১৩.০০	১২-১৪	১৫.০০	১৪.৫০	১১-১৪
৬। ক্ষুদ্র শিল্প	১২.০০	১০-১২	১১.০০	১১-১২	-	১২.০০	১০-১২
৭। অন্যান্য	১০-১৫	১২-১৫	১৩.০০	১০-১২.৫	১৫.০০	১৪.৫০	১৪.০০
কার্যকর হওয়ার তারিখ	(১.৮.৯৪)	(২.৫.৯৪)	(১.৮.৯৪)	(১.৫.৯৪)	(১.৭.৯৪)	(১.৫.৯৪)	(৩১.৮.৯৪)

উৎস ঃ ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।
- = নেই।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো

(৪) ঘোষিত সুদের হারের তালিকা
(ইস্যু তারিখ ঃ ২২-১০-৯৪)

(বার্ষিক শতকরা হার)

আমানত ও অগ্রিমের শ্রেণীবিন্যাস	বেসরকারী ব্যাংকসমূহ									
	সিটি	ইউসি বিএল	এবিবিএল	বেসিক	আইএফ আইসি	ন্যাশনাল	উত্তরা	পূবালী	ইস্টার্ণ	এনসিসি বিএল
	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
আমানতের খাতসমূহ										
ক) সঞ্চয়ী আমানত										
পল্লী অঞ্চল	৬.০০	৬.০০	৬.৫০	-	-	৬.০০	৬.০০	৪.৭৫	-	-
শহরাঞ্চল	৬.০০	৬.০০	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০	৬.০০	৬.০০	৪.৭৫	৬.০০	৭.৫০
খ) মেয়াদী আমানত										
৩ মাস এবং তদূর্ধ কিন্তু ৬ মাসের কম	৭.০০	৭.০০	৭.৫০	৭.০০	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০	৬.০০	৭.৭৫	৮.২৫
৬ মাস এবং তদূর্ধ কিন্তু ১ বছরের কম	৭.২৫	৭.২৫	৭.৭৫	৭.২৫	৮.০০	৭.৭৫	৭.৭৫	৬.২৫	৮.২৫	৮.৭৫
১ বছর এবং তদূর্ধ কিন্তু ২ বছরের কম	৭.৫০	৭.৫০	৮.০০	৭.৫০	৮.২৫	৮.০০	৮.০০	৬.৫০	৮.৫০	৯.০০
২ বছর এবং তদূর্ধ কিন্তু ৩ বছরের কম	৭.৭৫	৭.৭৫	৮.০০	৭.৭৫	৮.২৫	৮.২৫	৮.০০	৬.৫০	৮.৭৫	৯.২৫
৩ বছর এবং তদূর্ধ	৭.৭৫	৭.৭৫	৮.০০	৮.২৫	৮.২৫	৮.২৫	৮.০০	৬.৫০	৮.৭৫	৯.২৫
আগামের খাতসমূহ										
১। কৃষি	১১.৫-১৪	১৪.০০	১১-১৪	১৩.৫০	১১.৫-১৩.৫	১১-১৪	১৩.৫-১৪	১৩.০০	১০.৫-১৪	১৪.০০
২। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে মেয়াদী ঋণ	১৪.০০	১৪.৫০	১৪.৫০	১৪.৭৫	১৩.৫০	১৪.৫০	১৪.৫০	১৩.৫০	১৪.৫০	১৪.৫০
৩। চলতি মূলধন	১১-১৪	১১-১৪.৫	১০.৫-১৪	১৪.২৫	১৩.৫০	১৪.৫০	১৪.৫০	১৪.০০	১০.৫-১৩.৫	১৪.৫০
৪। রপ্তানী ঋণ	১০.০০	১০.০০	৯-১০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	৯.৫০	১০.০০
৫। অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ	১৪.৫০	১৪.৫০	১৩-১৪.৭৫	১৪.৭৫	১৪.৫০	১৪.৫০	১৪.৫০	১৪.০০	১৪.৫০	১৪.৫০
৬। ক্ষুদ্র শিল্প	১২.০০	১২.০০	১২.০০	১২.০০	১১.৫০	১২.০০	১২.০০	১১.০০	৯.৫০	১২.০০
৭। অন্যান্য	১৪-১৪.৫	১৪.৫০	১২.৫-১৪.৭৫	১৪.৭৫	১৪.৫০	১৪.৫০	১৩-১৪.৫	১৪.০০	১৪.৫০	১৪.৫০
কার্যকর হওয়ার তারিখ	(১.১০.৯৪)	(১.৯.৯৪)	(২৯.৫.৯৪)	(১.৬.৯৪)	(১.৫.৯৪)	(১.৬.৯৪)	(১.৬.৯৪)	(১.৯.৯৪)	(৫.৫.৯৪)	(৩.৫.৯৪)

উৎস ঃ ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

- = নেই।

সারণী-১০

১৯৯৩-৯৪ সালে সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত বিভিন্ন ধরনের বণ্ডের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

বণ্ডের নাম	উদ্দেশ্য	ইস্যু তারিখ	পরিমাণ
১	২	৩	৪
১। শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত ২ বছর মেয়াদী নেগোশিয়েবল ট্রেজারী বণ্ড-১৯৯৫	বিকেবি, বিএসবি, রাকাব এবং এইচ বিএফসি-এর বিনিয়োগযোগ্য তহবিলে সহায়তা প্রদান	১৫-৭-১৯৯৩	১৫০.০০
২। শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত ১৫ বছর মেয়াদী নন-নেগোশিয়েবল ট্রেজারী বণ্ড-২০০৮	কৃষি ঋণ মওকুফজনিত ঘাটতি এবং মূলধন ও সঞ্চিতির ঘাটতি পূরণ	১৬-১০-১৯৯৩	৫০০.০০
৩। শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত ২৫ বছর মেয়াদী নেগোশিয়েবল ট্রেজারী বণ্ড-২০১৮	পাট খাতে প্রদত্ত ঋণ অবসায়ণের বিপরীতে সহায়তা প্রদান	১-১১-১৯৯৩	৫৯০.৯৯*
৪। শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত ৩ বছর মেয়াদী নেগোশিয়েবল (টি এন্ড টি) ট্রেজারী বণ্ড-১৯৯৬	ডিজিটাল টেলিফোন লাইন স্থাপনে অর্থায়ন	২৯-১২-১৯৯৩	২৭৫.০০
৫। শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত ৩ বছর মেয়াদী নেগোশিয়েবল বিএসআরএস ট্রেজারী বণ্ড-১৯৯৭	বিএসআরএস কে পুনর্গঠন এবং লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরকরণ	১৬-৪-১৯৯৪	১৭৫.০০
৬। শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত ২৫ বছর মেয়াদী নেগোশিয়েবল ট্রেজারী বণ্ড-২০১৯	পাট খাতে প্রদত্ত ঋণ অবসায়নের বিপরীতে সহায়তা প্রদান	৩০-৬-১৯৯৪	৪০৯.৮০
৭। নন-নেগোশিয়েবল সুদবিহীন ট্রেজারী বণ্ড	পাট খাতে প্রদত্ত অন্তর্বর্তীকালীন চলতি মূলধনের লোকসান পুনর্ভরণ	৩০-৬-১৯৯৪	৫৫০.০০
৮। নন-নেগোশিয়েবল সুদবিহীন ট্রেজারী বণ্ড	কৃষি ঋণ মওকুফজনিত ঘাটতি পূরণ	৩০-৬-১৯৯৪	৪০৯.০০
মোট ঃ			৩,০৫৯.৭৯

* উত্তরা ব্যাংক লিঃ ও পূবালী ব্যাংক লিঃ-এর অনুকূলে ইস্যুকৃত উক্ত বণ্ড থেকে সরকার কর্তৃক ৩০শে জুন, ১৯৯৪ তারিখে প্রত্যাহৃত যথাক্রমে ২.০১ কোটি টাকা এবং ০.২৯ কোটি টাকা এতে অন্তর্ভুক্ত নয়।

সারণী-১১

১৯৯৩-৯৪ সালে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের খাতওয়ারী শিল্প (প্রকল্প ও পুনর্বাসন) ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	ব্যাংকের নাম	শিল্প খাতের নাম									
		তৈরী পোশাক (নেটিং সহ)		খাদ্য		বস্ত্র		ডাইং এণ্ড প্রিন্টিং		রসায়ন ও ভেষজ	
		সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১।	সোনালী ব্যাংক	৭৬	৫৭.২৯	১,৩৫৭	৫১.৪৭	৩৮	১২৯.৮৪	৩১	১৬০.০৫	১০	৩.৬৭
২।	জনতা ব্যাংক	১৮	২৬.৬৩	২৬	৬.০৭	৯	৫৫.৫২	৩	১.৪৬	৯	৯.৯৮
৩।	অগ্রণী ব্যাংক	৩১	২১.৫২	৩৭	৭০.২২	১৪	১১২.৭৭	৮	৩২.৭৭	৭	৪১.৪০
৪।	রূপালী ব্যাংক লিঃ	১২	৬.৪৫	১	০.৪৪	৪	২৭.৭৫	১	০.৩৮	১	০.১৬
৫।	বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক	২৯	৩১.৭৪	১০	৩.১৭	৮	৩৫.৬২	১	১৯.৭০	১০	১০.১৪
৬।	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	-	-	৬৩	১৭.৮৫	১	২.৬৪	১	০.৪৯	১	০.২৪
৭।	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৮।	বেসিক	৯	১.৭৬	১	০.১২	-	-	-	-	-	-
৯।	বিএসআরএস	১	০.৭২	-	-	১	৫.৪৪	-	-	-	-
১০।	ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিঃ	২	১.৭৪	-	-	২	১২.৩১	-	-	-	-
১১।	উত্তরা ব্যাংক লিঃ	৫	১.৩৭	-	-	১	১.৮৪	-	-	১	১.৫০
১২।	এবি ব্যাংক লিঃ	১১	৪.০৭	-	-	১	১০.০০	-	-	১	২.৯৫
১৩।	আইএফআইসি ব্যাংক লিঃ	১০	৯.৭০	১	০.৫০	২	৫.৯৬	৪	২.৯৩	২	১.৬৮
১৪।	ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ	-	-	৩	৪.৬১	৩	২.৯২	-	-	১	১.৫৩
১৫।	ইউসিবিএল	৩	১.৪৬	-	-	১	১.০০	৩	১.৮৬	-	-
১৬।	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ	৩৭	১১.১৮	৪	২.১১	৬	৭.৩৯	৫	২০.২২	২	০.৩৪
১৭।	দি সিটি ব্যাংক লিঃ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১৮।	পূবালী ব্যাংক লিঃ	২	০.৩২	-	-	৫	৪.৬২	১	১.০০	-	-
১৯।	আল-বারাকা ব্যাংক লিঃ	৩	০.২৮	১	০.৪৬	-	-	-	-	-	-
২০।	ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিঃ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২১।	ষ্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	১৪	১২.০৭	-	-	-	-	-	-	৪	৭.৮০
২২।	ব্যাংক ইন্দোসুয়েজ	৪৫	১৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-
২৩।	গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক পি এল সি	১০	৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-
২৪।	আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক লিঃ	-	-	-	-	-	-	-	-	৩	১৩.৯০
২৫।	হাবিব ব্যাংক লিঃ	-	-	১	৭.০০	-	-	-	-	-	-
২৬।	ষ্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া	৬	২.৩৫	-	-	-	-	-	-	-	-
২৭।	সাদিনকো	-	-	১	০.২৬	১	২.১৩	-	-	-	-
২৮।	আইডিএলসি	১৮	৫.১৬	৩	৩.০০	৯	১.৯০	৪	২.৫১	১৩	৩.১০
২৯।	ইউনাইটেড লীজিং কোং লিঃ	১৬	৮.৮০	১৭	২.১৭	৪	০.৭২	৪	৩.২৮	৬	০.৩৭
৩০।	আইপিডিসি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	মোট :	৩৬১	২২৪.৬১	১,৮০৬	১৬৯.৪৫	১১০	৪২০.৪০	৬৬	২১৬.৬৫	৭১	৯৮.৭৬

– = নেই

সারণী-১১ (চলমান)

১৯৯৩-৯৪ সালে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের খাতওয়ারী শিল্প (প্রকল্প ও পুনর্বাসন) ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	ব্যাংকের নাম	শিল্প খাতের নাম									
		ট্যানারী, লেদার ও রাবার		ইঞ্জিনিয়ারিং		সিমেন্ট		শিপ ব্রেকিং		অন্যান্য	
		সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ
		১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
১।	সোনালী ব্যাংক	৬	৯.৩৮	৫৯	৭.৫৩	-	-	-	-	৪০৯	৫৮.৬৯
২।	জনতা ব্যাংক	১	০.৭৫	১	০.১৮	-	৬.৯৩	৭	৫৬.৭৫	৯৯	৯৯.৫০
৩।	অগ্রণী ব্যাংক	১	৭.১৫	৫	৯.৯৭	১	১২.৫৫	১১	২৫৯.৬৪	৩২৭	৫০.২৫
৪।	রূপালী ব্যাংক লিঃ	৩	১১.৫৫	১	০.১১	-	-	-	-	৬	৪.৯৫
৫।	বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক	৩	৭.২৫	-	-	১	৯.৭৬	-	-	১৭	৫৯.৪২
৬।	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	-	-	১৮	১.১৭	-	-	-	-	১৩৭৭	১৭.২৮
৭।	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	-	-	-	-	-	-	-	-	৩২১৪	৮.৬০
৮।	বেসিক	-	-	১	০.১২	-	-	-	-	১২	৭.১৯
৯।	বিএসআরএস	-	-	-	-	-	-	-	-	১	০.২৪
১০।	ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিঃ	-	-	-	-	-	-	২	১৪.০০	১	১.০০
১১।	উত্তরা ব্যাংক লিঃ	-	-	-	-	-	-	-	-	৩	০.১৫
১২।	এবি ব্যাংক লিঃ	-	-	২	২.৩৮	-	-	-	-	৪	৯.৯৫
১৩।	আইএফআইসি ব্যাংক লিঃ	-	-	১	০.২৫	-	-	-	-	৩	২.৪১
১৪।	ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ	১	৫.৫১	১	৪.২১	-	-	-	-	২	১.০২
১৫।	ইউসিবিএল	-	-	-	-	-	-	১	২৬.৫০	৬	২.৯৮
১৬।	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ	-	-	১	০.১৮	-	-	৪	৪৩.০৮	১৭	১০.৭৯
১৭।	দি সিটি ব্যাংক লিঃ	-	-	-	-	-	-	২	২৫.০২	৪	১১.৫১
১৮।	পূবালী ব্যাংক লিঃ	-	-	-	-	-	-	৩	২৭.০৬	১৩	১৩.৬১
১৯।	আল-বারাকা ব্যাংক লিঃ	-	-	-	-	-	-	২	৪১.৯৪	৬	১২.৬৯
২০।	ন্যাশনাল ক্রেডিট এণ্ড কমার্স ব্যাংক লিঃ	-	-	-	-	-	-	-	-	৭	৫.৬১
২১।	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	-	-	২	১.৪০	-	-	-	-	১	১.০০
২২।	ব্যাংক ইন্দোসুয়েজ	৭	৮.০০	১	৫.০০	-	-	-	-	-	-
২৩।	গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক পি এল সি	-	-	৮	১১.৮৪	১	০.৯৬	১	৮.২১	-	-
২৪।	আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক লিঃ	২	৫.০০	-	-	-	-	১	২৬.৪০	১	৪.৮০
২৫।	হাবিব ব্যাংক লিঃ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২৬।	স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া	-	-	-	-	-	-	-	-	১	১.৫০
২৭।	সাবিনকো	-	-	-	-	-	-	-	-	৮	৬.৭৩
২৮।	আইডিএলসি	২	৩.৩৩	৪	১.৬২	-	-	-	-	৫২	১২.৭২
২৯।	ইউনাইটেড লীজিং কোং লিঃ	৯	১.৩৫	৬	২.২৩	-	-	-	-	৪১	৬.৮৭
৩০।	আইপিডিসি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৪.৯৮
	মোট :	৩৫	৫৯.২৭	৯১	৪৮.১৯	৩	৩০.২০	৩৪	৫২৮.৬০	৫,৭১২	৪১৬.২৪

- = নেই

১৯৯৩-৯৪ সালে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের খাতওয়ারী শিল্প (প্রকল্প ও পুনর্বাসন) ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

ক্রম নং	ব্যাংকের নাম	শিল্প খাতের নাম						
		কর্মসংস্থানের পরিমাণ	মোট মঞ্জুরী		মোট বিতরণ		উদ্যোক্তার/ বিনিয়োগকারীর অর্থায়নের পরিমাণ	১৯৯৪-৯৫ অর্থ বছরের জন্য শিল্প ঋণের লক্ষ্যমাত্রা
			সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ		
		২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯
১।	সোনালী ব্যাংক	৩৪,১০১	২,২৪৬	৪৪৭.৯২	২,২৪৬	১৭৩.৮১	২৩৮.০৪	৭০০.০০
২।	জনতা ব্যাংক	১৫,১৫৯	১৭৩	২৬৩.৫৭	১৭৩	১৪৯.৮৭	৬৫.৯৫	৫০০.০০
৩।	অগ্রণী ব্যাংক	১৭,২১৪	৪৪২	৬১৮.২৪	৪৪২	৪১৮.৯১	২২৪.৪০	৬৫০.০০
৪।	রূপালী ব্যাংক লিঃ	৫,৯২৭	৩২	৫১.৭৯	৩২	৩২.৯৬	৪০.০৭	২০০.০০
৫।	বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক	৭,৮০৫	৭৯	১৭৬.৯০	৭৯	৯৪.৯৯	১১৮.০৪	২০০.০০
৬।	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	৮,৮০৫	১,৪৬১	৩৯.৬৭	১,৩৮৭	২৩.৮৫	১৪.৪১	১০০.০০
৭।	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	-	৩,২৯৪	৮.৬০	৩,২৯৪	৮.৬০	-	২০.০০
৮।	বেসিক	১,৫৭৭	২৩	৯.১৯	২৩	৭.০৫	১৭.১৫	২৫.০০
৯।	বিএসআরএস	-	৩	৬.৪০	৩	৪.৪৪	-	৫০.০০
১০।	ইষ্টার্ন ব্যাংক লিঃ	১,৬৩৪	৭	২৯.০৫	৭	১৬.৭৮	১০.২৮	৩০.০০
১১।	উত্তরা ব্যাংক লিঃ	১,৩১২	১০	৪.৮৬	১০	১০.৫০	১৪.৯৭	১০.০০
১২।	এবি ব্যাংক লিঃ	৪,০৯৫	১৯	২৯.৩৫	১৯	১৫.৭৫	৫৩.৮৩	৪০.০০
১৩।	আইএফআইসি ব্যাংক লিঃ	৩,৪৬৯	২৩	২৩.৪৩	২৩	১৭.৮১	২১.১৫	৪০.০০
১৪।	ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ	৭৬৫	১১	১৯.৮০	১১	১৬.৪৭	২১.৮৩	৪০.০০
১৫।	ইউসিবিএল	২,৪০১	১৪	৩৩.৮০	১৪	২৯.৮৬	২৯.৫৩	৪০.০০
১৬।	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ	৮,৩৩২	৭৬	৯৫.১৯	৭৬	৭৯.৫২	৫৬.৫৮	৬০.০০
১৭।	দি সিটি ব্যাংক লিঃ	২৭	৬	৩৬.৫৩	৬	৩০.২৬	৩.৭৬	৪০.০০
১৮।	পূবালী ব্যাংক লিঃ	১,৯৯৫	২৪	৪৬.৪৪	২৩	৩৪.৪৩	৩৯.৭৬	৫০.০০
১৯।	আল-বারাকা ব্যাংক লিঃ	১,১০৮	১২	৫৫.৩৭	১২	৫২.৩৭	১১.০৭	৬০.০০
২০।	ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিঃ	-	৭	৫.৬১	১	২.০০	-	১০.০০
২১।	ষ্টান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	৫,২০৫	২১	২২.২৭	২১	১২.২২	৩৯.৭৫	২৫.০০
২২।	ব্যাংক ইন্দোসুয়েজ	-	৫৩	২৮.০০	৫৩	২৮.০০	-	৩০.০০
২৩।	শ্রীলংকা ব্যাংক পি এল সি	৬,০১০	২০	২৬.০১	২০	২৩.২৩	১৫.৭৪	৩০.০০
২৪।	আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক লিঃ	-	৭	৫০.১০	৭	৩৫.১০	-	৫৫.০০
২৫।	হাবিব ব্যাংক লিঃ	-	১	৭.০০	১	৩.৩৬	-	-
২৬।	স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া	-	৭	৩.৮৫	৭	৩.৮৫	-	-
২৭।	সাবিনকো	-	১০	৯.১২	১০	২.৮৫	৮.০০	২০.০০
২৮।	আইডিএলসি	-	১০৫	৩৩.৩৪	১২৬	২৯.২৭	-	৪৫.০০
২৯।	ইউনাইটেড লীজিং কোং লিঃ	-	১০৩	২৫.৭৯	১০৩	১৮.২৮	-	৩০.০০
৩০।	আইপিডিসি	-	-	৪.৯৮	-	৪.৯৮	-	১০.০০
	মোট ঃ	১,২৬,৯৪১	৮,২৮৯	২,২১২.৩৭	৮,২২৯	১,৩৮৮.১৭	১,১২১.৩৪	৩,১১০.০০

নোট ঃ

১। ১৯৯২-৯৩ সালে শিল্প ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১,০৭৪.৬৭ কোটি টাকা ও ৭১৯.১১ কোটি টাকা।

২। ১৯৯৩-৯৪ সালে মঞ্জুরী ও বিতরণের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২,২১২.৩৭ কোটি টাকা ও ১,৩৮৮.১৭ কোটি টাকা।

৩। মঞ্জুরী ও বিতরণকৃত শিল্প ঋণের তুলনামূলক বৃদ্ধির শতকরা হার যথাক্রমে ১০৫.৯ ভাগ ও ৯৩.০ ভাগ।

৪। ১৯৯৩-৯৪ ও ১৯৯৪-৯৫ সালের জন্য নির্ধারিত শিল্প ঋণের লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ১,৭৯২.৩৬ টাকা কোটি ও ৩,১১০.০০ কোটি টাকা।

− = নেই

সারণী-১২

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য

দফা/খাতসমূহ	১৯৯২-৯৩		১৯৯৩-৯৪	
	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার
১	২	৩	৪	৫
রপ্তানী (এফওবি)*	৯,২৫৭.৫	২,৩৮৩	১০,০৯৭.৬	২,৫৩৪
আমদানী (সিএন্ডএফ)**	-১৫,৯৩৩.৯	-৪,০৭১	-১৬,৭৬৬.০	-৪,১৯১
(তন্মধ্যে ঃ খাদ্যশস্য)	(৬৯০.৪)	(১৭৬)	(৬০৩.৩)	(১৫১)
বাণিজ্যের স্থিতি	-৬,৬৭৬.৪	-১,৬৮৮	-৬,৬৬৮.৪	-১,৬৫৭
সেবা (নীট)	১২.৬	৩	-৩৭.৫	-১০
ক) অন্তঃপ্রবাহ	২,৪১৪.১	৬১৭	২,৬৮০.৮	৬৭০
খ) বহিঃপ্রবাহ	-২,৪০১.৫	-৬১৪	-২,৭১৮.৩	-৬৮০
(তন্মধ্যে ঃ সুদ পরিশোধ)	(৬০৬.৭)	(১৫৫)	(৬১০.৭)	(১৫৩)
অপরিশোধেয় বেসরকারী হস্তান্তর	৪,১৬৯.৪	১,০৬৭	৪,৯৮৪.৮	১,২৪৭
(তন্মধ্যে ঃ বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থ)	(৩,৬৯৮.৪)	(৯৪৪)	(৪,৩৫৪.৯)	(১,০৮৯)
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	-২,৪৯৪.৪	-৬১৮	-১,৭২১.১	-৪২০
মূলধনী হিসাব (নীট)	৪,৯৯৭.৮	১,২৭৭	৫,০৪৭.৭	১,২৬২

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

* রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর উপাত্ত।

** ই, পি, জেডসহ।

সারণী-১২ (চলমান)

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য

দফা/খাতসমূহ	১৯৯২-৯৩		১৯৯৩-৯৪	
	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার
১	২	৩	৪	৫
সাহায্য প্রাপ্তি[১]	৬,৫৫৫.৯	১,৬৭৫	৬,২৩৪.৭	১,৫৫৯
ক) খাদ্য	(৪৭৩.৬)	(১২১)	(৪৭১.৪)	(১১৮)
খ) পণ্য	(১,৪৫৬.০)	(৩৭২)	(১,৮০৫.১)	(৪৫১)
গ) প্রকল্প	(৪,৬২৬.৩)	(১,১৮২)	(৩,৯৫৮.২)	(৯৯০)
বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ	-৯৩৫.৪	-২৩৯	-১,০৫৭.২	-২৬৪
খাদ্য খাতে ঋণ (নীট)	-৩১.৩	-৮	-৪৪.৫	-১১
ক) ধার	—	—	—	—
খ) পরিশোধ	(-৩১.৩)	(-৮)	(-৪৪.৫)	(-১১)
ট্রাস্ট ফান্ড	—	—	—	—
বিমান ক্রয়ের জন্যে ঋণ (নীট)	-৩৫.২	-৯	-৩৪.৫	-৯
অন্যান্য মূলধন[২]	-৫৫৬.২	-১৪২	-৫০.৮	-১৩

উৎস: পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।
– = নেই।
১ সরকারী অনুদানসহ।
২ ট্রেড ক্রেডিট এবং ইপিজেড এর ট্রেড ব্যালান্স এতে অন্তর্ভুক্ত।

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য

দফা/খাতসমূহ	১৯৯২-৯৩		১৯৯৩-৯৪	
	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার
১	২	৩	৪	৫
ভ্রান্তি ও বাদসমূহ	-১৭৩.১	-৬৪	-৪৯৬.৮	-১৩৫
সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য	২,৩৩০.৩	৫৯৫	২,৮২৯.৮	৭০৭
আর্থিক প্রবাহ (-বৃদ্ধি)	-২,৩৩০.৩	-৫৯৫	-২,৮২৯.৮	-৭০৭
বাংলাদেশ ব্যাংক	-২,১৬০.০	-৫৫২	-২,৬৩৯.০	-৬৬০
বৈদেশিক মুদ্রা[৩]	-২,১৬৯.৫	-৫৫৪	-২,৩৫৮.৯	-৫৯০
দায়	৯.৫	২	-২৮০.১	-৭০
তন্মধ্যেঃ				
আইএমএফ-এর ঋণ	(৯.৫)	(২)	(-২৭৯.১)	(-৭০)
প্রাপ্তি	(৩১৭.৪)	(৮১)	–	–
পরিশোধ	(-৩০৭.৯)	(-৭৯)	(-২৭৯.১)	(-৭০)
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আমানত	–	–	–	–
বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ	-১৭০.৩	-৪৩	-১৯০.৮	-৪৭
ক) সম্পদ	-১৫৭.৯	-৪০	-২০৬.৩	-৫১
খ) দায়[৪]	-১২.৪	-৩	১৫.৫	৪

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।
– = নেই।
৩ 'রেপুরেশন' সমন্বয়সহ।
৪ দ্বি-পাক্ষিক স্থিতিসহ।

সারণী-১৩

পণ্য রপ্তানী (আয়)

দফা/খাতসমূহ	১৯৯২-৯৩		১৯৯৩-৯৪	
	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার
১	২	৩	৪	৫
মোট রপ্তানী (এফওবি)*	৯,২৫৭.৫	২,৩৮৩	১০,০৯৭.৬	২,৫৩৪
১। কাঁচা পাট	২৮৮.৮	৭৪	২২৭.২	৫৭
২। পাটজাত দ্রব্য	১,১৩৫.৯	২৯২	১,১৩০.৯	২৮৪
৩। চা	১৫৯.৮	৪১	১৫২.১	৩৮
৪। চামড়া	৫৭৪.৬	১৪৮	৬৭০.২	১৬৮
৫। মাছ ও চিংড়ি	৬৬৪.৪	১৭১	৮৮১.৮	২২১
৬। তৈরী পোশাক **	৫,৬১৪.০	১,৪৪৫	৬,১৯৯.৮	১,৫৫৬
৭। ন্যাপথা, ফারনেস অয়েল ও বিটুমিন	১৪৩.০	৩৭	৬২.৩	১৬
৮। নিউজপ্রিন্ট	২.৭	১	১.৪	-
৯। সার	১৯৮.৮	৫১	২০৪.৭	৫১
১০। অন্যান্য	৪৭৫.৫	১২৩	৫৬৭.২	১৪৩

উৎস : রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো।

* ই, পি, জেডসহ।

** নিটওয়্যার ও হোসিয়ারী দ্রব্যাদিসহ।

সারণী-১৪

পণ্য আমদানী (ব্যয়)

দফা/খাতসমূহ	১৯৯২-৯৩		১৯৯৩-৯৪	
	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার
১	২	৩	৪	৫
মোট আমদানী (সিএন্ডএফ)	১৫,৯৩৩.৯	৪,০৭১	১৬,৭৬৬.০	৪,১৯১
ক) খাদ্যশস্য	৬৯০.৪	১৭৬	৬০৩.৩	১৫১
১। চাল	(০.৯)	—	(৪০.৯)	(১০)
২। গম	(৬৮৯.৫)	(১৭৬)	(৫৬২.৪)	(১৪১)
খ) খাদ্যশস্য ব্যতীত	১৪,৯১০.৪	৩,৮১০	১৫,৬৭৮.৩	৩,৯১৯
১। দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য	২৫২.৮	৬৫	১৪৮.৬	৩৭
২। মসলা	৯২.০	২৪	৮৯.১	২২
৩। তেল বীজ	১৩৭.০	৩৫	১৫৮.১	৪০
৪। ভোজ্য তেল	৫৯৬.৭	১৫২	৪৬৬.২	১১৭
৫। নারিকেল তেল	৭.৬	২	৯.২	২
৬। চিনি	৫১.৮	১৩	৫২.৯	১৩
৭। সিমেন্ট	৪৪৮.৪	১১৫	৩৯৯.২	১০০
৮। অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	৭০৯.৭	১৮১	৪৬৫.৫	১১৬
৯। পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য	৬৭৩.৯	১৭২	৬৭১.৩	১৬৮
১০। রাসায়নিক দ্রব্য	৪৯৫.০	১২৬	৫৭৬.৬	১৪৪
১১। ঔষধ সামগ্রী	৫০.৪	১৩	৫৯.৭	১৫
১২। সার	৫১২.৭	১৩১	৫৪০.১	১৩৫
১৩। ডাইং ও টেনিং প্রক্রিয়াজাতকরণ সামগ্রী	১৩১.৭	৩৪	১৪৬.৫	৩৬
১৪। তুলা	৩২২.২	৮২	২৮৭.৯	৭২
১৫। সুতা	৪৯৮.৩	১২৭	৬৭০.৮	১৬৮
১৬। টেক্সটাইল এবং আনুষঙ্গিক উপকরণ	২,৬৯০.১	৬৮৭	৩,৩৬৪.৪	৮৪১
১৭। তন্তুজাত দ্রব্য	১২০.৫	৩১	১২৩.৭	৩১
১৮। লৌহ এবং ইস্পাত	৪১৫.১	১০৬	৫১৮.৭	১৩০
১৯। মূলধনী দ্রব্য	৫,২৬৬.৫	১,৩৪৬	৫,১৯৫.৯	১,২৯৯
২০। অন্যান্য	১,৪৩৮.০	৩৬৮	১,৭৩৩.৯	৪৩৩
গ) ই, পি, জেড-এ আমদানী	৩৩৩.১	৮৫	৪৮৪.৪	১২১

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী-১৫

বৈদেশিক সাহায্য, বৈদেশিক ঋণ ও ঋণ পরিশোধ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বিবরণ	১৯৯২-৯৩	১৯৯৩-৯৪
১	২	৩
১। বৈদেশিক সাহায্য		
ক) অংগীকার	১,২৬৫	২,৫৭৭
খ) বিতরণ	১,৬৭৫	১,৫৫৯
গ) ১৯৭২ সাল থেকে মোট অংগীকার	৩০,৫০২	৩৩,০৭৯
ঘ) ১৯৭২ সাল থেকে মোট বিতরণ	২৫,৭৪৭	২৭,৩০৬
২। ঋণ পরিশোধ (মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী)	৩৭৪	৪০২
৩। ৩০শে জুনে বকেয়া বৈদেশিক ঋণের স্থিতি	১১,৫৫৮[স]	১২,১৩৯
৪। বৈদেশিক ঋণের স্থিতি-দেশজ উৎপাদনের শতকরা অংশ	৪৮.৫৩[স]	৪৭.১৯[সা]
৫। মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ পরিশোধ-রপ্তানী আয়ের শতকরা অংশ	১৫.৬৯	১৫.৮৬

উৎস ঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

স সংশোধিত।

সা সাময়িক

DHAK ML.

সারণী-১৬

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

বছর (জুন শেষের স্থিতি)	মোট রিজার্ভ *	
	মিলিয়ন টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার
১	২	৩
১৯৭৯-৮০	৪,০৫৩	২৭৫
১৯৮০-৮১	৪,৫২৩	২৫০
১৯৮১-৮২	২,৬৯৮	১২২
১৯৮২-৮৩	৮,৭৬৫	৩৫৮
১৯৮৩-৮৪	১৩,৫৯৫	৫৩৯
১৯৮৪-৮৫	১১,০৬৮	৩৯৫
১৯৮৫-৮৬	১৪,৪০৮	৪৭৬
১৯৮৬-৮৭	২২,১৫১	৭১৫
১৯৮৭-৮৮	২৬,৯৬৩	৮৫৬
১৯৮৮-৮৯	২৯,৪৫৪	৯১৩
১৯৮৯-৯০	১৮,১৬১	৫২০
১৯৯০-৯১	৩১,৫০১	৮৮০
১৯৯১-৯২	৬২,৭১৩	১,৬০৮
১৯৯২-৯৩	৮৪,৪০৭	২,১২১
১৯৯৩-৯৪	১,১১,২৮৯	২,৭৬৫

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

* আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলে রক্ষিত রিজার্ভসহ।

সারণী- ১৭

বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার
(টাকা -ডলার হারের গড়)

বছর	প্রতি মার্কিন ডলারে টাকা (বার্ষিক গড়)
১	২
১৯৭৯-৮০	১৫.৪৯০০
১৯৮০-৮১	১৬.৪৫৯৯
১৯৮১-৮২	২০.০৬৫২
১৯৮২-৮৩	২৩.৭৯৫৩
১৯৮৩-৮৪	২৪.৯৪৩৭
১৯৮৪-৮৫	২৫.৯৬৩৪
১৯৮৫-৮৬	২৯.৮৮৬১
১৯৮৬-৮৭	৩০.৬২৯৪
১৯৮৭-৮৮	৩১.২৪২২
১৯৮৮-৮৯	৩২.১৩৯৯
১৯৮৯-৯০	৩২.৯২১৪
১৯৯০-৯১	৩৫.৬৭৫২
১৯৯১-৯২	৩৮.১৪৫৩
১৯৯২-৯৩	৩৯.১৩৯৫
১৯৯৩-৯৪	৪০.০০০৯

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী -১৭ (সমাপ্ত)

বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার
(টাকা-ডলার হারের গড়)

মাস	প্রতি মার্কিন ডলারে টাকা (মাসিক গড়)
১	২
জুলাই, ১৯৯৩	৩৯.৭৭
আগস্ট, ১৯৯৩	৩৯.৮৫
সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩	৩৯.৮৫
অক্টোবর, ১৯৯৩	৩৯.৮৫
নভেম্বর, ১৯৯৩	৩৯.৮৫
ডিসেম্বর, ১৯৯৩	৩৯.৮৫
জানুয়ারী, ১৯৯৪	৪০.০৬
ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪	৪০.০৮
মার্চ, ১৯৯৪	৪০.১৫
এপ্রিল, ১৯৯৪	৪০.২৫
মে, ১৯৯৪	৪০.২৫
জুন, ১৯৯৪	৪০.২৫

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী-১৮

প্রবাসী বাংলাদেশীদের অর্থ প্রেরণ

বছর	প্রেরিত অর্থের পরিমাণ	
	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা
১	২	৩
১৯৭৯-৮০	২৪৮.৮৪	৩৮৫.৪৫
১৯৮০-৮১	৩৭৮.৭৪	৬১৯.৭৪
১৯৮১-৮২	৪১২.৩৮	৮৩৯.৬৫
১৯৮২-৮৩	৬১৭.২৮	১,৪৮০.১৫
১৯৮৩-৮৪	৫৯৬.৪০	১,৪৯১.০০
১৯৮৪-৮৫	৪৩৯.১০	১,১৪৬.৫৪
১৯৮৫-৮৬	৫৫৫.১০	১,৬৬১.১১
১৯৮৬-৮৭	৬৯৬.৪০	২,১৩৬.২৫
১৯৮৭-৮৮	৭৩৭.০০	২,৩০৩.৯০
১৯৮৮-৮৯	৭৭১.০০	২,৪৭৭.৪৩
১৯৮৯-৯০	৭৬০.৫৩	২,৪৯৬.১০
১৯৯০-৯১	৭৬৪.০০	২,৭২৫.৬০
১৯৯১-৯২	৮৪৮.০০	৩,২৪১.৫০
১৯৯২-৯৩	৯৪৪.০০	৩,৬৯৮.৪৮
১৯৯৩-৯৪	১,০৮৮.৮০	৪,৩৫৪.৮৭

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যালয়সমূহ

(৩০শে জুন, ১৯৯৪)

প্রধান কার্যালয়

ঢাকা

শাখা কার্যালয়সমূহ

মতিঝিল (ঢাকা)

সদরঘাট (ঢাকা)

চট্টগ্রাম

খুলনা

বগুড়া

রাজশাহী

সিলেট

বরিশাল

রংপুর

তফসিলী ব্যাংকসমূহের তালিকা

(৩০শে জুন, ১৯৯৪)

১। রাষ্ট্রায়ত্ত/সরকার নিয়ন্ত্রিত ব্যাংকসমূহ

ক) বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ

১। সোনালী ব্যাংক

২। জনতা ব্যাংক

৩। অগ্রণী ব্যাংক

৪। রূপালী ব্যাংক লিমিটেড*

খ) বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ

১। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

২। বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক

৩। রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

৪। ব্যাংক অব স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ এন্ড কমার্স বাংলাদেশ লিমিটেড

৫। বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা

২। বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ

১। পূবালী ব্যাংক লিমিটেড

২। উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড

৩। আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড

---

* ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বর মাসে শতকরা ৫১ ভাগ মালিকানা সরকারী খাতে রেখে রূপালী ব্যাংককে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

তফসিলী ব্যাংকসমূহের তালিকা
(৩০ শে জুন, ১৯৯৪)

৪। ইন্টারন্যাশনাল ফাইনান্স ইনভেস্টমেন্ট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড

৫। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

৬। ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড

৭। দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড

৮। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড

৯। আল-বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

১০। ইস্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড

১১। ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড

৩। বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ

১। আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক লিমিটেড

২। ব্যাংক ইন্দোসুয়েজ

৩। এ এন জেড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক পি এল সি

৪। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক

৫। হাবিব ব্যাংক লিমিটেড

৬। স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া

বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

হরিনারায়ণ মজুমদার, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত এবং মলিনা প্রিন্টার্স এন্ড প্যাকেজার্স ১২ বনগ্রাম লেন, ওয়ারী, ঢাকা-১২০৩ থেকে মুদ্রিত। জ, স, ও প্র, বি, ৫-৯৫-১০০০

KANTA